নারী অধিকার সনদ

প্রেক্ষিত : জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

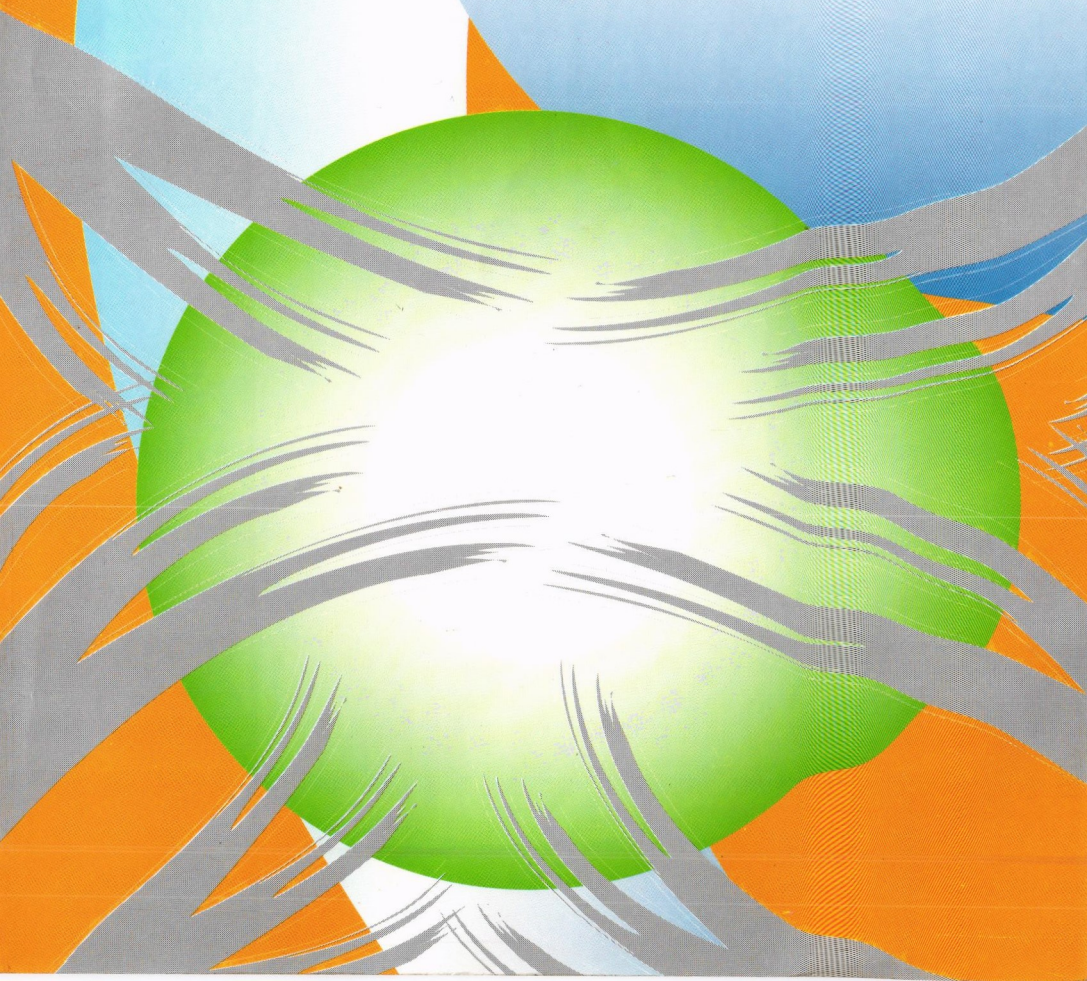

নারী অধিকারের সনদ

প্রেক্ষিত ঃ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রকাশক
গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯

www.pathagar.com

নারী অধিকারের সনদ

প্রেক্ষিত ঃ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রকাশক ঃ	রাফীক বিন সাঈদী ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক ৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯
অনুলেখক ঃ	আব্দুস সালাম মিতুল
প্রথম প্রকাশ ঃ	মে-২০০৭
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ	নাবিল কম্পিউটার ৫৩/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, ০১৭১-৪৩৮৮২৫৪
প্রচ্ছদ ঃ	মশিউর রহমান
মুদ্রণ ঃ	আল আকাবা প্রিন্টার্স ৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার-ঢাকা-১১০০
শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ	৫০ টাকা মাত্র।

Nari Odhikarer Sonad Prekhit Jatiyo Nari Unnayon niti 2008, Written by Moulana Delawar Hossain Sayedee, Co-operated by Rafeeq bin Sayedee. Managing Director of Global publishing Network, Copyist : Abdus Salam Mitul. Published by Global publishing Network, Dhaka. 1st Edition: May 2008. Price: 50 TK, Only in BD. 2 Doller in USA. 1 Pound in UK.

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিক কথা

বর্তমান সময়ে সমগ্র দেশ ব্যাপী সর্বাধিক সমালোচিত ও বিতর্কিত বিষয় 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮' যা গত ২৪/ ০২/ ০৮ তারিখে তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক এর খসড়া নীতি অনুমোদিত হয়েছে।

এ যাবৎ কালীন দেশ পরিচালনার জন্য যত নীতিমালা প্রণয়ন হয়েছে তা সবই নির্বাচিত সরকার তথা জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমেই হয়েছে। যেমন জাতীয় খাদ্য নীতি ১৯৮৮, জাতীয় কৃষি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় শিল্পনীতি ১৯৯৯, বস্ত্রনীতি ১৯৯৫, জাতীয় আমদানী নীতি ১৯৯৭- ২০০২, রপ্তানী নীতি ১৯৯৭- ২০০২, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় ক্রীড়া নীতি ১৯৯৮, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ১৯৯৬, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭, জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ১৯৯২, জাতীয় টেলিফোন যোগাযোগ নীতি ১৯৯৮ ইত্যাদী। ১৯৭২ থেকে শুরু করে ২০০৬ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে যত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে সকল নীতিমালাই নির্বাচিত সরকার তথা জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। কারণ তত্বাবধায়ক সরকারের সুষ্ঠু নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীরেকে অন্য কোনো ধরণের জাতীয় নীতি প্রণয়নের সাংবিধানিক এখতিয়ার বহির্ভূত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮ খ এর (১) ধারায় বলা হয়েছে, 'নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তী কালীন সরকার হিসেবে উহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহযোগিতায় উক্তরূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্য্যাবলী সম্পাদন করিবেন; এবং এইরূপ কার্য্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোনো নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না।'

সুতরাং সংবিধানের উপরোক্ত ধারা অনুসারে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া অনভিপ্রেত যা আদৌ কাম্য নয়।

যেহেতু তত্বাবধায়ক সরকার স্বল্পমেয়াদী অনিবার্চিত সরকার, জনগণের কাছে তাদের কোনো দায়বদ্ধতা ও জবাবদীহীতা নেই; তাই চরম ইসলাম বিদ্বেষী জনবিচ্ছিন্ন বাম রাজনীতিবিদ ও শ্রদ্ধেয় ওলামা- মাশায়েখদের জঘন্য দুশমন কতিপয় বামপন্থী এনজিও প্রধানরা সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশকে

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বে হেয়-প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারকে ব্যবহার করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের টার্গেট হচ্ছে, বাংলাদেশকে বন্ধুশূন্য করা, বর্তমান সরকারের অর্জন সমূহ ম্লান করা, নির্বাচনী রোডম্যাপ ভন্ডুল করা, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামা- মাশায়েখদেরকে নারী স্বার্থের শত্রু বা প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা, কোরআন প্রেমিক মুসলমানদেরকে রাস্তায় নামিয়ে সরকারকে বিব্রত করা এবং প্রতিবেশী দেশের স্বার্থোদ্ধার করা ইত্যাদী।

এমতাবস্থায় সরকারকে বুঝতে হবে বামদের অস্তিত্ব শুধু মিডিয়ায়, এরা আল্লাহ-রাসূল ও কোরআন- হাদীস বিরোধী, ইসলাম এদের চক্ষুশূল, এরা পরজীবী এবং জাতীয় স্থিতিশীলতার বিরোধী। এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমানদের নিকট এদের কোনোই গুরুত্ব নেই।

এ কথা দ্বিপ্রহরের মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত স্পষ্ট যে, ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে পৃথিবীর কোনো ধর্ম, কোনো মতবাদ- মতাদর্শও সে মর্যাদা ও অধিকার দিতে সক্ষম হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। ইসলাম নারীদেরকে কি মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে তা যদি মহিলারা সকলেই জানতেন তাহলে তাঁরাই সকল মত ও পথ ত্যাগ করে শুধু ইসলাম তাদেরকে যে অধিকার দিয়েছে তা পাওয়ার জন্য চূড়ান্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। সকলের জ্ঞাতার্থে অত্র পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধির আশাঙ্কায় ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকারের যৎ সামান্য দলিল তুলে ধরা হলো। কারণ ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকারের বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখতে হবে। সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা হলেও কোরআন- হাদীসে বর্ণিত নারীর ন্যায্য অধিকারের বিষয়সমূহ অত্র পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে নারীর সমঅধিকারের নামে যারা তৎপর এবং এ লক্ষ্যে যেসব নীতি প্রণীত হয়েছে, এর মূল উদ্দেশ্যে সম্পর্কেও পাঠক- পাঠিকাগণ সম্যক ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবেন ইন্‌শাআল্লাহ্।

আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহের একান্ত ভিখারী

সাঈদী

আরাফাত মন্‌জিল

৯১৪ শহীদবাগ

ঢাকা

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা	আলোচ্য সূচী
৭	নারী অধিকারঃ আধুনিক বিশ্ব
১০	ইসলাম পূর্ব অবস্থায় নারী
১১	হিন্দু ধর্মে নারী
১২	বৌদ্ধ ধর্মে নারী
১২	ইয়াহূদী ধর্মে নারী
১৩	পারসিক ধর্মে নারী
১৪	ঈসা (আঃ) আগমনের পূর্বে নারী
১৪	খৃষ্ট ধর্মে নারী
১৫	বিভিন্ন দেশে নারী সম্পর্কিত প্রবাদ
১৬	পাশ্চাত্য সভ্যতা ও নারী
১৬	ইসলামী সভ্যতায় নারী
১৮	ইসলামের দৃষ্টিতে মর্যাদার ভিত্তি
২০	নারী ও পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক
২৩	নারীর মর্যাদা- ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী
২৫	কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা
৩০	বধূ হিসেবে নারীর মর্যাদা
৩৪	মাতা হিসেবে নারীর মর্যাদা
৩৮	নারী স্বাধীনতা- ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী
৩৯	শিক্ষা গ্রহণে নারীর স্বাধীনতা
৪১	অর্থোপার্জনে নারীর স্বাধীনতা
৪২	সম্পদ অর্জনে নারীর স্বাধীনতা
৪৩	জীবন সঙ্গী নির্বাচনে নারীর অধিকার
৪৬	নারীর মোহ্‌রানা লাভের অধিকার

www.pathagar.com

৪৮ | পুরস্কার ও শাস্তি লাভের ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার
৫১ | সমাজ সংস্থার সদস্যা হিসেবে নারীর অধিকার
৫২ | জাতীয় প্রতিরক্ষায় নারীর অধিকার
৫৪ | জাতীয় উন্নয়নে নারীর অধিকার
৫৫ | নারীর একাধিক বিয়ের অধিকার
৫৮ | সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে নারী
৬০ | উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার
৬৪ | পাশ্চাত্য সভ্যতায়- নারী যৌনদাসী
৬৮ | সমঅধিকার বা নারী স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়?
৭০ | দারিদ্র দূরীকরণের নামে কতিপয় এনজিওদের জাতিসত্তা বিরোধী ভূমিকা
৭১ | জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ এর মূল উদ্দেশ্য
৮০ | সকল ধর্মের জনগোষ্ঠীর প্রতি আহ্বান

সৌজন্যে

আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ভূঁইয়া

(চারগাছ, কসবা, বি, বাড়িয়া)

৪৪২, উত্তর শাহ্‌জাহানপুর, ঢাকা

www.pathagar.com

নারী অধিকার আধুনিক বিশ্ব

আধুনিকবিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও চিন্তা- চেতনা ও মননশীলতার দিক থেকে যতোই অগ্রসর হচ্ছে, ততোই তার দুটো দিক আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। একঃ মানবতার কল্যাণ প্রচেষ্টা। দুইঃ এরই ছদ্মাবরণে ইসলামী আদর্শ বিলুপ্ত করার সুগভীর ষড়যন্ত্র।

পাশ্চাত্য বিশ্ব তার নিজের তৈরী করা অবাধ তথ্য প্রবাহ, নারী- পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সমকামীতা, বিকৃত যৌনতায় পরিপূর্ণ আকাশ সংস্কৃতির কারণে তাদের শান্তির নীড় পারিবারিক প্রথা বিলুপ্ত প্রায়। সেক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে মুসলমানর শান্তিতে স্বস্তিতে যৌথ পরিবার প্রথায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমায় কেনো? এটাই সাম্প্রদায়িক পরধর্ম ও পরমত অসহিষ্ণু পাশ্চাত্যের গাত্রদাহ। আর এ বিষয়টি তারা প্রচ্ছন্নও রাখেনি, বিশ্বের স্বঘোষিত মোড়ল আমেরিকার কট্টর সাম্প্রদায়িক প্রেসিডেন্ট- যার কাছে নাকি তার 'গড' এর পক্ষ থেকে নিজ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে যুদ্ধের নির্দেশ এসেছে, তিনি সারা দুনিয়ার মুসলমানদের লক্ষ্য করে স্বদম্ভে ঘোষণা করেছেন, 'বিশ্বে শান্তি-স্বস্তির সাথে বসবাস করতে হলে আমাদের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে।' তিনি তার প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সঙ্গী সাথীদের সহযোগিতায় মুসলমানদের শান্তি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে কল্পিত সন্ত্রাস দমনের নামে ইসলামী সভ্যতা- সংস্কৃতি ধ্বংস ও মুসলিম দেশসমূহ এবং এর সম্পদ দখল করার সুদূর প্রসারী নীল নকশা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনদের ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ- বাংলাদেশেও ২০০৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি '০৮' বিগত ৮ই মার্চ '০৮ তারিখে ঢাকাস্থ উসমানী মিলনায়তনে বিশ্ব নারী দিবসের এক অনুষ্ঠানে তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক নীতিমালাটি সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

এই নীতিমালার প্রতি গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দেশী- বিদেশী ইসলামের চরম বিদ্বেষীদের মাধ্যমে রচিত এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালার উল্লেখযোগ্য অংশই মুসলমানদের হৃদপিন্ড পবিত্র কোরআন হাদীসের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। বর্তমান সময়ে সম্পূর্ণ অনাধিকার ও অযাচিতভাবে এদেশের ৯০% জনগণের চিন্তা-চেতনা, ঈমান আকিদা বিশ্বাসের সাথে বিরোধপূর্ণ এই নীতিমালা প্রণয়নের সুদূর প্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে, আমেরিকা- ইউরোপের অনুরূপ বাংলাদেশেও মুসলমানদের ঐতিহ্য বিনষ্ট করে এদেশ থেকে শান্তিপূর্ণ পারিবারিক ব্যবস্থা সমূলে উচ্ছেদ করা এবং শতকরা

www.pathagar.com

৯০% মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে এদেশকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, ব্যর্থ ও অকার্য্যকর রাষ্ট্র প্রমাণ করে প্রত্যক্ষভাবে আগ্রাসী শক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ইসলাম কোনো অসম্পূর্ণ জীবন বিধানের নাম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ভারসাম্যমূলক ইসলামী জীবন বিধানে নারীনীতি, শ্রমনীতি, শিশু- কিশোর নীতি, তরুণ- যুবনীতি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সম্মান- মর্যাদা ও নিরাপত্তা নীতি, খাদ্যনীতি, কৃষিনীতি, ভূমিনীতি, শিল্পনীতি, মালিক-শ্রমিক নীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা নীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, সভ্যতা- সংস্কৃতি নীতি, উত্তরাধিকার নীতিসহ মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় যত নীতিমালা প্রয়োজন, সে সকল নীতিমালা দিয়ে ইসলাম পরিপূর্ণ এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ। ইসলামী জীবন বিধানের মোকাবেলায় প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অতীত ও বর্তমানের সকল মতবাদ- মতাদর্শ ও সভ্যতা- সংস্কৃতি একেবারেই নিঃস্ব সর্বহারা।

পাশ্চাত্যের ভোগবাদী পরমত অসহিষ্ণু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন চিন্তা নায়ক ও নেতৃবৃন্দের কাছে মুসলমানদের সুখ-শান্তি ও স্বস্তি একেবারেই অসহনীয়। মুসলিম দেশসমূহের সম্পদের প্রতি সুদূর অতীত থেকেই তাদের রয়েছে লোলুপ দৃষ্টি। ঠিক এ কারণেই গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ফেরিওয়ালা আমেরিকার কোনো কোনো নেতা রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বেই তৈল সমৃদ্ধ ইরান- ইরাক নিশ্চিহ্ন করার নির্লজ্জ হুমকি দিচ্ছেন। অথচ এরাই সারা দুনিয়ায় নিজেদেরকে গণতন্ত্রের একমাত্র ঠিকাদার হিসেবে দাবী করে মানবাধিকারের জন্য কুম্ভিরাশ্রু বর্ষন করে। গণতন্ত্রের আলখেল্লার আড়ালে রয়েছে তাদের দানবীয় চেহারা, তারা মুসলিম দেশসমূহের প্রাকৃতিক সম্পদ সংশ্লিষ্ট দেশকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে দিতে নারাজ, স্বনির্ভর নীতিমালা বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, নিজেরা একাধারে পারমাণবিক অস্ত্র মওজুদ করছে, কিন্তু কোনো মুসলিম দেশ এ পথে অগ্রসর হতে চাইলে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ নির্লজ্জভাবে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে। এমনকি জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রেও পারমাণবিক শক্তি অর্জনের পথে চরমভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

বৈষয়িক উপায়- উপকরণ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সমরশক্তি ও অর্থনৈতিক শক্তির দিক থেকে যারা বলিয়ান হয় বিশ্বনেতৃত্বের আসনে তারাই আসীন হয় এবং তাদেরই সভ্যতা-সংস্কৃতি সারা দুনিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে, আর এটাই হলো প্রাকৃতিক নিয়ম। এসব দিক থেকে মুসলমানরা বিগত শতাব্দীসমূহের যে যুগ পর্যন্ত অগ্রগামী ছিলো, ঠিক সে যুগ পর্যন্তই মুসলমানরাই বিশ্বনেতৃত্বের আসনে আসীন ছিলো এবং ইসলামী সভ্যতাই পৃথিবীতে বিজয়ীর আসনে আসীন ছিলো। এ

www.pathagar.com

সময় পর্যন্ত গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নারী অধিকারের সাথে পাশ্চাত্য জগৎ ছিলো সম্পূর্ণ অপরিচিত। কারণ পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মের নামে যেসব মত রয়েছে এবং মানব রচিত যে সকল মতবাদ রয়েছে, এসব ধর্ম এবং মতবাদ নারীকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার না দিয়ে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। অপরদিকে একমাত্র ইসলামই নারীকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বর থেকে টেনে উঠিয়ে সম্মানের আসনে আসীন করেছে।

বিশ্বনেতৃত্বের আসন থেকে মুসলমানদের দুঃখজনক পতনের পরে পাশ্চাত্যের গ্রীক প্রভাবিত নাস্তিক্যবাদী জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সভ্যতা- সংস্কৃতি বিজয়ীর আসনে আসীন হয়। অবাধ বিকৃত যৌনতা নির্ভর এই সভ্যতা এই পৃথিবীর জীবনকেই একমাত্র জীবন হিসেবে গণ্য করেছে ফলে এ সভ্যতায় বিশ্বাসী ও প্রভাবিত লোকজন জীবন- যৌবনকে কানায় কানায় ভোগ করার লক্ষ্যে তথাকথিত নারী উন্নয়নের নামে নারীকে ব্যবসার পণ্য এবং যৌনদাসীতে পরিণত করেছে। নারী উন্ননের নামে যে সকল সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, এসব সম্মেলনে দেহপসারিণী- রূপজীবীনিদের তথা বেশ্যাদেরকেও নারী প্রতিনিধি হিসেবে শুধু আমন্ত্রণই জানানো হয় না, তাদের সকল ব্যয়ভারও সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ বহন করে। অবশ্য বর্তমানে তারা বেশ্যাদের বেশ্যা হিসেবে চিহ্নিত না করে নির্লজ্জভাবে যৌনকর্মী বা সেক্স ওয়ার্কার হিসেবে দুনিয়াব্যাপী পরিচিত করানোর অপচেষ্টা করছে। যে ইউরোপ- আমেরিকা নারী অধিকারের ঠিকাদারী গ্রহণ করেছে, সেসব দেশের অধিকাংশ অধিবাসী বিকৃত খৃষ্টীয় আদর্শে বিশ্বাসী। বিকৃত খৃষ্টীয় আদর্শের অনুসারী পোপ-পাদ্রীগণ নারী সম্পর্কে বেশ কয়েকবার সম্মেলন করেও 'নারী মানুষ কি না' এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি।

ইসলাম নারীকে শুধু মানুষই নয়, পুরুষের তুলনায় তিনগুণ বেশী অধিকার দিয়েছে, নারীর সতীত্ব-সম্ভ্রম নিরাপদ করার লক্ষ্যে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্টীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, নারীর যৌবনকে পরম সম্মান- মর্যাদার বিষয় হিসেবে গণ্য করে এবং নারীর প্রতি সামান্যতম অপবাদ আরোপকারীর প্রতিও দন্ড আরোপের বিধান করেছে।

ইসলামী জীবন বিধানে নারীকে পণ্য-দ্রব্যের লেবেলে পরিণত করে ব্যবসায়িক ফায়দা লুটা যাবে না, যথেচ্ছভাবে তার যৌবনকে ভোগ করা যাবে না, পূর্ণমাত্রায় তাঁর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, এসব বিষয় পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সভ্যতার অনুসারী ও পূজারীদের জন্য বড়ই পীড়াদায়ক। আর ঠিক এ কারণেই একদিকে তারা ইসলামী নীতিমালার বিপরীত নীতামালা প্রণয়ন করে তাদের বরকন্দাজদের মাধ্যমে কৌশলে বা শক্তি প্রয়োগ করে মুসলিম দেশসমূহে চালু করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা

www.pathagar.com

চালাচ্ছে। অপরদিকে ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলিম নারী-পুরুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে 'ইসলাম নারীকে পুরুষের তুলনায় কম মর্যাদা দিয়েছে, ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে, পিতার সম্পত্তিতে সমঅধিকার দেয়নি, স্বাধীনতা থেকে নারীকে বঞ্চিত করেছে, ইসলাম নারীকে পিতা, স্বামী ও সন্তানের দাসীতে পরিণত করেছে, ইসলাম নারীকে স্বয়ং সম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল হতে দেয় না' ইত্যাদি ধরণের ঘৃণ্য প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমরা অত্র পুস্তকে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সভ্যতার অনুসারীদের নারী নীতি সম্পর্কে মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য, ইসলামের নারী নীতি সম্পর্কে তাদের ঘৃণ্য প্রচারণা ও ইসলাম নারীকে পুরুষের তুলনায় কতটা বেশী অধিকার দিয়েছে, তা ধারাবাহিকভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। তবে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠী ধর্ম হিসেবে যা কিছুই অনুসরণ করে, সে সকল ধর্ম নারীর প্রতি কোন্ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও অন্যান্য আদর্শ প্রদত্ত অধিকার তুলনামূলক আলোচনা করলে সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইসলাম নারীকে সম্মান-মর্যাদার কোন্ উচ্চস্তরে আসীন করেছে।

ইসলাম পূর্ব অবস্থায় নারী

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, ইতিহাসের যে পর্যায়ে আল্লাহর কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছিলো, সে সময় কন্যা সন্তান ছিল অসম্মান ও অমর্যাদার প্রতীক। এ জন্য কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যা করতো। গর্ভবতী মায়ের প্রসব বেদনা শুরু হলে তাকে একটি গর্তের কিনারায় রাখা হতো অথবা তার পাশেই একটি গর্ত খনন করা হতো। পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সবার মনে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতো আর কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে তাকে জীবিত অবস্থায় গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয়া হতো।

কখনো কন্যা সন্তানকে উট বা ছাগল চরানোর উপযুক্ত বয়সে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত জীবিত রাখা হতো। এ পর্যন্ত তার ওপরে নির্যাতন চলতো এবং তাকে অত্যন্ত ঘৃণার সাথে পরিবারে রাখা হতো। এরপর যথা সময়ে পশম দিয়ে বানানো গরম পোশাক পরিয়ে উত্তপ্ত মরুভূমিতে উটের রাখাল হিসাবে পাঠিয়ে দিতো। পশমী পোষাকে আবৃতা কিশোরী মেয়েটি মরুভূমির প্রচন্ড উত্তাপে মারা পড়তো অথবা বন্য জন্তুর খোরাকে পরিণত হতো বা নরপশুদলের সম্মিলিত ধর্ষণের শিকারে পরিণত হয়ে প্রাণত্যাগ করতো।

www.pathagar.com

ক্ষেত্র বিশেষে কন্যাকে জীবিত রাখলেও তার জীবন ছিলো যন্ত্রণাদায়ক। প্রত্যেক মুহূর্তে মেয়েটি উপেক্ষা আর নির্যাতনের শিকার হতো। তার বিয়ের পরে স্বামী মারা গেলে মেয়েটির অভিভাবক এসে নিজের শরীরের পোষাক মেয়েটির শরীরের ওপরে নিক্ষেপ করতো। এই পোষাক নিক্ষেপ করার অর্থ ছিল, এই মেয়েটি অন্য কাউকে বিয়ে করার অধিকার রাখে না। কখনো সেই অভিভাবকই মেয়েটিকে ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করতো অথবা পুনরায় বিয়ে না দিয়ে মেয়েটির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার ওপরে নির্যাতন করা হতো। কখনো এভাবে নারীকে তালাক দেয়া হতো, যে ব্যক্তি তালাক দিলো তার অনুমতি ব্যতীত বা তার নিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত সেই নারী অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না।

হিন্দু ধর্মে নারী

পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম নারীর কোনো সম্মান ও মর্যাদাই প্রদান করেনি। পুরুষ একাধিক বিয়ে বা স্ত্রী বিয়োগের পরে পুনরায় বিয়ে করার অধিকার লাভ করবে কিন্তু নারীর সে অধিকার নেই। সতীদাহ তথা স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীকেও জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অমানবিক ব্যবস্থা চালু ছিল হিন্দু ধর্মে। কোনো নারী যদি সৌভাগ্য ক্রমে স্বামীর জ্বলন্ত চিতা থেকে জীবিত বের হতো পারতো তাহলে তাকে এমনভাবে তিরস্কার কার হত যে, সে নারীর পক্ষে জীবিত থাকার তুলনায় মৃত্যুই উত্তম বিবেচিত হতো।

হিন্দু ধর্মে একজন পুরুষ একই সাথে দশজন নারীকে স্ত্রী হিসাবে রাখতে পারে। রাজা দশরথের তিনজন স্ত্রী ছিল। মহারাজা ধ্রুবের ছিল পাঁচজন, পাঁন্ডুর ছিল দুইজন, অর্জুনের ছিল তিনজন স্ত্রী। এদের মধ্যে তালাক প্রথা নেই। ফলে যথেচ্ছা অত্যাচার করলেও নারী মুক্তির কোনো বিধান নেই। স্বামী হলো নারীর দেবতা। অতএব দেবতা কোনো পাপ করতে পারেনা। দিনরাতের এমন কোনো মুহূর্ত নেই যে মুহূর্তে নারী স্বাধীন থাকতে পারে। সকল ক্ষমতা স্বামীর অধিকারে থাকবে। নারী স্বাধীন হবার যোগ্য নয়। নারী তার সমগ্র জীবনকালে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না। পিতা তার কন্যাকে যার সাথে বিয়ে দিবেন, সে যেমনই হোক না কেনো- তার সাথেই তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। স্বামীর মৃত্যুর পরে তাকে আজীবন নিষ্ঠুর বৈধব্য ব্রত পালন করতে হবে। নারীর সখ আহ্লাদ বলে কোন কিছু থাকতে পারে না।

শয্যাপ্রিয়তা, অলঙ্কারাসক্তি, ব্যভিচারের ইচ্ছা, আত্মগর্ব, অহংকার, কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মিথ্যা বলা এবং যে কোনো পুরুষ দেখলেই তার সাথে দেহ মিলনের ইচ্ছা নারীর স্বভাবের অন্তরগত। কোনো ধরনের পরামর্শ নারীর সাথে করা

www.pathagar.com

যাবেনা, পরামর্শ করার সময় নারীকে কাছেও রাখা যাবেনা। এই পৃথিবীতে পুরুষ পাপ করলে পরজন্মে নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। নারী জাতি হীন, পাপমূর্তি এবং বিশ্বাসের অযোগ্য। নারী দাস সম্প্রদায়ভুক্ত।

কোনো মানুষকে যদি এক হাজারটি মুখ দিয়ে হাজার বছর জীবিত রাখা হয় আর সে যদি তার এক হাজারটি মুখ দিয়ে প্রত্যেক মুহূর্তে নারীর দোষ বর্ণনা করে, তবুও নারীর দোষ বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে না। ধন-সম্পদে নারীর কোনো অধিকার নেই। ঋণে ডুবে থাকা ব্যক্তি পর জন্মে নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষা গ্রহণের কোনো অধিকার নারীর নেই।

উল্লেখিত বাণীসমূহ হিন্দু ধর্মগ্রন্থের। নারীর সম্মান ও মর্যাদা তারা কেমন করে কিভাবে দিয়েছে তাদের ধর্মগ্রন্থে উদ্ধৃত ঐ কথাগুলো পাঠ করলেই উপলব্ধি করা যায়।

বৌদ্ধ ধর্মে নারী

অহিংসা পরম ধর্ম, জীব হত্যা মহাপাপ- এটা হলো বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি। সেই বৌদ্ধ ধর্ম নারী সম্পর্কে বলছে–নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী। নারীর সাথে কোনরূপ মেলামেশা বা তাদের প্রতি কোনো অনুরাগ রেখোনা। তাদের সাথে কোনো ধরনের কথা বলবে না। পুরুষদের জন্যে নারী ভয়ংকর বিপদ স্বরূপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভঙ্গীদ্বারা পুরুষের বিশ্বাস নামক সম্পদ লুটে নেয়। নারী এক ছলনা বৈ কিছুই নয়। নারী থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করো। নারীর সাথে একত্রে থাকা অপেক্ষা বাঘের মুখে তার খাদ্য হিসাবে যাওয়া বা ঘাতকের তরবারীর নীচে মাথা পেতে দেওয়া অতি উত্তম।

বৌদ্ধ ধর্মের উপখ্যানে এ ঘটনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, উরুবিল্ব গোত্রপতির মেয়ে মারা গেলে একদিন স্বয়ং বুদ্ধ তার কবর খুলে মেয়েটির কাফনের কাপড় নিয়ে গেলেন এবং তা দিয়ে জামা বানিয়ে ব্যবহার করলেন। (Saint Hiler Budha & his relegion, p-50)

নারী সম্পর্কে উল্লেখিত বৌদ্ধ ধর্মের বাণীসমূহ পাঠ করলে অনুধাবন করতে কষ্ট হয়না, এই ধর্ম নারী জাতিকে কি ধরনের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

ইয়াহূদী ধর্মে নারী

নারী সম্পর্কে ইয়াহূদী ধর্মের বক্তব্য হলো–নারী পাপের প্রসবন। কোনো ভালো কাজ করার যোগ্যতা নারীর নেই। এ কারণে সে সম্মান পেতে পারে না। নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র ভোগ করার জন্যে। নারী জাতি সৃষ্টির আদি থেকেই পাপের

www.pathagar.com

উস্কানি দিয়ে আসছে। নারীকে সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করা যাবে না। কোনো নারীর স্বামীর সাথে যদি অন্য পুরুষের ঝগড়া শুরু হয়, আর নারী যদি তাঁর স্বামীকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়ায়, এটা তাঁর ক্ষমাহীন অপরাধ। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে নারীর উভয় হাত কেটে দিতে হবে। নারীকে যে কোনো সময় যে কোনো কারণে বা কারণ ব্যতীতই তালাক দেয়া যেতে পারে। প্রতিটি পুরুষের এই বলে দোয়া করা উচিত যে, হে স্রষ্টা! তুমি আমাকে যে নারী না করে পুরুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছো, এ কারণে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ওপরে উল্লেখিত ইয়াহূদী ধর্মের বাণীসমূহ পাঠ করার পরে আর ব্যাখ্যার দাবী রাখে না যে, ইয়াহূদী ধর্ম নারীকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখে। ইয়াহূদী ধর্মেই শিশু কন্যাদের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা চালু ছিল।

পারসিক ধর্মে নারী

পারসিক ধর্ম নেতার নাম যরথুষ্ট্র। তার প্রবর্তিত ধর্মেও নারীর কোনো মর্যাদা রাখা হয়নি। যেসব বিধান রাখা হয়েছে তা নারীর জন্য চরম অমানবিক। যরথুষ্ট্র নারী সম্পর্কে বলেছেন, যে নারীর সন্তান নেই সে নারী পুলসিরাত পার হয়ে বেহেশতে যেতে পারবে না। সুতরাং নারী যেন অন্য কারো সন্তান গর্ভে ধারণ বা পালন করে হলেও মাতৃপদ লাভ করে। নারীর মাসিক হলে এই ধর্মে তাকে চরমভাবে ঘৃণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোনো পুষ্পবতী নারী যেন সূর্য না দেখে এবং কোনো পুরুষের সাথে কথাও না বলে। আগুনের দিকে সে যেন না তাকায়। পানিতে অবতরণ না করে। অন্য কোনো পুষ্পিতা নারীর সাথে একত্রে শয়ন না করে ও খাদ্য স্পর্শ না করে। কোনো পাত্র ধরতে হলে হাতে যেনো কাপড় জড়িয়ে নেয়। ঋতুবতী নারী এই সকল আদেশ অমান্য করলে তার জন্য বেহেশত হারাম হয়ে যাবে। ঋতুকাল নারীর একটি পাপ কাল। বছরে তার জন্য একটি মাস নির্ধারিত রয়েছে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য।

সন্তান প্রসবকারিণী নারীর দুর্ভোগের শেষ ছিল না। সন্তান প্রসবের পরে নারী এমনই অপবিত্রা হয়ে যেত যে, সে নারী ঘরের বাইরে আসতে পারবে না। এমন কি বারান্দায় পর্যন্ত আসা যাবে না। মাটিতে পা রাখলে মাটি পর্যন্ত অপবিত্র হয়ে যেত, কোনো কাঠের পাত্র নারী স্পর্শ করতে পারবে না। এ ধরনের অমানবিক বন্ধনে নারীকে বেঁধে রেখেছে এই ধর্ম। নারী তার স্বামীর দাস, নারীর জীবন তার কাছে এক ঘৃণ্য বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

ঈসা (আঃ) আগমনের পূর্বে নারী

হযরত ঈসার আগমনের পঁচিশ বছর আগের যুগটি ছিল যরথুষ্ট্রের যুগ। এই ধর্মে যৌনাচার লাগামহীন। ফলে যারা নিজেদের যৌবনকে কানায় কানায় উপভোগ করতে চাইতো তারা সে যুগে দলে দলে এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল। সম্রাট কায়খসরু, গস্টাসপ ও কায়কোবাদের মত প্রতাপশালী ব্যক্তিগণ এই ধর্ম গ্রহণ করার ফলে এই মতবাদ পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্রাট পারভেজও এই মতবাদ গ্রহণ করেছিল। এই ধর্মকে বলা হয় মজুসিয়াত। যৌনাচারের বাঁধাধরা আইন ছিল না বলে সম্রাট পারভেজ তার ভোগের জন্যে বহু সংখ্যক নারীকে বিয়ে করেছিলেন। যৌন চাহিদার ক্ষেত্রে কোনো বাছ-বিচার নেই। এ ধর্মের বিধান অনুযায়ী যে কোনো সময় স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক বা হত্যা করতে পারে। নিজের স্ত্রীকে প্রয়োজনে অন্য কারো ভোগের জন্য দেয়া পাপের বিষয় নয়। নারীকে যে কোনো সময় বিক্রি করে দেয়া যায়।

সতিন পুত্র সৎ মা'কে ভোগ করতে পারে। এই ধর্মের আরেক ধর্মীয় নেতা মযুকের মতানুসারে, ধন-সম্পদ ও নারী হলো সকল পাপের মূল উৎস। নারী কারো ব্যক্তিগত সম্পদ হতে পারে না, নারী জাতীয় সম্পদ। সুতরাং একা কেউ কোন নারীকে ভোগ করতে পারবে না। উঠিয়ে দেয়া হলো বিয়ে প্রথা। ধর্মনেতা মযুকের এই যৌনাচারের নীতির সাথে ভারতের ভগবান রজনীশের যৌননীতির হুব-হু মিল দেখা যায়। পারস্য সম্রাট শাহ কাবাদ এ ধর্ম গ্রহণ করার ফলে তিনি সাম্রাজ্য ব্যাপী এই নীতি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের প্রাসাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উঠিয়ে দিলেন। ফলে যে কোনো লোক প্রাসাদে প্রবেশ করে রাজপরিবারের নারীদেরকে ভোগ করতে পারতো। সম্রাট নিজেও যে কোনো লোকের স্ত্রীকে ভোগ করতো।

খৃষ্ট ধর্মে নারী

খৃষ্ট ধর্মে নারীর অবস্থা আরো শোচনীয়। নারী মানুষ কিনা বা নারীর আত্মা বলে কিছু আছে কিনা তাই নিয়েই এ ধর্ম সন্দেহ পোষণ করে। নারী হলো সকল পাপের প্রতীক, নারীর রক্ত অপবিত্র, নারী ছলনার প্রতীক, নারী থেকে দূরে থাকো, নারী শয়তানের শক্তি, নারী অজগর সাপের মতো রক্ত পিপাসু, নারীর মধ্যে বিষ আছে, চরিত্র ধ্বংসের মূল শক্তি নারী, সে শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। নারীর স্বভাব বিচ্ছুর মতো কামড়ানো, শয়তানের ডান বাহু নারী, পুরুষের অধীনে থাকবে নারী, তার কোনো স্বাধীন সত্তা নেই, নারী যদি কোনো পুরুষের শরীর স্পর্শ করে তাহলে সেই পুরুষের সকল পুণ্য কর্ম বরবাদ হয়ে যাবে, নারী যদি কোনো ভুল করে তবে তা ক্ষমার অযোগ্য, পৃথিবীর কোনো কিছুর ওপরে নারীর অধিকার নেই, নারীর মধ্যে

www.pathagar.com

মানবীয় গুণাবলী নেই, তাদের মধ্যে চেতনা নেই, তারা মানুষ ও পশুর মাঝামাঝি পর্যায়ের এক বিশেষ প্রাণী। নারীরা আদৌ মানব প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে কয়েকটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল, ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর তারা সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল, নারীরা মানুষ বটে তবে পুরুষের সেবা করার জন্যই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

বর্তমানেও তথাকথিত সভ্য মানুষের মন থেকে নারী সম্পর্কে আপত্তিকর ধারণা বিদায় নেয়নি। নারীমুক্তির নামে নারীকে কৌশলে নির্যাতন করা হচ্ছে। অন্ধকার যুগে নারীর ওপরে চলতো বিভিন্ন কায়দায় নির্যাতন আর আধুনিক যুগে নারী স্বাধীনতার নামে, নারী মুক্তির নামে নারীদেরকে তাদের স্বীয় মান সম্মান ও উচ্চ আসন থেকে টেনে নিচে নামিয়ে আনা হয়েছে। তাদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন দেশে নারী সম্পর্কিত প্রবাদ

ইসলামী বিপ্লব পূর্ব ইরানে নারী সম্পর্কে প্রবাদ প্রচলিত ছিল, নারী এক আপদ তবে কোনো পুরুষ এই আপদহীন নয়। আজও আর্জেন্টিনায় প্রচলিত আছে, একটি ভালো দরজার যেমন কাঠ দরকার তেমনি নারীর জন্য কাষ্ঠদণ্ড প্রয়োজন। অর্থাৎ নারীকে পশুর ন্যায় পিটানোর জন্য লাঠি একান্ত প্রয়োজন। ভারতে প্রবাদ বাক্য আছে, নারী নরকের প্রধান প্রবেশ পথ। আমেরিকায় প্রবাদ প্রচলিত, যেখানেই নারী সেখানেই সমস্যা। জার্মানীতে বলা হয়, যখনই কোনো নারী মারা যায় তখনই পৃথিবীর সমস্যা কিছুটা কমে হয়। ফ্রান্সে বলা হয়, নারী পুরুষের সাবান বিশেষ। আয়ারল্যাণ্ডে বলা হয়, নারী শয়তানকেও প্রতারিত করে। রাশিয়ায় বলা হয়, মুরগীর বাচ্চা যেমন মুরগী চিনতে পারে না তেমনি নারীকে চিনতে পারে না কোনো পুরুষ, নারীর হৃদয় অন্ধকার জঙ্গলের মতো।

অষ্ট্রেলিয়ায় পশুর পাশাপাশি নারীকে দিয়ে বোঝাবহন করা হতো। খাদ্যের অভাব দেখা দিলে নারীকে হত্যা করে ভক্ষণ করা হতো। ১৯১৯ সনের পূর্ব পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ায় নারী সমাজ কোনো প্রকার সম্পদের অধিকারী হয়নি। ১৯০৭ সন পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডেও ঐ একই অবস্থা ছিল নারীর ক্ষেত্রে। বৃটেনে ১৮৭০ সনে ও জার্মানে ১৯০০ সনের পূর্ব পর্যন্ত নারীর কোনো অধিকার ছিল না। আর বিশ্ব-মোড়ল আমেরিকা নারীকে সীমিত আকারে অধিকার দেয়া শুরু করেছে ১৮৮১ সাল থেকে। অথচ ইসলাম নারীর পূর্ণ ন্যায্য অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছে এরও বারশত বছর পূর্বে।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও নারী

বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারী ও পুরুষের মধ্যে মানবীয় সম্পর্কে শেষ বন্ধনটুকু নিঃশেষ করে দিয়ে মানুষকে নিতান্তই পাশবিক স্তরে উপনীত করার লক্ষ্যে নারী সম্পর্কে নানা ধরনের নীতিমালা দেশে দেশে তাদের বশংবদদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে। কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতায় পাশবিক উত্তেজনা ও যৌন লালসার পরিতৃপ্তিই হচ্ছে সাধারণ নারী-পুরুষের সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি। আর ঠিক এ কারণেই পশ্চিমা দেশসমূহে নারী একজন পুরুষকে স্বামী হিসেবে বরণ করে প্রেম ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যেমন একত্রে বসবাস করা কল্পনাও করে না, তেমনি একজন পুরুষও একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে সুখ-দুঃখ তথা সমব্যথার সঙ্গিনী বানিয়ে জীবন অতিবাহিত করার কথা চিন্তাও করে না। ফলে পশ্চিমা দেশসমূহে পারিবারিক প্রথা ও বিয়ে প্রথা বিলুপ্ত প্রায়। বিয়ের বন্ধনে যারা আবদ্ধ হয়, স্বল্প দিনের মধ্যেই দাম্পত্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে তালাক তথা বিচ্ছেদের মাধ্যমে। ফলে পাশ্চাত্য দেশসমূহে জারজ সন্তানের জন্মহার বর্তমানে সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। কারণ নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে ওঠে যে প্রেম-ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে, এর পরিবর্তে তারা নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি রচিত করেছে যৌন-লালসা তথা পাশবিকতার ওপরে। এ কারণেই তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে লিভ-টুগেদার প্রথা তথা বিয়ে ব্যতীতই নারী-পুরুষের একত্রে বসবাস এবং যে কোনো মুহূর্তেই তারা প্রয়োজনে যৌনসঙ্গী পরিবর্তন করতে পারে।

ইসলামী সভ্যতায় নারী

অপরদিকে ইসলাম নারী-পুরুষের সম্পর্ক মাটির গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত শক্তিশালী বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছে। অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ যেনো একটি বৃক্ষমূল থেকে উদ্ভূত দুটি শাখা বিশেষ। আর এ সম্পর্কের ভিত্তি রচিত হয়েছে প্রেম-ভালোবাসা ও মায়া-মমতার ওপরে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের ওপরে। আর ঠিক এ কারণেই মানুষ হিসেবে ইসলাম নারী ও পুরুষে কোনো ব্যবধান করেনি, উভয়কেই সমমর্যাদার আসনে আসীন করেছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রব-কে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটি (মাত্র) ব্যক্তিসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি (তার) থেকে তার জুড়ি সৃষ্টি সৃষ্টি করেছেন, (এরপর) তিনি তাদের (এই আদি জুড়ি) থেকে বহু সংখ্যক নর-নারী (দুনিয়ায় চারদিকে) ছড়িয়ে দিয়েছেন।' (সূরা আন নিসা-১)

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তোমাদের জন্যে জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে (এর মাধ্যমে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।' (সূরা আল হুজুরাত- ১৩)

পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াত সম্মুখে রাখলে এ কথা কি বলার কোনো সুযোগ রয়েছে যে, ইসলাম নারীকে পুরুষের মুখাপেক্ষী করেছে? বরং বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন, মানুষ হিসেবে পুরুষকে যেমন নারীর মুখাপেক্ষী করা হয়েছে তেমনি নারীকেও পুরুষের মুখাপেক্ষী করা হয়েছে। একজন অপরজনকে ব্যতীত সম্পূর্ণ অচল। দুই চাকা বিশিষ্ট গাড়ী যেমন এক চাকার ওপর নির্ভর করে চলতে পারে না, তেমনি নারী ব্যতীত পুরুষ এবং পুরুষ ব্যতীত নারীও শান্তিপূর্ণভাবে জীবনকাল অতিবাহিত করতে পারেনা। সৃষ্টিগতভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ই মানুষ এবং উভয়ই সৃষ্টি হয়েছে শুক্রবিন্দু থেকে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'সে কি (এক সময়) এক ফোঁটা স্খলিত শুক্রবিন্দুর অংশ ছিলো না? তারপর (এক পর্যায়ে) তা হলো রক্তবিন্দু, অতপর আল্লাহ তা'য়ালা (তাকে দেহ সৃষ্টি করে) সুবিন্যস্ত করলেন, এরপর আল্লাহ সে অবস্থা থেকে নারী-পুরুষের জোড়া সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আল কিয়ামাহ্-৩৭-৩৯)

মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি (নারী পুরুষের) মিশ্রিত শুক্র থেকে, যেনো আমি তাকে (তার ভালো মন্দের ব্যাপারে) পরীক্ষা করতে পারি, অতপর (এর উপযোগী করে তোলার জন্যে) তাকে আমি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছি। আমি তাকে (চলার) পথ দেখিয়েছি, সে চাইলে (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ হবে, না হয় কাফির (অকৃতজ্ঞ) হয়ে যাবে।' (সূরা আদ্ দাহ্র- ২-৩)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবী সৃষ্টি করে এর মধ্যে মানুষের প্রয়োজনে যে সকল উপকরণ দান করেছেন, তা মানুষ হিসেবে শুধুমাত্র পুরুষকেই ভোগ করার অধিকার দেননি। বরং মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়কেই এ ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি এ পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের ব্যবহারের জন্যে তৈরী করেছেন।' (সূরা আল বাকারা-২৯)

মহান আল্লাহ বলেন, 'আমিই তোমাদের এই যমীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, এ জন্যে আমি তাতে তোমাদের জন্য সব ধরনের জীবিকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি।' (সূরা আল আ'রাফ-১০)

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'তোমরা কি এ কথা কখনো চিন্তা করে দেখোনি, যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে, যা কিছু রয়েছে যমীনের মধ্যে, আল্লাহ তা'য়ালা তা তোমাদের অধীন করে রেখেছেন এবং তোমাদের ওপর তিনি দৃশ্যমান- অদৃশ্যমান যাবতীয় নেয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন।' (সূরা লুকমান- ২০)

মহান মালিক আরো বলেন, 'একইভাবে তাঁর (অনুগ্রহ) থেকে তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।' (সূরা জাসিয়া-১৩)

মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা এ পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং এ ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষে কোনো বৈষম্য করা হয়নি। পৃথিবীতে শুধুমাত্র পুরুষকেই মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। বরং নারী- পুরুষ উভয়কেই প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আমি পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি বানাতে চাই।' (সূরা বাকারা-৩০)

মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনিই এ যমীনে তোমাদের (তাঁর) প্রতিনিধি বানিয়েছেন।' (সূরা ফাতির- ৩৯)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি।' (সূরা বনী ইসরাঈল- ৭০)

নবী করীম (সাঃ)ও একাধিকবার বলেছেন, 'সৃষ্টিগতভাবে মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষে সম্মান-মর্যাদার দিক থেকে একে অপরের প্রতি কোনেই শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সাদার ওপর কালোর, কালোর ওপর সাদার, আরবের ওপর অনারবের, অনারবের ওপর আরবের কোনোই শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা সকলেই এক আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। অহঙ্কারের সকল উপকরণ আমার পায়ের নীচে।'

সুতরাং সৃষ্টিগতভাবে মানুষ হিসেবে পুরুষের ওপর নারীর এবং নারীর ওপর পুরুষের সম্মান-মর্যাদার দিক থেকে কোনো ব্যবধান ইসলামে নেই। বরং সঙ্গত কারণেই পুরুষের তুলনায় নারীর সম্মান-মর্যাদার প্রতি ইসলাম অধিক গুরুত্ব আরোপ করে তার নিরাপত্তা বিধান করেছে। একজন পুরুষের জন্যে একাকী নির্জন পথে বা রাতে পথ চলার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রহরীর ব্যবস্থা করা হয়নি, কিন্তু একজন নারীর দৈহিক শক্তির প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁর ইজ্জত-আব্রু রক্ষার জন্য নিরাপত্তা প্রহরীর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মর্যাদার ভিত্তি

কোরআনের জ্ঞান বিবর্জিত কুসংস্কারে বিশ্বাসী বর্তমানে অধিকাংশ লোকদের ধারণা, উচ্চ শিক্ষিত, ধনী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকজনই প্রকৃত সম্মান-মর্যাদার

www.pathagar.com

অধিকারী। যারা প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ অর্জন করতে পারেনি, তারা সম্মান ও মর্যাদার পাত্র নয় এবং এই ঘৃণিত ধারণার আবর্তেই বর্তমান পৃথিবীতে মানবতা আবর্তিত হচ্ছে। উন্নত চরিত্র, উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকমান, সততা, মহানুভবতা, ন্যায়-পরায়ণতা, জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধি, পান্ডিত্য এসবের কোনো মূল্য দেয়া হয় না। এসব দুর্লভ গুণ ও বৈশিষ্ট্য যে সব দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে নিহিত রয়েছে, মানব সমাজে এরা অপাংক্তেয়। এরা সমাজের কোনো একটি স্তরেও নেতৃত্বের আসন লাভের যোগ্য নন। জাতির পরিচালকদের কাছেও এরা গুণীজন হিসাবে বিবেচিত হন না। সামাজিক বা জাতীয় কোনো অনুষ্ঠানেও এরা দাওয়াত লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন না। কারণ তারা ধন-সম্পদ আর প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন।

আর আপাদ-মস্তক যাদের নোংরামীতে নিমজ্জিত, কদর্যতা আর কলুষতাই যাদের চারিত্রিক ভূষণ, ন্যায়-অন্যায়বোধটুকু যারা বিসর্জন দিয়েছে, দুষ্কৃতি আর দুর্নীতির উচ্চমার্গে যাদের অবস্থান, অশ্লীলতা আর নোংরামীর যারা স্রষ্টা, পরস্বার্থ অপহরণে যারা পারদর্শী, ব্যক্তিস্বার্থের কাছে যারা জাতীয়স্বার্থ বলিদানে উন্মুখ, সততা, ন্যায় নীতি শব্দগুলো যারা পরিহার করে চলে, এসব লোকগুলোই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এরাই জাতীয় হিরো এবং গুণীজন হিসাবে বরিত হয়। কারণ এদের রয়েছে অবৈধ পথে উপার্জিত অঢেল অর্থ-সম্পদ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি। সমাজের ক্ষুদ্র একটি নেতৃত্বের আসন থেকে শুরু করে দেশের বৃহত্তর নেতৃত্বের আসনে এরাই সমাসীন। পরকালে অবিশ্বাসী এসব ভ্রষ্ট ও চরিত্রহারা লোকগুলো নেতৃত্বের আসনে আসীন রয়েছে বলেই সর্বত্র অশান্তি, বিপর্যয় এবং বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে।

প্রকৃত সম্মান-মর্যাদার লাভের মানদন্ড কি এবং নারী-পুরুষের মধ্যে কোন্ নারী বা পুরুষ প্রকৃত সম্মান মর্যাদার অধিকারী তা মহান আল্লাহ তা'য়ালা নিরুপণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে।' (সূরা আল হুজুরাত- ১৩)

অর্থাৎ যে নারী বা পুরুষের নৈতিকমান তথা আল্লাহভীতি যতটা উচ্চে সে নারী বা পুরুষের সম্মান- মর্যাদার আসনও ততটাই উচ্চে। এ সম্মান-মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পার্থক্য করা হয়নি, ধনী-গরীব, সুন্দর-কুৎসিত, সাদা-কালো, বংশ ইত্যাদির কোনো পার্থক্য করা হয়নি। মহান আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষই সমান, কেউ ছোট বা কেউ বড় অথবা কেউ উচ্চ বা নীচুও নয়। সৃষ্টিগতভাবেও কেউ উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়। দুনিয়ার সকল নারী-পুরুষই একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোনো পুরুষ নেই

www.pathagar.com

যার সৃষ্টি ও জন্মের ক্ষেত্রে কোনো নারীর প্রত্যক্ষ অবদান নেই। অপরদিকে দুনিয়ার এমন কোনো নারীও নেই, যার জন্মের ক্ষেত্রে কোনো পুরুষের প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। ঠিক এ কারণেই নারী-পুরুষ কেউ কারো ওপরে কোনো ধরণের মৌলিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে না এবং কেউ কাউকে জন্মগত কারণে নীচ, হীন, ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলেও তুচ্ছ- তাচ্ছিল্য করতে পারে না এবং এসব বিষয় ইসলাম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করেছে, 'মানব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যে নারী বা পুরুষ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনে এবং ঈমানের দাবী অনুসারে জীবন পরিচালিত করে, তারাই দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান-মর্যাদার অধিকারী।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সর্বদা সত্য কথা বলো, তাহলে তিনি তোমাদের জীবনের কর্মকান্ড শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন, যে কোনো ব্যক্তিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে করবে সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য লাভ করবে।' (সূরা আল আহ্যাব-৭০- ৭১)

পুরুষই হোক বা নারীই হোক, পবিত্র কোরআন- সুন্নাহর মানদন্ডে প্রকৃত ঈমানদার কে, এ সম্পর্কেও ইসলাম স্পষ্ট ঘোষণা করেছে, 'সত্যিকার ঈমানদার হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে, অতপর (আল্লাহর বিধানে) সামান্যতম সন্দেহও পোষণ করেনা।' (সূরা আল হুজুরাত- ১৫)

নারী ও পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক

আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি, পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে ওঠে যৌনতাকে কেন্দ্র করে এবং এই পাশবিক প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে সম্পর্কের ভাঙ্গা-গড়া চলতে থাকে। যৌবনকে কানায় কানায় ভোগ করার লক্ষ্যে তারা নানাবিধ উপায়- উপকরণ আবিষ্কার করেছে এবং ভোগের ক্ষেত্রে যেনো অনাকাংখিতভাবে সন্তানের আগমন না ঘটে, এ লক্ষ্যে তারা জন্ম নিরোধোক সামগ্রীর উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিই করে চলেছে। অপরদিকে ইসলাম নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রশান্তি লাভের মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করে বলেছে, 'তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তার থেকে তিনি তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেনো তার জুড়ির কাছ থেকে সে পরম শান্তি লাভ করতে পারে।' (সূরা আল আ'রাফ- ১৮৯)

সৃষ্টিগতভাবে পুরুষকে নারীর এবং নারীকে পুরুষের জুড়ি বানানো হয়েছে এবং ইসলাম ঘোষণা করেছে, এই জুড়ি একে অপরের কাছ থেকে পরম প্রশান্তি লাভ করবে। একে অপরের প্রতি প্রবল আকর্ষণবোধ, প্রেম- ভালোবাসা ও গভীর মায়া-

www.pathagar.com

মমতা না থাকলে সেখানে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে প্রশান্তি লাভের প্রশ্নই আসে না। আর ঠিক এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা নারীকে পুরুষের এবং পুরুষকে নারীর প্রশান্তি লাভের সঙ্গী হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন, 'তাঁর কুদরতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে এও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের সঙ্গী-সঙ্গিনীদের বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছে সুখ শান্তি লাভ করতে পারো, উপরন্তু তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন।' (সূরা আর রূম- ২১)

অর্থাৎ নারীর প্রতি পুরুষ সঙ্গীর এবং পুরুষের প্রতি নারী সঙ্গীর হৃদয়ে প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা ও মায়া-মমতা তথা প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এটিই হলো নারী-পুরুষের স্থায়ী সম্পর্কের মূলভিত্তি। এই ভিত্তি অটুট ও দৃঢ় রাখার জন্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পুরুষকে নারীর এবং নারীকে পুরুষের পোশাক হিসেবে উল্লেখ করেছেন, 'তোমাদের নারীরা যেমনি তোমাদের জন্যে পোশাক স্বরূপ, ঠিক তোমরাও তাদের জন্যে পোশাক সমতুল্য।' (সূরা আল বাকারা-১৮৬)

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনের দর্শনই হচ্ছে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা। পোশাক যেমন মানবদেহের সাথে মিশে থাকে, দেহকে আবৃত রাখে এবং রোদ, আলো-বাতাসের মধ্যে যা কিছু ক্ষতিকর বস্তু রয়েছে তা থেকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি একজন নারীও পুরুষের এবং পুরুষও নারীর প্রতি পোশাকের ভূমিকা পালন করে নানাবিধ ক্ষতিকর অবস্থা থেকে পরস্পরকে রক্ষা করে। অর্থাৎ নারী-পুরুষ দাম্পত্য জীবনে তাদের হৃদয় ও আত্মা একে অপরের সাথে যুক্ত থাকবে। একে অপরের সম্মান-মর্যাদা, স্বাস্থ্য, মন-মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, পরস্পরের গোপনীয়তা ও সম্পদ রক্ষা করবে এবং পরস্পরের চরিত্র ও সম্ভ্রমকে কলঙ্কের কালিমা থেকে হেফাজত করবে। এসবই হলো নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রাণবস্তু এবং এই প্রাণবস্তু যৌনতা নির্ভর সম্পর্কের মাধ্যমে কোনোক্রমেই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয় বিধায় পাশ্চাত্যে পরিবার প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক নেই, সন্তানের সাথে পিতামাতার সম্পর্কের ইতি ঘটেছে, পারিবারিক জীবনের শান্তি ও স্বস্তির শেষ রেশটুকুও বিদায় গ্রহণ করেছে। এর স্বাভাবিক পরিণতিতে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ নাগরিকের মন-মানসিকতা হয়েছে বহিরমুখী। কর্মক্লান্ত দেহে বাড়িতে ফিরে পারিবারিক পরিবেশে শান্তির আশা নেই জেনে তারা মানসিক শান্তির অন্বেষায় ছুটে যায় ক্লাব,

www.pathagar.com

পার্ক, বার, লটারী-জুয়া, নৃত্য ও পানশালায়। সময়ের ব্যবধানে চিত্তবিনোদনের এসব মাধ্যমও তাদের কাছে মহাবিরক্তির উপকরণে পরিণত হয়। নিজের কাছে পৃথিবীকে তখন মনে হয় বন্দীশালা, অশান্তির অনলে পরিপূর্ণ এই বন্দীশালা থেকে মুক্তি লাভের আশায় তখন তারা বাধ্য হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

ইউরোপ এবং আমেরিকায় আত্মহত্যার বর্তমান পরিসংখ্যান দেখে সেখানের চিন্তাবিদগণ শিউরে উঠেছেন। প্রতিকারের পথ খুঁজতে গিয়ে তারা পুনরায় পূর্বের তুলনায় অধিক ভুল পথেই অগ্রসর হচ্ছেন, ফলে অশান্তির দাবানল পূর্বের তুলনায় বিস্তৃতিই লাভ করছে। সদ্য ঘটে যাওয়া মাত্র দুটো ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। আমেরিকার লসএঞ্জেলস্ এলাকায় সুজান নামক একজন মহিলা তার তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকে সকালের নাস্তায় ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয়। এরপর খাওয়া শেষে সন্তানদের জানায় তিনি তাদেরকে নিয়ে সমুদ্রতটে বেড়াতে যাবেন। গর্ভধারিণী মায়ের সাথে বেড়াতে যাবে, এই আনন্দে তিন সন্তান পছন্দের পোশাক পরে দ্রুত গাড়িতে গিয়ে বসে সিট বেল্ট বেঁধে নেয়।

এরপর মা সুজান ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি চালাতে থাকে। গাড়ির ঝাঁকুনি এবং ঘুমের ওষুধের প্রভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিন সন্তান গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সমুদ্রের নির্জন বেলাভূমিতে গিয়ে মা সুজান গাড়ি থামিয়ে নিজে নেমে পড়ে। এরপর সোজা সমুদ্রের দিকে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে নিজে দ্রুত সেখান থেকে সরে নিরাপদ স্থানে গিয়ে দাঁড়ায়। সে দেখতে থাকে কিভাবে তার তিন সন্তানসহ গাড়ি সমুদ্রের তলদেশে ডুবে যায়। পরবর্তীতে গোয়েন্দাদের হাতে গ্রেফতার হবার পরে সন্তানদের এভাবে নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যা করার কারণ হিসেবে সে জানায়, স্বামীর সাথে পারিবারিক অশান্তি এবং সন্তান থাকার কারণে নিত্য-নতুন বয়ফ্রেন্ডরা তাকে এড়িয়ে চলে, এ কারণেই সে সন্তানদের হত্যা করে ঝামেলা মুক্ত হয়েছে।

আমেরিকার নিউইয়র্ক শহর। স্বামী-স্ত্রী কর্মস্থলে যাবার পথে তাদের দুই বছর বয়সী একমাত্র পুত্র সন্তান সাইমনকে চাইল্ড হোমে রেখে যায়। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে তাকে নিয়ে আসে। বাড়িতে ফিরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে টেলিভিশনের সামনে বসে যৌনতা ও সন্ত্রাস নির্ভর ছবি দেখতে থাকে। ছোট্ট অবুঝ সন্তান সারা দিন পর পিতামাতাকে কাছে পেয়ে বার বার কোলে এসে বসার জন্য বিরক্ত করতে থাকে। এক পর্যায়ে পিতা ক্ষিপ্ত হয়ে দুই হাতে শিশু সন্তানকে ওপরে উঠিয়ে সজোরে মেঝেয় ছুড়ে মারে। পিতামাতার সম্মুখে শিশু সন্তান মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এক সময় তার কচি দেহ নীরব নিথর হয়ে যায়। পিতামাত উভয়ে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় সন্তানের দেহ নিজ হাতে টুকরা টুকরা করে কেটে নিজেদের প্রিয় কুকুর ড্যানীকে খাওয়ায়।

www.pathagar.com

এরপর তারা নিজেরাই 'সন্তান হারিয়ে গেছে' উল্লেখ করে নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে ডায়রী করে। অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে পুলিশের সন্দেহ হলে তারা কুকুরের পেট এক্স-রে করে শিশুর হাত-পা ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখতে পেয়ে পিতামাতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদী জীবন দর্শন এবং যৌনতা নির্ভর সভ্যতা-সংস্কৃতি এভাবেই মানুষের মধ্য থেকে মানবীয় সুকুমার বৃত্তিসমূহ নিঃশেষ করে দেয়। ফলে মানুষ বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে মানুষের মত থাকলেও মননশীলতার দিক তারা সম্পূর্ণ পাশবিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। নাস্তিক্যবাদ ও ভোগবাদী সভ্যতার কোলে লালিত- পালিত সেনাবাহিনী আফগানিস্থান, ইরাক, সোমালিয়া, লেবানন, ফিলিস্তীন ইত্যাদি মুসলিম দেশে আগ্রাসন চালিয়ে হাজার হাজার মুসলিম পুরুষদের একত্রিত করে মা, বোন, সন্তান ও স্ত্রীর সামনে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। মৃতদের আপনজনরা যখন করুণ স্বরে বুকফাটা আর্তনাদ করেছে, তখন এসব সেনাবাহিনী বুলড্রেজার দিয়ে মুসলমানদের মৃতদেহগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে বিদ্রুপ করে বলেছে, 'তোমরা কেঁদো না, আগামী বছর এখানে আলুর ফলন খুব ভালো হবে।'

নারীর মর্যাদা- ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

পশ্চিমা দেশসমূহে, প্রাচীন গ্রীক, রোম, প্রাচ্যের ভারত, আরব ও অন্যান্য কোনো একটি দেশেও নারীকে নূন্যতম সম্মান- মর্যাদাও দেয়া হয়নি। আরবে একটি উটের যে সম্মান-মর্যাদা ও নিরাপত্তা ছিলো, একজন নারীর তা ছিলো না। গোত্রপতি ধনাঢ্য ব্যক্তির দ্বারা নারী গর্ভবতী হতো। তারপর সে ব্যক্তি কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বন্ধুদের দাওয়াত দিয়ে আহার পর্ব শেষে মদ্য পানে মেতে উঠতো। এরপর সম্মানিত মেহমানদের অধিক আনন্দ দেয়ার উদ্দেশ্যে গর্ভবতী নারীকে বন্ধুদের সম্মুখে এনে উলঙ্গ করে তার পেট তারবারী দিয়ে চিরে গর্ভের সন্তান বের করা হতো। মা এবং সন্তান মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মৃত্যুবরণ করতো। নির্মম নিষ্ঠুর লোমহর্ষক এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত মেহমানরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়তো। পিতার মৃত্যুর পরে সৎমাকে কে ভোগ করবে, তা নিয়ে টানা হেঁচড়া শুরু হতো।

বর্তমান প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত দেশসমূহ- যারা নারী অধিকারের নিত্য- নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করছে, তারা আরবের সেই যুগকে 'মূর্খতার অন্ধকার যুগ' হিসেবে ইতিহাসে উল্লেখ করেছে। কিন্তু মূর্খতার যুগের সেই লোমহর্ষক অমানবিক কর্মকান্ড নারী অধিকারের দাবীদাররা মুসলিম নারীদের সাথে আধুনিক পদ্ধতিতে করে যাচ্ছে। হার্জেগোভিনা- বসনিয়ায় বেয়নটের আঘাতে গর্ভবতী

www.pathagar.com

নারীদের পেট চিরে সন্তান বের করেছে, তারপর শিশুর পা ধরে পাথুরে দেয়ালে আছড়ে হত্যা করেছে। অন্য দিকে শিশুর মাতাও এক সময় নির্মম যন্ত্রণায় মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েছে। শিশু ও নারী অধিকারের ফেরিওয়ালা পশ্চিমা দেশসমূহ মুসলিম দেশগুলোর সম্পদ লুটে নিয়ে সেখানে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে অগণিত নারী-শিশুকে প্রতি মুহূর্তে হত্যা করছে।

গ্রীক, রোম এবং ভারতেও নারীকে গরু-ছাগলের মতো মতো বিক্রি করা হয়েছে। এখন পর্যন্তও ভারতে কন্যা শিশু অনাকাংখিত এবং পণ্য-দ্রব্যের মতো নারী বেচা-কেনা হয়। বিধবা নারীকে অভিশপ্ত জ্ঞান করে তাকে আশ্রমে পাঠিয়ে দেয়া হয় অথবা ডাইনি হিসেবে চিহ্নিত করে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। কন্যা শিশুকে ভারতে দেবদেবীর মন্দিরে বলী পূর্বেও যেমন বলী দেয়া হতো এখনও দেয়া হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর নারীকে মাদক সেবন করিয়ে জীবন্ত অবস্থায় যেমন স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় উঠিয়ে দেয়া হতো, বর্তমানেও এ প্রথা অনেক ক্ষেত্রে আইন করেও বন্ধ করা যায়নি। মন্দিরের সেবায়েতদের মনোরঞ্জনের জন্যে নারীকে পূর্বেও যেমন সেবাদাসী হিসেবে প্রেরণ করা হতো, বর্তমানেও ধর্মগুরুর আশ্রমে গুরুর পদসেবা করার জন্য নারীকে প্রেরণ করা হয়।

বর্তমানে পুজিবাদী দুনিয়ায় নারীর যৌবনকে যেমন ব্যবসার পণ্যে পরিণত করা হয়েছে, তেমনি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় নারীকে 'জনগণের সম্পদ' এ পরিণত করা হয়েছিলো। প্রাচীন আরবে নিজ কন্যা সমাজে নিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিতা হবে, গোত্রপতি ও প্রভাবশালী ধনাঢ্য লোকদের ভোগের পাত্রী হবে, সকল দিক থেকে অধিকার বঞ্চিতা হবে, স্বামীর পরিবারে কোনো সম্মান- মর্যাদা পাবে না, পিতা হয়ে নিজ কন্যার প্রতি এ ধরণের নিষ্ঠুর আচরণ যেনো দেখতে না হয়, এ জন্যেই কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে তাকে জীবন্ত অবস্থায় পাহাড়ের গুহায় নিক্ষেপ অথবা গর্তে মাটি চাপা দেয়া হতো।

কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে পিতার অবস্থা কেমন হতো তা পবিত্র কোরআন এভাবে তুলে ধরেছে, 'যখন এদের কাউকে কন্যা জন্ম হওয়ার সুখবর দেয়া হয়, তখন দুঃখে ব্যথায় তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়, যে বিষয়ে তাকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিলো তার মনের কষ্টের কারণে সে তার জাতির লোকদের কাছ থেকে আত্মগোপন করে থাকতে চায়। ভাবতে থাকে; সে কি এ সদ্য প্রসূত কন্যা সন্তানকে অপমানের সাথে রাখবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? ভালোভাবে শুনে রাখো, আসলে কন্যা সন্তান সম্পর্কে ওরা যা সিদ্ধান্ত করে তা অতি নিকৃষ্ট!' (সূরা আন্ নাহ্ল- ৫৯)

www.pathagar.com

অর্থাৎ কন্যা সন্তানকে জীবিত রাখতে হলে লাঞ্ছনা আর অপমানের জীবনবরণ করেই রাখতে হবে নতুবা তাকে হত্যা করতে হবে। ঘৃণা, লাঞ্ছনা, অপমান আর জুলুমের মাত্রা কোন্ পর্যায়ে উপনীত হলে একজন পিতা তাঁর কলিজার টুকরা সন্তানকে নিজ হাতে হত্যা করতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। পশ্চিমা সভ্যতার অনুসারী ও পূজারীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে অতীত ইতিহাস এবং ইসলামে নারী অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, ইসলাম নারীকে কিভাবে কন্যা হিসেবে, বধু হিসেবে এবং মাতা হিসেবে ঘৃণা, লাঞ্ছনা ও অপমানের অন্ধকার গর্ত থেকে সসম্মানে বের করে উচ্চ মর্যাদা দান করেছে। ইসলাম নারী জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তাকে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। আমরা এখানে শুধু গুরুত্বপূর্ণ চারটি স্তরের কথা আলোচনায় আনতে চাই। একঃ কন্যা হিসেবে নারী, দুইঃ বধু হিসেবে নারী, তিনঃ মাতা হিসেবে নারী ও চারঃ সমাজ সংস্থার সদস্য হিসেবে নারী।

কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা

পবিত্র কোরআনের সূরা আন্ নাহ্লের ৫৯ নম্বর আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়াকে 'সুখবর ও সুসংবাদ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে, ইসলাম নারীকে তাঁর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ অধিকার প্রদান করে কতটা উচ্চসম্মান- মর্যাদার আসনে আসীন করেছে।

মানব জাতির অর্ধেক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো নারী। তাকে অবহেলা ও উপেক্ষা করে মানব সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বর্তমান সমাজ নারীকে কিরূপ মর্যাদা দিচ্ছে তা দেখে এ ধারনা করা বোকামী যে, ইসলাম বোধহয় নারীকে এমন মর্যাদাই দিয়েছে। ইসলামের ইতিহাস ও মুসলমানদের ইতিহাসে যেমন আকাশ- পাতাল ব্যবধান রয়েছে তেমনি ব্যবধান রয়েছে নারীকে মুসলমানদের দেয়া অধিকারে ও ইসলামের দেয়া অধিকারে।

ইসলামী রাষ্ট্র সমাজ এবং পারিবারিক ব্যবস্থায় নারীর মর্যাদা পুরুষের তুলনায় অনেকগুণ বেশী। প্রাচীন আরবে কন্যা সন্তান হত্যার নির্মম নিষ্ঠুর প্রথা ইসলামই উৎখাত করেছে। সেখানে কন্যা সন্তানের হাত চুম্বন করা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হতো, কন্যা সন্তান ছিল অকল্যাণ ও অগৌরবের প্রতীক। নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং এসব ব্যবস্থা উৎখাত করলেন। কন্যার হাত তিনি চুম্বন করতেন।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে লোকের কন্যা-সন্তান রয়েছে এবং সে তাকে

www.pathagar.com

জীবন্ত প্রোথিত করেনি এবং তাকে ঘৃণার চোখেও দেখেনি, তার ওপর নিজের পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকারও দেয়নি, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত দান করবেন।' (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, প্রথমে কন্যা সন্তান প্রসব করায় মায়ের সৌভাগ্য নিহিত আছে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, 'নবী করীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দু'টো কন্যা সন্তানকে বয়স প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করলো সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে, আমি ও সে এ রকম থাকবো। (এ কথা বলে তিনি) তাঁর আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে দেখালেন।' (মুসলিম)

সম্পদে কন্যার অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে, 'আল্লাহ্ তা'য়ালা (তোমাদের উত্তারাধিকারে) সন্তানদের সম্পর্কে (এ মর্মে) তোমাদের জন্য বিধান জারি করছেন যে, এক ছেলের অংশ হবে দুই কন্যা সন্তানের মতো, কিন্তু (উত্তরাধিকারী) কন্যারা যদি দু'য়ের বেশী হয় তাহলে তাদের জন্যে (থাকবে) রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর (সে) কন্যা সন্তান যদি একজন হয়, তাহলে তার (অংশ) হবে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অর্ধেক।' (সূরা নিসা- ১১)

ইসলাম ছেলেদেরকে উপার্জনে যেমন বাধ্য করেছে কন্যাদেরকে তা করেনি। ইসলাম বলেছে, কন্যাকে লালন-পালন, তার যাবতীয় ব্যয়ভার বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে বহন করবে পিতা। পিতার অবর্তমানে করবে পরিবারের অভিভাবক। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাকে বা তিনটি বোনকে প্রতিপালন করবে, তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। তাদের প্রতি স্নেহ মমতা প্রদর্শন করবে, তাদেরকে বিয়ে দিয়ে আত্মনির্ভরশীলা করে দেবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর জান্নাত লাভ করবে। এক ব্যক্তি জানতে চাইলো কন্যার সংখ্যা বেশি কম হলেও কি সে ব্যক্তি জান্নাত পাবে? নবী করীম (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, সেও জান্নাত পাবে।' (আল আদাবুল মুফরাদ)

কন্যা যদি বিধবা বা স্বামী কর্তৃক পরিত্যাক্তা হয়ে পিতা বা ভাইয়ের কাছে ফেরৎ আসে তাকে লালন পালন করতেও ইসলাম উৎসাহিত করে ঘোষণা করেছে, 'নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে উত্তম সাদকার কথা কেনো বলে দিবো না! তাহলো তোমাদের সে কন্যা যাকে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তোমরা ব্যতীত তাকে উপার্জন করে প্রতিপালন করার মতো দ্বিতীয় কেউ নেই।' (ইবনে মাজাহ্)

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বর্তমানে যারা সভ্যতার দাবীদার, তারাও শুধু ছেলেই কামনা করেন- কন্যা নয়। শুধু তাই নয়, বার বার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে বলে

www.pathagar.com

স্ত্রীর ওপরে চালায় অত্যাচার এবং তালাক দিতেও দেখা যায়। কিন্তু বিজ্ঞান তো বলছে পুত্র সন্তান হোক বা কন্যা সন্তানই হোক-জন্মদানের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা নেই। পুরুষের নিকট হতেই নারীর গর্ভে কন্যা বা পুত্র সন্তানের ভ্রূণ প্রবেশ করে।

কন্যা সন্তানের অধিকারী কে হবে আর কে পুত্র সন্তানের অধিকারী হবে এ ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর কুদরতী হাতে। মুসলিম পরিবারে কন্যা অথবা পুত্র সন্তান যা-ই জন্মগ্রহণ করুক না কেনো, মুসলিম পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মুসলিম পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্ম মোটেও অমর্যাদাকর নয় বরং কন্যা সৌভাগ্যের প্রতীক। মুসলিম মাতাপিতা পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে আনন্দ প্রকাশ করবে আর কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে মুখ কালো করবে এমনটি কল্পনাও করা যায় না। মুসলিম মাতাপিতার কাছে পুত্র কন্যা সমান। এদের মধ্যে কোন ব্যবধান তারা করেননা। কারণ এ ধরনের ব্যবধান করা বা পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর অগ্রাধিকার দেয়া ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। পুত্র হোক বা কন্যা হোক, এক সন্তানের উপরে আরেক সন্তানকে প্রাধান্য দেয়া বড় ধরনের গোনাহ। অবশ্য শরিয়ত সম্মত কারণে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে।

তথাকথিত কিছু মুসলিম পরিবার রয়েছে, যে পরিবারে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে পরিবারে যেন শোকের ছায়া নেমে আসে। সন্তান সুন্দর বা কুৎসিত, কন্যা বা পুত্র হবে এটা সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। মাতাপিতার অন্তরে সন্তানের ব্যাপারে কামনা বাসনা যা-ই থাক, সেই কামনা বাসনা অনুযায়ী আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয় না। কাকে কন্যা দান করলে তার কল্যাণ হবে। অথবা অকল্যাণ হবে, আর কাকে পুত্র দান করলে কল্যাণ অথবা অকল্যাণ হবে এটা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। মুসলিম মাতাপিতা অবশ্যই আল্লাহর কাছে পুত্র বা কন্যা কামনা করে দোয়া করতে পারেন। কিন্তু দোয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এটা ঠিক নয়। বান্দার জন্যে যেটা কল্যাণের আল্লাহ তাই করেন। মহান আল্লাহর যা ইচ্ছে তাই তিনি করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র দেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা মিলিয়ে-মিশিয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা বানিয়ে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিশালী।' (সূরা শূরা-৪৯-৫০)

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সন্তান-সন্ততি দানের কথা বলতে গিয়ে কন্যা সন্তানের প্রসঙ্গ আগে বলেছেন। সূরা আন্ নাহ্‌লে কন্যা সন্তানের জন্মের বিষয়টিকে আল্লাহ তা'য়ালা 'সুখবর এবং সুসংবাদ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এসব

www.pathagar.com

দিক সম্মুখে রাখলে স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায়, ইসলাম নারীকে কত বেশী অগ্রাধিকার দিয়ে মর্যাদাবান করেছে এবং এ কারণেই ইসলামের দৃষ্টিতে কন্যা সন্তানকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কে সন্তানের মাতাপিতা হবে আর কে হবে না, কে পুত্র সন্তান লাভ করবে আর কে কন্যা সন্তান লাভ করবে, এ ব্যাপারে মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই এবং এ ক্ষেত্রে মানুষ একেবারেই অসহায়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও (Medical Science) ক্ষমতা নেই। মানুষের ভাণ্ডারে এমন জ্ঞান নেই, যে জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে জানতে পারবে, 'পুত্র সন্তান তার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে অথবা 'কন্যা সন্তান তার জন্যে ক্ষতিকর হবে।' এ জ্ঞান মানুষের নেই। আল্লাহর ফায়সালা থাকলে, পুত্র হোক বা কন্যা হোক যে কোনো সন্তানই কল্যাণকর হতে পারে অথবা অকল্যাণকরও হতে পারে। পুত্র বা কন্যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে পুরস্কার দেয়া হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাজ হলো সে দানের মূল্য দেবে এবং দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আল্লাহর দানের মূল্য না দেয়া এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া কখনই মানুষের পক্ষে শোভা পায় না। আল্লাহই ভালো জানেন, কাকে কোন্ নিয়ামত দিতে হবে এবং তিনিই নিজের জ্ঞান ও কুদরতের অধীন বিজ্ঞতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাকেই নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করা মানুষের কর্তব্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি বসেছিল। লোকটির কয়েকটি মেয়ে সন্তান ছিল। সে বললো, হায়! এসব মেয়ে যদি মরে যেতো তাহলে কতই না ভালো হতো! হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এ কথা শুনে ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে তাকে বললেন, 'তুমি কি তাদের রিযিক দাও।' কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করা অতি সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর রাসূল স্বয়ং ছিলেন কন্যা সন্তানের পিতা। কন্যা সন্তান সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'যখন কারো গৃহে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তখন আল্লাহ সেখানে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তারা এসে বলেন, হে গৃহের বাসিন্দারা। তোমাদের ওপর সালাম। ফেরেশতারা ভূমিষ্ঠ কন্যাকে নিজের পাখার ছায়াতলে নিয়ে নেন এবং তার মাথার ওপর নিজের হাত রেখে বলতে থাকেন, এটি একটি দুর্বল দেহ। যা একটি দুর্বল জীবন থেকে জন্ম নিয়েছে। যে ব্যক্তি এ দুর্বল জীবনের প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য তার সাথে থাকবে।' (আল মু'জামুস সাগীর লিত তাবারাণী)

পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে সে গৃহে রহমতের ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করে সালাম জানায়, এমন কোনো কথা কোরআন- হাদীসে পাওয়া না গেলেও কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে এ সুসংবাদ হাদীসে মওজুদ রয়েছে। এ কথা কন্যা সন্তানের উচ্চমর্যাদার

www.pathagar.com

কারণেই বলা হয়েছে। সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নবীকুল শিরোমণি নবী সম্রাট বিশ্বনবী (সাঃ) এর চারটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন হযরত খাদিজা (রাঃ) এর গর্ভে। তাঁর কন্যা সন্তানগণ জীবিত থাকলেও একে একে তাঁর সবগুলো পুত্র সন্তান মৃত্যুবরণ করলেও তিনি কখনো পুত্র সন্তান লাভের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন বলে কোনো প্রমাণ হাদীসে নেই। নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং কন্যা সন্তানের পিতা ছিলেন এবং তিনি বলেছেন, 'কন্যাদেরকে ঘৃণা করো না, আমি স্বয়ং কন্যাদের পিতা।'

নবী করীম (সাঃ) তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর সাথে যে আন্তরিকাতপূর্ণ ব্যবহার করেছেন তা ভাষার তুলিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি দূরে কোথাও সফরে যাবার পূর্বে সবশেষে কলিজার টুকরা হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর সাথে দেখা করে যাত্রা করতেন। ফিরে এসে তিনি প্রিয় কন্যার সাথে সর্বপ্রথম দেখা করে তারপর অন্যান্য সকলের সাথে দেখা করতেন। কন্যার চেহারা একটু মলিন দেখলেই তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার কন্যা ফাতিমাকে কষ্ট দিলো সে যেনো আমাকেই কষ্ট দিলো।'

মদীনায় হিজরত করার পরে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হতে বেশ সময় লেগেছিলো। প্রাথমিক দিকে অভাব এতটাই তীব্র ছিলো যে, নবী করীম (সাঃ) এবং অন্যান্য মুহাজিরদের দিনের পর দিন অনাহার অর্ধাহারে থাকতে হয়েছে। এ সময় একদিন নবী করীম (সাঃ) এর সম্মুখে কিছু গোস্ত এবং রুটি আনা হলো। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কিছু গোস্ত দুটো রুটি দিয়ে মুড়িয়ে একজন সাহাবীর হাতে দিয়ে বললেন, 'দ্রুত যাও, আমার ফাতিমা দুই দিন যাবৎ কিছুই খেতে পায়নি। তাঁর কাছে এগুলো পৌঁছে দাও।'

প্রাথমিক দিকে মক্কা থেকে হিজরতকারী মুসলমানদের জন্যে আবাসনের বেশ সমস্যা ছিলো। নবী করীম (সাঃ) এর কাছ থেকে হযরত ফাতিমা (রাঃ) বেশ দূরে অবস্থান করছিলেন। পরস্পরে ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হতো না, কন্যাকে বার বার দেখার জন্য পিতা রাসূল (সাঃ)-এর মন ব্যাকুল হয়ে থাকতো। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর নবীর এ অবস্থা অনুভব করতে পেরে তাঁর কাছে নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা আপনার কন্যাকে আপনার কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা করতে পারি।'

হাদীস ও ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব শোনার সাথে সাথে নবী করীম (সাঃ) পবিত্র চেহারা মোবারকে চাঁদের স্নিগ্ধ হাসি

www.pathagar.com

দেখা গেলো। তিনি কন্যা সন্তানদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং বলেছেন, কন্যারা অত্যন্ত মুহাব্বাতওয়ালী এবং কল্যাণ ও খায়ের বরকতের হয়। (কানযুল উম্মাল)

নবী করীম (সাঃ) কন্যা সন্তানের পিতৃত্বকে সৌভাগ্য বলে গণ্য করে বলেছেন, 'কন্যা সন্তানদের ঘৃণা করো না, তারাই তোমাদের চক্ষু শীতলকারী, আনন্দদায়িনী এবং একান্ত আপনজন।' (আহ্‌মাদ, তাবারাণী)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'পুত্র ও কন্যা সন্তানের প্রতি একই আচরণ করতে হবে। উভয়ের প্রতি সামান্যতম পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না।' হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) এর একজন সাহাবী তাঁর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। উক্ত সাহাবীর শিশু পুত্র সন্তান সেখানে এলে তিনি সন্তানের মুখে চুমে দিয়ে নিজের কোলে বসালেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর শিশু কন্যা সেখানে এলে তিনি তাকে (মুখে চুমো না দিয়ে) নিজের সামনে বসালেন। এ দৃশ্য দেখে নবী করীম (সাঃ) উক্ত সাহাবীকে বললেন, 'তোমার কি উচিত ছিলো না, দুই জনের সাথেই সমআচরণ করা?'

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'একজন গরীব মহিলা তার দু'টি কন্যাসহ আমার নিকট এলো। আমি তাকে তিনটি খেজুর দিলাম। সে দুটি খেজুর তার দু' মেয়েকে দিলো এবং অপরটি নিজে খাওয়ার জন্যে মুখের দিকে তুললো। কিন্তু সে খেজুরটিও মেয়ে দু'টি খেতে চাইলো। মহিলা সে খেজুরটিও দু'ভাগ করে দু' কন্যাকে দিলো। মহিলার এ কাজটি আমাকে বেশ অবাক করলো। আমি তার এ কাজের কথা আল্লাহর রাসূলের নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, 'আল্লাহ এ দু' কন্যা প্রতিপালনের বদৌলতে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন এবং তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত দিয়েছেন।' (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

কন্যা সন্তানের পিতামাতার হাতেই তাদের জান্নাত। তারা যদি যথাযথভাবে কন্যা সন্তানের হক আদায় করেন, তাহলে জান্নাত লাভ করা সহজ হবে। আর হক আদায় না করলে নিজেরাই দুর্ভাগ্য ডেকে আনবেন। কন্যা সন্তান সৌভাগ্যের প্রতীক।

বধু হিসেবে নারীর মর্যাদা

তদানীন্তন আরবে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্বে কন্যা সন্তানদের প্রতি কেমন আচরণ করা হতো তা আমাদের ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে সম্যক ধারণা পাওয়া গেছে। শুধু কন্যা সন্তানই নয়, বধূ এবং মা তথা সকল স্তরের নারীই তদানীন্তন সমাজে চরম নির্যাতনের শিকার ছিলো। সে সমাজে বধূরও সম্মান-মর্যাদা বা কোনো প্রকার অধিকার স্বীকৃত ছিলো। বধু হিসেবে একজন নারীকে চরম

www.pathagar.com

অমর্যাদা ও অপমান ভোগ করতে হতো এবং তার সাথে নিতান্তই দাসী- বাঁদীর ন্যায় আচরণ করা হতো। মানুষ হিসেবে স্বামী জীবন ধারণের জন্যে যেসব উপকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতো, স্ত্রীর জন্যেও তা প্রয়োজন- এ কথা স্বামী চিন্তাও করতো না।

নিজে উদর পূর্ণ করে আহার করতো, কিন্তু স্ত্রী আহার করেছে কিনা- সে কথা জানার বিষয়টিকে তারা অপমানজনক মনে করতো। তদুপরি সামান্য কোনো বিষয় স্বামীর মনঃপূত না হলেই স্ত্রীর ওপর চলতো অমানবিক নিষ্ঠুর নির্যাতন। মানুষ হিসেবে একজন বধূর ইচ্ছা- অনিচ্ছা থাকতে পারে, পছন্দ- অপছন্দ থাকতে পারে, স্বাধীন মতামত থাকতে পারে, শারীরিকভাবে অসুস্থ হতে পারে, অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা প্রয়োজন, এসব বিষয় ছিলো তদানীন্তন স্বামীদের কল্পনারও অতীত। গৃহপালিত উট-ছাগলের যে মর্যাদা তাদের কাছে ছিলো, নিজ স্ত্রীর সে মর্যাদাও তারা অনুভব করতো না।

সামান্য অজুহাতে বধূর প্রতি অকথ্য নির্যাতন, অনাহারে রেখে, আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে, উত্তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে রেখে শাস্তি দেয়া ছিলো নিতান্তই মামুলী ব্যাপার। ক্ষেত্র বিশেষে ক্রোধোন্মত্ত স্বামী তার স্ত্রীকে হত্যাও করতো। কারণ স্ত্রী হত্যার জন্যে বিচারের দন্ড ভোগ করতে হতো না। বধূর শারীরিক শক্তির প্রতি তোয়াক্ক না করেই তার প্রতি কষ্টসাধ্য কাজ এবং দূরহ বোঝা চাপিয়ে দেয়া হতো।

স্ত্রীকে তার স্বামী সমাজপতি ও গোত্রপতি বা বন্ধুদের মনোরঞ্জন করার লক্ষ্যে প্রেরণ করতো। স্ত্রী এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করলেই তার ওপরে নেমে আসতো অত্যাচারের নির্মম খড়গ। বর্তমান সমাজেও এক শ্রেণীর অর্থলোলুপ স্বামী অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবার জন্যে বা চাকরী ক্ষেত্রে প্রমোশনের জন্যে তার সুন্দরী স্ত্রীকে ওপরওয়ালার কাছে ভোগের সামগ্রী হিসেবে প্রেরণ করে। স্ত্রী এতে রাজি না হলে তার দেহে সিগারেটের আগুনে ছ্যাঁকা দেয়া হয়েছে, এ সংবাদ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে পত্রিকার পাঠক মহল জেনেছেন।

ঠুনকো বিষয়ে স্ত্রীকে তালাক দেয়া ছিলো তদানীন্তন সমাজে শিশুর খেলনা পরিবর্তনের মতো। তালাক দেয়ার পরও সে স্ত্রী অন্য কোথাও বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতো না। পূর্ব স্বামী এমন ধরণের নিয়ম- কানুনে তাকে আবদ্ধ রাখতো যে, সে নারীর পক্ষে অন্য কোনো পুরুষকে স্বামী হিসেবে বরণ করার স্বাধীনতা পেতো না। কখনো স্ত্রীকে তালাকও দিতে না আবার স্ত্রীকে নিয়ে দাম্পত্য জীবন-যাপনও করতো না। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে শূন্য হাতে বিদায় করা হতো। একদিকে মায়ের জন্য শিশু আর্তনাদ করতো, অপরদিকে মা কলিজার টুকরা সন্তানের জন্য করতো করুণ

www.pathagar.com

হাহাকার। তদানীন্তন সমাজে নারীর কি করুণ অবস্থা ছিলো, তা হযরত উমার (রাঃ) এর কথা থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, 'মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, জাহিলিয়াতের যুগে আমাদের কাছে নারীদের কোনো মূল্যায়ন ছিলো না, নারীরা ছিলো আমাদের নিকট তুচ্ছ- তাচ্ছিল্যের ব্যাপার মাত্র। পরবর্তীতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নারীর অধিকার ও সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে স্পষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় বিধান অবতীর্ণ করলেন এবং তাদের জন্যে সম্পদের অংশ নির্ধারণ করে দিলেন, তখন নারীর প্রতি আমাদের আচরণ, মনোভাব এবং ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন ঘটলো।' (মুসলিম, কিতাবুত তালাক)

এ পৃথিবীতে কেবলমাত্র ইসলামই নারীকে তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী সঠিক প্রাপ্য ও মর্যাদা দান করেছে। স্বামীদের প্রতি লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, 'নিজ স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করো।' (সূরা আন্ নিসা-৩)

স্ত্রী-ই শুধু মাত্র স্বামীর সেবাযত্ন করবে আর স্বামী তার স্ত্রীর সেবাযত্ন করবে না, এই ইনসাফহীনতা পরিহার করে চলার জন্যে স্বামীর প্রতি ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে, 'কখনো একে অপরের প্রতি মমতা ও সহৃদয়তা দেখাতে ভুলো না; কারণ তোমরা কে কি কাজ করো, তার সবকিছুই আল্লাহ তা'য়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন।' (সূরা বাকারা-২৩৭)

বধূ তার জীবনে স্বামীর কাছ থেকে এমন অনেক ধরনের জুলুমমূলক আচরণের সম্মুখিন হয়, যার সাক্ষী হিসেবে দ্বিতীয় কোনো মানুষ থাকে না। লোকজনের সম্মুখে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি এমন আচরণ করছে, যা দেখে অন্যেরা মনে করে, স্বামী লোকটি অত্যন্ত স্ত্রী ভক্ত। কিন্তু তার এ আচরণ যে একান্তই লোক দেখানো কৃত্রিম, তা বধুর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে না। এসব অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য কারো কাছে বধু বিচার প্রার্থীও হতে পারে না। মানসিক যন্ত্রণায় সে নিঃশেষ হতে থাকে। নারী অধিকারের এই সুক্ষ্ম বিষয়ের প্রতিও ইসলাম দৃষ্টি দিয়ে স্বামীকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে, 'লোকচক্ষুর অন্তরালে বধুর প্রতি যদি ইনসাফ না করো, তার প্রতি প্রদর্শনীমূলক আচরণ করো এবং তাকে মানসিক যন্ত্রণা দাও, সে বিষয়টির জন্যে আদালতে আখিরাতে তোমাকে গ্রেফতার করা হবে। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা তোমার আচরণ পর্যবেক্ষণ করছেন।' সূরা বাকারার উপরোক্ত আয়াতের শেষে এ কথাগুলোই বলে স্বামীকে সাবধান করা হয়েছে।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে অধিকার রয়েছে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীরও সমপর্যায়ের অধিকার রয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, 'পুরুষদের ওপর নারীদের যেমন ন্যায়ানুগ অধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে নারীদের ওপর পুরুষের অধিকার।' (সূরা বাকারা-২২৮)

www.pathagar.com

আরামের শয্যায় শায়িত থেকে স্বামী যদি স্ত্রীকে পানি দেয়ার নির্দেশ দিতে পারে, তাহলে স্ত্রীও তার স্বামীকে অনুরূপ নির্দেশ দেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। শিশু সন্তানের জ্বালাতন কেবলমাত্র স্ত্রী-ই রাত জেগে সহ্য করবে আর স্বামী প্রবর নাক ডেকে ঘুমাবে, সন্তান কি শুধু স্ত্রীর? বধু তো শিশু সন্তান বিয়ের সময় পিতার বাড়ী থেকে সাথে নিয়ে আসেনি। দাম্পত্য জীবনে উভয়ের অধিকার সমান। নারী অধিকারের ব্যাপারে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে, 'তারা হচ্ছে তোমাদের জন্যে পোশাক এবং তোমরা হচ্ছো তাদের জন্যে পোশাক।' (সূরা বাকারা-১৮৭)

নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রীর তোমার প্রতি অধিকার রয়েছে।' (বোখারী)

স্বামীর পকেটে অর্থ রয়েছে, প্রয়োজন অনুযায়ী সে মূল্যবান পোশাক ব্যবহার করবে, নামী-দামী হোটেলে গিয়ে উদরপূর্তি করবে, অন্য দিকে পারিবারিক পরিমন্ডলে বধূ ছিন্ন বস্ত্রে দিন অতিবাহিত করবে, প্রসাধনী পাবে না, কুচো চিংড়ী, ডাল আর আলু, কচু ভর্তা ছাড়া তার ভাগ্যে কিছুই জুটবে না, এই ইনসাফহীনতার প্রতিবাদ করে নবী করীম (সাঃ) বধুর অধিকার বুঝিয়ে দেয়ার জন্য ঘোষণা করেছেন, 'তাকেও খাবার দিবে যখন যেমন তুমি নিজেও খাবে। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করে দিবে, যেমন মানের পোশাক তুমি নিজে গ্রহণ করবে।' (আবু দাউদ)

অপরদিকে বধুকে সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত করে দেখতে স্বামীর যেমন মন চায়, স্ত্রীরও অনুরূপ মন চায় স্বামীকে সুন্দর পোশাকে দেখতে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমি স্ত্রীর জন্যে সাজ-সজ্জা করা খুবই পছন্দ করি, যেমন পছন্দ করি স্ত্রী আমার জন্যে সাজসজ্জা করুক।' (ইবনে জারীর, ইবনে হাতেম)

বধুর সাথে যদি বনিবনা না হয়, তাহলে সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বনে তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে। বনিবনা হচ্ছে না, এই ছুতোয় তার ওপরে কোনো ধরণের নির্যাতন করা যাবে না, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দিয়ে পৃথক হতে হবে। ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে, 'হয় ন্যায়-সঙ্গত পন্থায় তাকে ফিরিয়ে নিবে অথবা সৌজন্যের সাথে তাকে বিদায় দিবে।' (সূরা বাকারা- ২২৯)

মহান আল্লাহ বলেন, 'হয় উত্তমভাবে তাদেরকে নিজের কাছে রাখবে অন্যথায় ন্যায়নীতির সাথে তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাবে।' (সূরা তালাক- ২)

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তোমরা হয় তাদেরকে উত্তম পন্থায় ফিরিয়ে নাও অন্যথায় উত্তম পন্থায় বিদায় দাও। শুধু কষ্ট দেয়ার জন্য তাদের

www.pathagar.com

আটকে রেখো না। কেননা এতে তাদের অধিকার খর্ব করা হয়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে নিজের ওপরই অত্যাচার করবে।' (সূরা বাকারা- ২৩১)

মেয়ের বাবার বাড়ি থেকে নানা উপলক্ষ্যে ফল-ফলাদি, খাসি বা গোস্ত-রুটি পাঠাতে হবে, সন্তান প্রসবকালে বধুকে তার পিতার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে অথবা এ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ বধুর পিতা বা অভিভাবককে বহন করতে হবে- বাধ্যতামূলক এসব রীতি-রেওয়াজ ইসলাম সমর্থন করে না। বাড়িতে কাজের লোক নেই, এই ছুতো দেখিয়ে ছেলে বিয়ে দিয়ে বধুকে বাড়ির দাসী বানানোর অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। সামর্থ অনুযায়ী স্বামীর পক্ষ থেকে বধুর জন্য পৃথক একটি ঘর, দুই জন কাজের লোক, একজন ঘরের কাজ করবে অপরজন বাইরের কাজ করবে, এ ব্যবস্থা বধুর জন্যে করে দিতে হবে। বধুর অনুমতি ব্যতীত তার ঘরে প্রবেশ করার অধিকার কারো নেই। প্রয়োজন হলে বধু তার স্বামীকে এসব বিষয়ে পরামর্শ দিবে। নবী করীম (সাঃ) তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে পরমর্শ গ্রহণ করে নারী হিসেবে বধূর প্রতি যথাযথ সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন।

মাতা হিসেবে নারীর মর্যাদা

ইউরোপ- আমেরিকা তথা পাশ্চাত্য দেশসমূহে সন্তান তার পিতামাতার প্রতি কোনো দায়িত্ব অনুভব করে না। ১৮ বছরপূর্ণ হলে বা তার পূর্বেই সন্তান- সন্ততি বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে পৃথকভাবে বসবাস করতে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা আশ্রয় গ্রহণ করে ওল্ডহোম তথা বৃদ্ধাশ্রমে। পিতামাতার জন্মদিনে বছরে একবার মন চাইলে সন্তান তাদেরকে দেখতে যায় অথবা কার্ড পাঠায়। হতাশার সাগরে নিমজ্জিত পিতামাতার পক্ষে সন্তানের পাঠানো কার্ডটির প্রতি অশ্রুসজল নয়নে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তাদের আর কোনোই উপায় থাকে না।

পক্ষান্তরে যে কোন বিচার বিশ্লেষণে, মানদন্ডে অথবা যুক্তিতে একজন মানুষের কাছে সবথেকে সম্মান- মর্যাদার ব্যক্তিত্ব হলেন তার জন্মদাতা পিতামাতা। মহান আল্লাহ্‌র পরেই মাতাপিতার স্থান। সন্তানের পক্ষে পিতামাতার ত্যাগ তীতিক্ষার বিনিময় দেয়া কখনো সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'এবং আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ব্যতীত অবশ্যই অন্যের বন্দেগী করবে না এবং মাতাপিতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে যদি কোন একজন অথবা উভয়েই তোমাদের সম্মুখে বার্ধক্যে পৌছে যায় তাহলে তাঁদেরকে 'উহ' শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমকের স্বরে অথবা ভৎর্সনা করে কোন কথার জবাব দেবে না। বরং তাদের সঙ্গে আদব ও সম্মানের সঙ্গে কথা বলো এবং নরম ও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে নমনীয় হয়ে থাকো এবং তাঁদের

www.pathagar.com

জন্য এ ভাষায দোয়া করতে থাকো, হে রব! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম করো। যেমন শিশুকালে (সহায়হীন সময়ে) তাঁরা আমাকে রহমত ও আপত্য স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন।' (সূরা বনী ইসরাঈল–২৩,২৪)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে সুন্দর আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। আগন্তুক জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। পুনরায় উক্ত ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমার পিতা। (বোখারী)

পৃথিবীতে এমন কোন আমল নেই, যে আমল করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অত্যন্ত দ্রুত অর্জন করা যায়। কিন্তু মা! একমাত্র মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার এবং প্রাণভরে তার খেদমত করলে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্রুত অর্জন করা যায়।

হযরত আবি উমামাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর মাতাপিতার কি অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন, মাতাপিতা তোমাদের জান্নাত এবং জাহান্নাম। (মিশকাত)

হযরত জাহিমার (রাঃ) পুত্র হযরত মাবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাহিমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (রাঃ) এর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। আর এ জন্য আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি। বলুন এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি? রাসুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন? জাহিমা (রাঃ) বললেন, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর, তিনি জীবিত আছেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁর সেবাযত্ন করতে থাকো। কেননা তাঁর পায়ের তলাইতেই তোমার জান্নাত। (নাসাঈ)

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, পুনরায় অপমানিত হোক, আবারো অপমানিত হোক! লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ব্যক্তি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের মাতাপিতা উভয়কেই বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো অথবা কোন একজনকে কিন্তু (তাদের খিদমত করে) জান্নাতে প্রবেশ করলো না।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ নেক আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, যে নামায সময় মত পড়া হয়। আমি আবার জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করলাম, এরপর কোন কাজ সবচেয়ে বেশি প্রিয়? তিনি বললেন, মাতা-পিতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (বোখারী)

হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর খিদমতে হাজির হয়ে বলতে লাগলেন, আমি আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের বাইয়াত করছি এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান চাচ্ছি। নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতাপিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছে কি? সে বললো, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তুমি কি বাস্তবিকই আল্লাহর নিকট নিজের হিজরত ও জিহাদের প্রতিদান চাও? সে বললো, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর নিকট প্রতিদান চাই। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তাহলে মাতাপিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করো। (মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করছেন, এক ব্যক্তি মাতাপিতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে হিজরতের বাইয়াত করার জন্য উপস্থিত হলো। এ সময় তিনি বললেন, যাও, মাতাপিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদেরকে ঠিক সেভাবেই খুশী করে এসো যেভাবে কাঁদিয়ে এসেছো। (আবু দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাতাপিতা সম্পর্কিত আল্লাহর নাযিলকৃত আদেশ এবং হিদায়াত মানা অবস্থায় সকাল করলো, সে যেন নিজের জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা অবস্থায় সকাল করলো। যদি মাতাপিতার মধ্যে কোনো একজন হয় তাহলে যেন জান্নাতের একটি দরজা খোলা অবস্থায় পেল। আর যে ব্যক্তি মাতাপিতা সম্পর্কিত আল্লাহর আদেশ ও হিদায়াত অমান্য করলো, তাহলে তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খোলা পেল। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি মাতাপিতা তার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে তাহলেও? তিনি বললেন, যদি বাড়াবাড়ি করে থাকে তাহলেও! এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন (মিশকাত)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেন, যে সুসন্তানই মাতাপিতার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে একবার তাকাবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাকে একটি কবুল নফল হজ্জের সওয়াব দান করেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেউ একদিনে শতবার রহমত ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে! তিনি বললেন, জ্বী হ্যাঁ যদি কেউ শতবার দেখে তবুও। আল্লাহ (তোমাদের ধারণায়) অনেক বড় এবং সম্পূর্ণ পবিত্র। (মুসলিম)

www.pathagar.com

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি নিজের হায়াত দারাজ এবং প্রশস্ত রুজী কামনা করে তাহলে সে যেন নিজের মাতাপিতার সাথে ভালো আচরণ এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।

হযরত মুয়াজ বিন আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করলো তার জন্য সুসংবাদ হলো, আল্লাহ তা'য়ারা তার হায়াত দারাজ করবেন।

পিতামাতা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ সম্পদ সন্তানের জন্যে ব্যয় করেছেন। এখন সন্তান বড় হয়ে যে অর্থ সম্পদ উপার্জন করেছে, সে সম্পদ প্রয়োজনে অবশ্যই মাতাপিতার জন্যে ব্যয় করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূল, লোকেরা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কোথায় ধনমাল ব্যয় করবে। আপনি বলে দিন, তোমরা যা কিছু খরচ করবে, তা করবে পিতামাতার জন্যে নিকটাত্মীয়দের জন্যে, ইয়াতীম, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিকদের জন্যে।' (সুরা বাকারা- ২১৫)

সন্তানের অর্থ সম্পদে পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেছেন। সন্তান পিতার অতি উত্তম উপার্জন বিশেষ, অতএব তোমরা (পিতামাতা) সন্তানদের ধনসম্পদ থেকে পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ সহকারে পানাহার করো।

পিতা ও মাতা এ উভয়ের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ পৃথিবীতে সন্তান প্রেরণ করেন। পিতা ব্যতীত যেমন সন্তানের কল্পনা করা যায় না তেমনি মাতা ব্যতীতও সন্তানের আশা করা যায় না। তবুও ইসলাম মায়ের অধিকার বেশী প্রদান করেছে। কারণ সন্তানের জন্যে সবথেকে বেশী কষ্ট স্বীকার করে মা। সন্তান পেটে ধারণ করা, বয়ে বেড়ানো, যন্ত্রণা সহ্য, প্রসব করা, সন্তান লালন- পালন করা যে কি কষ্টের ব্যাপার সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ কারণেই মায়ের কষ্টের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ইসলাম পিতার তুলনায় মায়ের অধিকার বেশী প্রদান করেছে। মায়ের কষ্ট সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'তার মা কষ্ট করে করে নিজের পেটে নিয়ে বেড়িয়েছে এবং অত্যন্ত কষ্ট করেই ভূমিষ্ঠ করেছে এবং পেটে ধারণ করা ও দুধ পান করানোর (কঠিন কাজ) এর মেয়াদ হলো আড়াই বছর।' (সূরা আল আহকাফ-২৫)

একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসে অভিযোগ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা খারাপ মেজাজের মানুষ। তিনি বললেন, নয় মাস পর্যন্ত অব্যাহতভাবে যখন সে তোমাকে পেটে ধারণ করে ঘুরে বেড়িয়েছে তখনতো সে খারাপ মেজাজের ছিল না। সে ব্যক্তি বললো, আমি সত্য বলছি সে খারাপ মেজাজের। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমার জন্যে সে যখন রাতের পর রাত জাগতো এবং নিজের দুধ পান করাতো সে সময়তো সে খারাপ মেজাজের ছিল

www.pathagar.com

না। সে ব্যক্তি বললো, আমি আমার মায়ের সেসব কাজের প্রতিদান দিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সত্যিই প্রতিদান দিয়েছো? সে বললো, আমি আমার মাকে কাঁধে চড়িয়ে হজ্জ করিয়েছি। নবী করীম (সাঃ) সিদ্ধান্তমূলক জবাব দিয়ে বললেন, তুমি কি তাঁর সেই কষ্টের প্রতিদান দিতে পারো, তুমি ভূমিষ্ঠ হবার সময় যে কষ্ট সে স্বীকার করেছে?

মায়ের মর্যাদার কারণে মায়ের বোন খালার মর্যাদাও মহান আল্লাহ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। মা জীবিত না থাকলে খালার সেবাযত্ন করতে হবে। একজন মানুষ নবী করীম (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বড় গোনাহ্ করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য তওবার পথ কি খোলা আছে? তিনি বললেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে ব্যক্তি বললো, মা তো জীবিত নেই। তিনি বললেন, আচ্ছা তোমার কি খালা বেঁচে আছেন? সে বললো, জ্বী, বেঁচে আছেন। তিনি বললেন, খালার সাথে সুন্দর আচরণ করো।

নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'জান্নাত মায়েদের পায়ের তলে।'

মায়ের সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন- হাদীস যত কথা বলেছে, তা একত্রিত করতে গেলে বড় ধরনের গ্রন্থ রচনা প্রয়োজন। পৃথিবীর সকল পুরুষের পায়ের তলায় স্যান্ডেল বা জুতা। কিন্তু নারীর পায়ের তলায় রয়েছে সন্তানের জান্নাত। কারণ নারী মায়ের জাতি, তাদের সম্মান- মর্যাদা সর্বাধিক। তাদের উচ্চ মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দিয়েই ইসলাম ঘোষণা করেছে, মায়ের পায়ের নীচেই জান্নাত।

নারী স্বাধীনতা- ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

ইসলাম নারীকে পরাধীনতার অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করে দাসত্বের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে। কন্যা হিসেবে, বধু হিসেবে এবং মা হিসেবে নারীকে সম্মান-মর্যাদার কত উচ্চ সোপানে আসীন করেছে, তা ইতোপূর্বে আমরা যৎকিঞ্চিত আলোচনা করেছি। নারী জীবনের উক্ত তিনটি স্তরের কোন্ একটি স্তরেও নারীকে পরাধীন করা হয়নি, করা হয়নি কারো দয়া- দাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী। প্রত্যেক স্তরেই নারীকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেয়ার জন্য পুরুষদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কন্যা সন্তানের জন্মের বিষয়টিকে 'সুসংবাদ, সুখবর, ফিরিশ্তাদের দোয়া, কন্যা সন্তান সৌভাগ্যের প্রতীক' ইত্যাদি কথা বলে নারীকে পুরুষদের কাছে মূলতঃ সম্মান- মর্যাদার প্রতীক হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার পূজারীদের সুরে সুর মিলিয়ে যারা নারী স্বাধীনতার জিগির তুলে ইসলামের বিরোধীতা করছেন তাদের জানা উচিত, নারী স্বাধীনতার উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

প্রণোদিত আওয়াজ সেই সমাজ থেকেই সর্বপ্রথম উঠেছে, যে সমাজে নারীকে পরিণত করা হয়েছে পুরুষের দাসী, ভোগের সামগ্রী, চিত্তবিনোদন ও যৌন কামনা পূরণের উপকরণ হিসেবে। শয়তানের সহচরী হিসেবে আখ্যায়িত করে নারীর আত্মা বলে কিছুই নেই- এ রায় নারী সম্পর্কে তারাই দিয়েছিলো। নারীর মৌলিক অধিকার হরণ করে তাকে খেল- তামাসার সামগ্রীতে তারাই পরিণত করেছিলো।

নারীকে সম্মানজনক স্বাধীনতা ইসলাম দিয়েছে, তাঁর সকল প্রকার অধিকার ইসলামই সংরক্ষণ করে তাকে তাঁর ইজ্জত- আব্রুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পুরুষকে বাধ্য করেছে। 'নারী যৌন উপকরণের সামগ্রী নয় বরং নারীই আদর্শ ও সুনাগরিক গড়ার কারিগর'– এ কথা সর্বপ্রথম ইসলামই ঘোষণা করে তাকে স্বামী তথা পুরুষের কর্মে সহযোগিতা, তাকে উৎসাহ- উদ্দীপনা, সাহস দান, পরামর্শ দেয়া এবং সন্তানকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ার দায়িত্ব ও অধিকার দিয়েছে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বড় মেয়ে (হযরত আয়িশা (রাঃ) এর বড় বোন) হযরত আসমা (রাঃ) তাঁর স্বামীকে অর্থোপার্জনে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী নিজে উপার্জন করতেন, তাঁর উপার্জিত অর্থ তিনি ইয়াতিমদের জন্য ব্যয় করতেন এবং স্বামীকেও দিতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজসহ জুম্য়া ও ঈদের নামাজে তাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন। নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁরা কোনো মাধ্যম ব্যতীতই নবী করীম (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। সমাজে সুকৃতির প্রসার ঘটানো ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধে এবং শিক্ষার প্রসারে তাঁরা পুরুষদের পাশাপাশি ভূমিকা পালন করেছেন। আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁরা প্রতিপক্ষের দ্বারা চরমভাবে নির্যাতিতা হয়েছেন। আদর্শ প্রতিষ্ঠা, রক্ষা, দেশ ও জাতিকে রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা নিজের জানবাজি রেখে এমন দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেছেন যে, ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষের ভূমিকাকে তাঁরা ম্লান করে দিয়েছেন।

সুতরাং এ কথা যারা বলে ইসলাম নারীকে চার দেয়ালে আবদ্ধ করে বন্দিনী করেছে, হয় তারা ইসলামে নারী অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, অজ্ঞ মূর্খ অথবা তারা জেনে বুঝেই পশ্চিমা প্রভুদের উচ্ছিষ্ট কুড়ানোর লোভে ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

শিক্ষা গ্রহণে নারীর স্বাধীনতা

না জেনে না বুঝে অথবা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ শিক্ষার অগ্রদুত হিসেবে জীবিত বা মৃত কিছু নারী-পুরুষকে জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করে থাকেন। ইসলাম বিরোধীদের কাছে পূজনীয় একজন নাস্তিকের সমাধিকে তারা নানা রংয়ে

www.pathagar.com

সজ্জিত করে তার সমাধিকে 'জ্যোতির্ময় আঙ্গিনা' নাম দিয়ে জাতির কাছে তাকে শিক্ষার অগ্রদুত হিসেবে পরিচিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, মানব জাতির মধ্যে শিক্ষার আলো সর্বপ্রথম জ্বালিয়েছেন নবী- রাসূলগণ। প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) কে যাবতীয় জ্ঞান- বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিলো। মানব জীবনের নখ কাটা, দাঁত পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত সকল কিছুর শিক্ষা মানব মন্ডলী নবী-রাসূলদের কাছ থেকেই পেয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর কাছে হেরা পর্বতের গুহায় ওহী হিসেবে পবিত্র কোরআনের যে আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রথম শব্দই হলো 'পড়ো'।

পড়ার তথা শিক্ষা গ্রহণ বা জ্ঞানার্জনের এই আদেশ শুধু মাত্র পুরুষদের জন্যেই নয়, নর-নারী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে। নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্যে জ্ঞানার্জন করা বাধ্যতামূলক।' পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে চিন্তা- গবেষণা, শিক্ষা গ্রহণ ইত্যাদী ব্যাপারে বারবার তাগিদ দিয়ে বলা হয়েছে, 'তোমরা কি বুঝো না? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না? তোমাদের কি জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধি নেই? এর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্যে রয়েছে শিক্ষনীয় বিষয়।'

ইসলাম নারীকে উচ্চশিক্ষার অধিকার দেয়নি- এই অপপ্রচার যারা চালাচ্ছেন, তাদেরকে আমরা বিনয়ের সাথে জানাচ্ছি, সমগ্র মানবমন্ডলীকে লক্ষ্য করেই কোরআন- হাদীস চিন্তা-গবেষণা করার জন্যে তাগিদ দিয়েছে। নারী সমাজ কি মানবমন্ডলীর বাইরের কোনো প্রজাতি? তাঁরা কি মানবমন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নয়?

তবে হ্যাঁ, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ পূজারীদের কাছে নারী সমাজ যৌন উপকরণের সামগ্রী হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে তাঁরা মানবমন্ডলীর সম্মানিতা মর্যাদার অধিকারিণী মায়ের জাতি। এ জন্যেই ইসলাম পুরুষদের পাশাপাশি নারীকেও চিন্তাবিদ, গবেষক, শিক্ষাবিদ, সমাজবিদ, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ইত্যাদী হয়ে মানব সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার কাজে উৎসাহিত করেছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আলেম হও অথবা ইলমের অনুসন্ধানকারী হও, জ্ঞানের কথা শ্রবণকারী হও অথবা আলেমদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করো এবং পঞ্চম হয়ো না, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। (ফয়যুল কাদীর, হাদীস নং ১২১৩)

অর্থাৎ ইসলাম চারজনের একজন হতে নির্দেশ দিয়েছে। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে জ্ঞানী হতে হবে অথবা জ্ঞানার্জনকারীদের একজন তথা ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে। জ্ঞানের কথা যারা শোনে তাদের একজন হতে হবে অথবা যারা জ্ঞানী তাদের সাথে

www.pathagar.com

শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এই চারজনের একজন হতে হবে কিন্তু পঞ্চম হওয়া যাবে না। অর্থাৎ এই চার শ্রেণীর বাইরে অবস্থান করে মুর্খ থেকে নিজেকে ধ্বংস করা যাবে না।

আলেম এবং ইলম্ আরবী শব্দ, এ শব্দ দ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে জ্ঞানী এবং জ্ঞান। আমরা বিনয়ের সাথে প্রশ্ন রাখতে চাই, নবী করীম (সাঃ) কি শুধুমাত্র পুরুষদের লক্ষ্য করেই উক্ত কথাগুলো বলেছেন না নারী-পুরুষ নির্বেশেষে সকল মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছেন? নিঃসন্দেহে ইসলামের বিধান নারী-পুরুষ সকলের জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্বও সকল শ্রেণীর মানুষের। ইসলাম নারীকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখার অধিকার দিয়েছে। হযরত আয়িশা (রাঃ) সহ ইসলামের স্বর্ণালী যুগে বহু বিদুষী নারীর নাম পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে শিক্ষাবিদ হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। হাদীস শাস্ত্রের বিরাট একটি অংশ জুড়ে রয়েছেন হযরত আয়িশা (রাঃ)। পুরুষ সাহাবায়ে কেরাম জটিল কোনো সমস্যায় নিপতিত হলে সমাধানের জন্য তাঁর কাছেই যেতেন। হযরত খানসা (রাঃ) সে যুগে মহিলাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা কবি ছিলেন। যাঁর কবিতা এখন পর্যন্ত পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুদিত হয়ে পাঠকদের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করছে।

শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, নারী অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়েও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। আত্মরক্ষা ও দেশ রক্ষার জন্য যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নারী তা গ্রহণ করবে। মহিলা সাহাবীগণ যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলা করেছেন, আহতদের সেবযত্ন করেছেন। ওহুদের ময়দানে প্রতিপক্ষ যখন নবী করীম (সাঃ) কে আক্রমণ করার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছিলো, তখন মহিলা সাহাবী উম্মে আম্মারা (রাঃ) একা তরবারী চালিয়ে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন। ইতিহাস এই অসীম সাহসী নারীকে 'আল্লাহর বাঘিনী' হিসেবে উল্লেখ করেছে। মহিলা সাহাবীগণ ইয়ারমুকের যুদ্ধে শুধু মাত্র তাঁবুর খুঁটি দিয়ে পিটিয়ে রোমান সৈন্যদের পর্যুদস্ত করেছিলেন। সামরিক প্রশিক্ষণ না থাকলে যুদ্ধের ময়দানে মহিলাগণ কিভাবে সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন?

অর্থোপার্জনে নারীর স্বাধীনতা

হযরত খাদিজা (রাঃ) ছিলেন নবী করীম (সাঃ) এর প্রথমা স্ত্রী। তিনি বয়সের দিক থেকে রাসূল (সাঃ) এর থেকে ১৫ বছরের বড় ছিলেন। তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী ছিলেন। দেশ- বিদেশের সাথে তাঁর ব্যবসা বিস্তৃত ছিলো এবং তিনি নবী করীম (সাঃ) কে তাঁর ব্যবসা কাজে নিয়োগ দিয়েছিলেন। আমদানী- রফতানী

www.pathagar.com

ব্যবসা করতে প্রখর জ্ঞান- বুদ্ধির অধিকারী না হলে এ ব্যবসায় সুফল আশা করা যায় না। রাসূল (সাঃ) হযরত খাদিজা (রাঃ) এর এ ব্যবসায় সমৃদ্ধি এনেছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বনবী, সমগ্র পৃথিবীর জন্যে রহমত। নারী-পুরুষ সকলের জন্যেই তিনি সকল বিষয়েরই শিক্ষক হিসেবে আগমন করেছিলেন।

ব্যবসা কিভাবে কোন্ নীতিতে করতে হবে, তিনি যে দৃষ্টান্ত রেখেছেন এবং ব্যবসার যে নীতিমালা তিনি দান করেছেন তা শুধু পুরুষদের জন্যে নয়- নারীর জন্যেও। সুতরাং যোগ্যতা থাকলে নারীও বৈধ উপায়ে ব্যবসা করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা সুদ হারাম করেছেন। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে বা লেনদেনেই সুদের আদান- প্রদান হয়ে থাকে। অজ্ঞ ব্যক্তি বা ইসলাম বিদ্বেষীরা বলে থাকেন, ইসলাম নারীকে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার অধিকার দেয়নি। তাদের অবগতির জন্যে আমরা জানাচ্ছি, সুদ ও ব্যবসা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যেই প্রযোজ্য নয়, নারীর জন্যেও সমভাবে প্রযোজ্য।

নারী নিজের ইজ্জত- আব্রু রক্ষা করে সম্মান- মর্যাদার সাথে ব্যবসা করবে, তাঁর ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না। এমনকি তাঁর স্বামীও অযাচিতভাবে এতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। নারীর উপার্জনে তাঁর স্বামীর অন্যায়ভাবে ভাগ বসাতে পারবে না। বর্তমানে যে সকল নারী চাকরী বা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছেন, তাদের অধিকাংশের অভিযোগ- বেতন পেলেই বিবাহিতা হলে তা স্বামীর হাতে আর বিবাহিতা না হলে তা পিতা বা ভাই অথবা অভিভাবকের হাতে তুলে না দিলে তাদের প্রতি নেমে আসে দৈহিক নির্যাতন।

মনে রাখতে হবে, ইসলাম নারীকে উপার্জনে বাধ্য করেনি। কেউ যদি উপার্জন করে তাহলে তাঁর উপার্জিত অর্থে ভাগ বসানোর অধিকারও ইসলাম কাউকে দেয়নি। নারী যদি ইচ্ছা করে স্বামী, পিতা, ভাই বা অভিভাবককে কিছু দেয়- তা দিতে পারে। কিন্তু তাঁকে বাধ্য করা যাবে না এবং এবং ব্যাপারে তাঁর প্রতি সামান্যতম রূঢ় আচরণও করা যাবে না।

সম্পদ অর্জনে নারীর স্বাধীনতা

নারী পরমুখাপেক্ষী নয়, স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে- এ ব্যবস্থা পৃথিবীতে ইসলামই সর্বপ্রথম করেছে। পিতামাতার ও অন্যান্যদের সম্পদে তাকে অধিকার দেয়া হয়েছে, নিজ মোহ্‌রানার অর্থ ও প্রাপ্ত অন্যান্য সম্পদ সে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারবে। প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবসার কাজে লগ্নি করে সে সম্পদ বৃদ্ধি করবে, এ সম্পদও সে হালাল পথে স্বাধীনভাবে ব্যয় করবে, নারীর এ অধিকারের প্রথম স্বীকৃতিও ইসলামই দিয়েছে।

www.pathagar.com

'নামাজ আদায় শেষ হলে তোমরা মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়ো, আল্লাহ তা'য়ালা যে নে'মাত তোমাদের দিয়েছেন তা অনুসন্ধান করো।' পবিত্র কোরআনের এ নির্দেশ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সক্ষম সকল মানুষের জন্যেই প্রযোজ্য। নারী সুযোগ থাকলে সম্পদ অর্জন এবং বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চালাবে। সে যুগে হযরত খাদিজা (রাঃ) প্রভূত সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন এবং সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বহু মহিলা সাহাবী সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) এর কন্যা পৈতৃক সুত্রে বিপুল সম্পদ লাভ করেছিলেন। হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) এর স্ত্রী হযরত জামীলা (রাঃ) বিশাল খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। উল্লেখ্য, সে সময় আরবে সবথেকে অর্থকরী ফসল ছিলো খেজুর। (বোখারী, কিতাবুত তালাক)

পবিত্র কোরআনে হালাল পথে সম্পদ অর্জনের তাগিদ, পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয়, অভাবী লোকদের দান করা এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ তথা আল্লাহর পথে ব্যয় করার নির্দেশ নারী-পুরুষ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। ইসলামের স্বর্ণ যুগে মহিলাগণ সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন বলেই তাঁরা দু'হাত ভরে দান করার সুযোগ পেয়েছিলেন। নবী করীম (সাঃ) যখনই দান করার জন্যে বলেছেন, তখনই সম্মানিতা মহিলারা প্রাণ খুলে দান করেছেন। রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশে মহিলা জমায়েতে হযরত বিলাল (রাঃ) চাদর পাঠিয়ে দিতেন, মহিলাদের দানে উক্ত চাদর বড় পুটলির আকার ধারণ করতো। সম্পদ উপার্জন, সংরক্ষণ, বৃদ্ধিকরণ ও দান করার স্বাধীন অধিকার নারীর জন্য একমাত্র ইসলামই দিয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মে নারীর এ অধিকারের স্বীকৃতি নেই।

জীবন সঙ্গী নির্বাচনে নারীর অধিকার

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে প্রচলিত রয়েছে, বিয়ের সময় পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। ক্ষেত্র বিশেষে পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখার সুযোগও পায় না। আবার দেখার সুযোগ পেলেও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা পাত্রীর থাকে না। পাত্র বা পাত্রের অভিভাবকের যদি পাত্রীকে পছন্দ হয় তাহলে বিয়ের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে পাত্রকে পাত্রীর পছন্দ হয়েছে কিনা বা পাত্রী এ বিয়েতে রাজি আছে কিনা তা জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় না। পাত্র-পাত্রী একে অপরের জীবন সাথীই শুধু নয়, তার সুখ-দুঃখের ও সমব্যথার সারা জীবনের সঙ্গিনী। এ ক্ষেত্রে শুধু একজনের মতামতের ওপর বা অভিভাবকের মতামতের ওপর নির্ভর করে বিয়ের বিষয়টি চূড়ান্ত করা ইনসাফের পরিচায়ক নয়।

www.pathagar.com

জীবন সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্রের যেমন অধিকার রয়েছে পাত্রীর যাবতিয় দিক সম্পর্কে অনুসন্ধান করা, পাত্রীরও অনুরূপ অধিকার রয়েছে। পাত্রী যদি জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধিসম্পন্না ও প্রাপ্ত বয়স্কা হয়ে থাকে, তাহলে পাত্রীর পিতা, ভাই বা অন্য কোনো অভিভাবককে তার এই অধিকার খর্ব করার ক্ষমতা দেয়া হয়নি। সারা জীবন একটি মেয়ে যে পুরুষটির জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকবে, তার সম্পর্কে সকল কিছু জানা, খোঁজ নেয়া এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার অবশ্যই সেই মেয়ের রয়েছে।

পিতামাতা, বড় ভাই বা নিকটাত্মীয়রা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে পরামর্শ অবশ্যই দিবেন, কিন্তু চূড়ান্ত মতামত দেয়ার অধিকার পাত্রীর। বলা বাহুল্য মেয়েকে এই অধিকার কেবলমাত্র দিয়েছে ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মে নারীর এই অধিকার স্বীকৃত নয়।

নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, 'পূর্বে বিবাহিত কিন্তু বর্তমানে জুড়িহীন ছেলেমেয়ের বিয়ে হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের কাছ থেকে স্পষ্ট সম্মতি পাওয়া যাবে এবং পূর্বে অবিবাহিত ছেলেমেয়ের বিয়ে হতে পারে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে স্পষ্ট সম্মতি পাওয়া যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার সম্মতি কিভাবে পাওয়া যাবে? তিনি জানালেন, জিজ্ঞেস করার পর নীরব থাকাই তার সম্মতি।' (বোখারী, মুসলিম)

অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে হতে পারে না- এ মর্মে হাদীসের নামে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু ইমাম বোখারী ও হাদীস শাস্ত্রের অন্যান্য বিখ্যাত ইমামগণ উক্ত কথাটি সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছেন, এটি কোনো বিশুদ্ধ হাদীস নয়। কারণ নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'পূর্বে বিবাহিত ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের বিয়ে সম্পর্কে মতামত জানানোর ব্যাপারে তাদের অভিভাবকের তুলনায় অধিক অগ্রগামী। আর পূর্বে অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের নিকট তাদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের মতামত অবশ্যই জানতে চাওয়া হবে এবং তাদের নীরবতাই তাদের সম্মতির নামান্তর।' (মুসলিম)

জীবন সাথী নির্বাচনে নারীকে মতামত জ্ঞাপনের অধিকার ইসলামই দিয়েছে এবং তাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পছন্দ- অপছন্দ এবং স্বাধীন মত প্রকাশের স্বাধীনতাও ইসলাম দিয়েছে। নারীর অমতে তাকে জোরপূর্বক কারো সাথে বিয়ে দেয়া ইসলামী জীবন বিধানে বৈধ নয়। নবী করীম (সাঃ) এর যুগে হযরত খানসা বিনতে হাজাম (রাঃ) কে তাঁর অমতে তাঁর পিতা এক লোকের সাথে বিয়ে দেন। হযরত খানসা কোনো মাধ্যম ব্যতীতই সরাসরি নবী করীম (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা এমন একজন লোকের সাথে আমাকে

www.pathagar.com

বিয়ে দিয়েছেন, যিনি পূর্বে বিয়ে করেছিলেন। এ বিয়ে আমার পছন্দের নয়। তাঁর কথা শুনে নবী করীম (সাঃ) উক্ত বিয়ে বাতিল করে দেন। (বোখারী)

আরেকটি অবিবাহিতা মেয়েকে তাঁর অনুমতি ব্যতীতই বিয়ে দেয়া হয়। মেয়েটি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করলে তিনি সে বিয়েও বাতিল করে দেন। (নাসাঈ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অবিবাহিতা একটি মেয়েকে তাঁর পিতা এমন একজন লোকের সাথে বিয়ে দিয়েছিলো, যাকে সে মেয়ে পছন্দ করতো না। নবী করীম (সাঃ) সে মেয়েকে বিয়ে বহাল রাখা বা বাতিল করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

একটি মেয়ে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করলো, 'পিতা আমাকে আমার চাচাত ভায়ের সাথে বিয়ে দিয়েছে। যার সাথে আমাকে বিয়ে দিয়েছে সে খুবই নীচু প্রকৃতির মানুষ, আমাকে বিয়ে করে সে তার নীচুতা দূর করতে ইচ্ছুক।' নবী করীম (সাঃ) মেয়েটিকে উক্ত বিয়ে বহাল রাখা বা না রাখার পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। কিন্তু মেয়েটি জানালো, 'আমার পিতার দেয়া বিয়েতেই আমি রাজি হয়েছি।' জানতে চাওয়া হলো, 'তাহলে অভিযোগ নিয়ে আসা হয়েছে কেনো?' মেয়েটি বললো, 'আমি এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে এসেছি, নারীরা ভালোভাবে জেনে নিক যে, বিয়ের ব্যাপারে তাদের পিতার কিছুই করণীয় নেই অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে মেয়ের মতামতের গুরুত্বই সর্বাধিক।' (মুসনাদে আহ্মাদ, ইবনে মাজাহ্)

তবে ইসলাম বিয়ে পূর্ব প্রেমকেও নিষিদ্ধ করেছে। প্রেমের নামে যথেচ্ছাচার, পার্কে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে বা প্রকাশ্যে ঘনিষ্ঠভাবে বসে আপত্তিকর আচরণ করা, প্রেমিকের সাথে ঘোরাঘুরি করা, ফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করা এসব ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আগুন এবং জমাটবাঁধা ঘী পাশাপাশি থাকলে আগুনের উত্তাপে যেমন ঘী গলবেই, তেমনি তরুণ- তরুণী বা যুবক- যুবতী পাশাপাশি অবস্থান করলে নৈতিক স্খলন ঘটবেই। বেগানা একজন নারী এবং এবং একজন পুরুষ একত্রিত হলে শয়তানকে দিয়ে সেখানে তিনজন হয়। বলাবাহুল্য, শয়তানের কাজই হলো পরস্পরের মনে কুচিন্তা সৃষ্টি করা। প্রেমের নামে বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে লাগামহীনভাবে তরুণ- তরুণী, যুবক- যুবতী মেলামেশা করছে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে রাস্তা- পথে, ডাস্টবীনে নবজাতক সন্তান পাওয়া যাচ্ছে এবং নার্সিং হোমগুলোয় গিয়ে গর্ভপাত ঘটাচ্ছে। গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে অনেক মেয়েই মৃত্যুবরণ করছে। অনেক মেয়ে লজ্জা ও ভয়ে আত্মহত্যা করতেও বাধ্য হচ্ছে এবং এসব সংবাদ প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে।

www.pathagar.com

নারীর মোহ্‌রানা লাভের অধিকার

ইসলাম মোহ্‌রানা ব্যতীত কোনো নারীকে বিয়ে করা পুরুষদের জন্য হারাম ঘোষণা করেছে। মোহ্‌রানা কম বেশী যাই হোক, তাতে যদি পাত্রী রাজি থাকে তাহলে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে- নতুবা নয়। কারণ মোহ্‌রানা নারীর অধিকার এবং এ অধিকার সামর্থ্য অনুযায়ী পুরুষদেরকে অবশ্যই নারীকে বুঝিয়ে দিতে হবে। মোহ্‌রানা নারীর নিরাপত্তার প্রতীক- ভবিষ্যতের আশ্রয়স্থল। কোনো কারণে স্বামী যদি তাঁর স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটায় তাহলে তালাকপ্রাপ্তা নারী মোহ্‌রানার অর্থ- সম্পদ দিয়ে নিজের জীবন ধারণের খরচ যোগাতে পারে। ইসলাম মোহ্‌রানার আদায়ের নির্দেশ দিয়ে নারীকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করেছে এবং অন্যের মুখাপেক্ষীতা ও পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছে।

প্রশ্ন হলো, বিয়ের সময় কি পরিমাণ মোহ্‌রানা ধার্য্য করা উচিত। এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন এবং এর সমাধান ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী পাত্রী স্বয়ং যেমন করতে পারে অথবা এ দায়িত্ব পরিবারের মুরব্বিদের ওপরও ন্যস্ত করতে পারে। তবে এ বিষয়ে ইসলাম বাড়াবাড়ি করাও পছন্দ করেনি। সাধ্যের অতীত এমন কিছু কারো প্রতি চাপিয়ে দেয়া যাবে না। দেশের সমকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে পাত্রের প্রতিও যেনো অসাধ্য না হয় এবং পাত্রীও যেনো না ঠকে এভাবে মধ্যম ধরণের মোহ্‌রানা ধার্য্য করা উচিত।

ধার্য্যকৃত মোহ্‌রানা বিয়ের সময়ই পরিশোধ করা সর্বোত্তম। যদি তৎক্ষণাত সম্পূর্ণ মোহ্‌রানা পরিশোধ করা সম্ভব না হয় তাহলে পাত্রীর মতামত সাপেক্ষে কিছু অংশ বিয়ের সময় এবং পরবর্তীতে বাকি অংশ পরিশোধ করতে হবে। কত দিনের মধ্যে পরিশোধ করবে, সে সময়ও আলোচনা সাপেক্ষে বিয়ের সময়ই নির্ধারণ করা উচিত। মোহ্‌রানা পরিশোধের ইচ্ছা যদি কারো না থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই বড় ধরনের গোনাহ্‌গার হতে হবে এবং কিয়ামাতের ময়দানে ব্যভিচারীদের কাতারে দাঁড়াতে হবে।

মোহ্‌রানার অর্থ- সম্পদ একান্তভাবেই নারী তথা পাত্রীর। এতে অন্য কারো কোনো অংশ নেই। পাত্রীকে গড়ে তুলতে তার পেছনে অনেক খরচ হয়েছে, এ কথা বলে অভিভাবক পাত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত মোহ্‌রানার অর্থ-সম্পদ দাবী করতে পারবে না। তবে পাত্রী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাপ্ত মোহ্‌রানার অর্থ- সম্পদ কাউকে সম্পূর্ণ অংশ বা কিছু অংশ দেয়, তাহলে তা ভিন্ন কথা।

মোহ্‌রানার অর্থ- সম্পদ হালাল পন্থায় স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারবে। এ ব্যাপারে কেউ-ই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। নারী ইচ্ছে করলে উক্ত অর্থ-সম্পদ

www.pathagar.com

দিয়ে ব্যবসাও করতে পারে অথবা নিজের কাছে গচ্ছিতও রাখতে পারে বা ব্যাংকেও গচ্ছিত রাখতে পারে। স্ত্রীর মোহ্‌রানার অর্থ- সম্পদে স্বামীর কোনো অধিকার নেই। এ অর্থ- সম্পদ কাজে লাগিয়ে স্ত্রী যদি বিশাল বিপুল অর্থ- সম্পদের মালিকও হয়, তবুও এতে স্বামীর কোনো অংশ ধার্য্য হবে না।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা বাস্তব সত্য যে, বর্তমান নামধারী মুসলমানদের মধ্যে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় রূপ নিয়েছে। ইসলামের নির্দেশ অমান্য করে বিয়ের সময় পাত্রী পক্ষের কাছ থেকেই পাত্রপক্ষ বিপুল অর্থ- সম্পদ আদায় করছে। এর নাম যৌতুক এবং যৌতুক গ্রহণ করা ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। পাত্রকে গড়ে তুলতে পাত্রের অভিভাবকের যেমন অর্থ- সম্পদ ব্যয় হয়, তেমনি ব্যয় হয় পাত্রীকে গড়ে তুলতে। কোনো কোনো পাত্রের অভিভাবক পাত্রের বিয়ের সময় পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে সকল ব্যয় কড়ায়- গন্ডায় আদায় করে নিবে, এই মনোভাব নিয়েই পাত্রের পেছনে অর্থ ব্যয় করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এই ঘৃণ্য মানসিকতাকে নিন্দনীয় ঘোষণা করা হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে মুসলিম মন- মানসের পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং বিশেষ করে এ বিষয়ে নারীদেরকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ প্রদর্শনী মূলকভাবে বিপুল অঙ্কের অর্থ মোহ্‌রানা ধার্য্য করে বটে, কিন্তু পরিশোধ করে না। পাত্রীর পক্ষ থেকেও তা পরিশোধ করার জন্যে তাগাদা দেয়া হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে তাগাদা দিলে পাত্রীর ওপর নেমে আসে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন। পুরুষের সমান অধিকারের নামে একশ্রেণীর নারীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করলেও ইসলাম তাদেরকে যে ন্যায্য অধিকার দিয়েছে এ বিষয়ে তারা মুখ খোলে না। নারীর সুখ-দুঃখ দেখার নামে ইসলাম বিদ্বেষীদের অর্থে ব্যাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র বহু সংখ্য নারী সংগঠন গজিয়েছে। পর্দানশীন নারীকে কিভাবে পর্দার বাইরে আনা যায়, নম্র, ভদ্র ও লজ্জাবনত তরুণীদেরকে কিভাবে লজ্জাহীন করে অগণিত পুরুষের কামনা তাড়িত দৃষ্টির সম্মুখে অশ্লীল অঙ্গিভঙ্গী প্রদর্শন করে নাচানো যায়, পরনের পোশাক আরো কতটা খাটো করা যায়, অবাধে কিভাবে রূপ- যৌবন ভোগ করা যায় ইত্যাদি হলো তাদের গবেষণার বিষয় এবং এসব বিষয়ে তারা নারীদের সচেতন করার প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকেন। সমঅধিকারের নামে নারীকে ব্যবসার পণ্য বানানোর পক্ষে গলদঘর্ম হলেও তারা নারীর ন্যায্য অধিকারের পক্ষে এবং যৌতুকের বিরুদ্ধে তেমন সোচ্চার ভূমিকা পালন করে না।

নারী প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইসলাম তাদেরকে যে ন্যায্য পাওনা দিয়েছে, তা আদায়ের জন্যে পশ্চিমা সভ্যতা বাস্তবায়নে অঙ্গিকারাবদ্ধ তথাকথিত এসব নারী

www.pathagar.com

সংগঠন কোনো কর্মসূচী দেয়া দূরে থাক 'টু' শব্দ পর্যন্ত করে না। যৌতুক শব্দকে প্রচ্ছন্ন রেখে 'পাত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিছুটা সাহায্য করুন' অথবা 'নতুন সংসার গড়বে, সংসারটি সাজিয়ে দিন' এসব কথা বলে পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে কৌশলে বিপুল অর্থ- সম্পদ হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। অবস্থা বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পিতামাতার রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। অথবা কন্যা ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই পিতামাতা ব্যাংকে কন্যার নামে অর্থ জমা করতে থাকেন। এসবের বিরুদ্ধে সমঅধিকারের দাবীদারদের মুখ থেকে একটি শব্দও বের হয় না।

প্রতিবেশী দেশ ভারতে যৌতুকের অভিশাপ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, গর্ভধারণ করার সাথে সাথে ভ্রুণ কন্যা না পুত্র তা পরীক্ষা করা হয়। মেডিক্যাল সাইন্স যদি ভ্রুণকে কন্যা হিসেবে চিহ্নিত করে, তাহলে তৎক্ষণাত গর্ভপাত ঘটানো হয়। গর্ভ পরীক্ষা করার সুযোগ যারা পায় না তাদের কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে গোপনে হত্যা করা হয়। গত এপ্রিল ২০০৮ এ এক পরিসংখ্যান দেখা গিয়েছে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। কারণ ভারতে প্রতি বছর প্রায় দেড় মিলিয়ন কন্যা ভ্রণ হত্যা করা হয়। সেখানে বিয়ের কনে পাওয়াই দুরুহ হয়ে উঠেছে এবং এ ব্যাপারে উক্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী মনোমহন সিং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলে পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হয়েছে।

পুরস্কার ও শাস্তি লাভের ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার

সৎকাজের পুরস্কার বা বিনিময় ইসলাম পুরুষের তুলনায় নারীকে ক্ষেত্র বিশেষে বেশী দিয়েছে। যেমন প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের ময়দানে যৌক্তিক কারণে নারী যদি অংশ গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে বাড়িতে অবস্থান করে নারী মহান আল্লাহর কাছে বিনিময় লাভ করবে। কিন্তু একজন পুরুষকে যুদ্ধের ময়দানে অংশগ্রহণ করতে হবে তারপর সে বিনিময় লাভ করবে। সন্তান গর্ভে থাকার কারণে যে রাতগুলো নারী ঘুমাতে পারে না, নির্ঘুম রাত অতিবাহিত করার কারণে নারী সারা রাত জেগে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের সওয়াব পায়। গর্ভে সন্তান ধারণ, প্রসব করা, দুধ পান করানো এবং সন্তান প্রতিপালনের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিপুল বিনিময় নারীকে দেয়া হবে, তা থেকে পুরুষরা বঞ্চিত।

মুমিন নারী- পুরুষকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সমমর্যাদায় অভিষিক্ত করে একে অপরের বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, 'মুমিন নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজে নিষেধ করে, নামাজ

www.pathagar.com

আদায় করে, যাকাত দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা এবং রাসূলের আনুগত্য করে, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা দয়া পরবশ হবেন।' (সূরা তাওবা- ৭১)

উল্লেখিত আয়াতে বেশ কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। মুমিন নারী-পুরুষ একে অপরের বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সমাজ, সভ্যতা- সংস্কৃতি গড়ার ক্ষেত্রে এককভাবে পুরুষকে ক্ষমতা দেয়া হয়নি। মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের যৌথ প্রচেষ্টায়, শ্রমে ও মেধায় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা- সংস্কৃতি বিনির্মাণ করবে। দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এ কাজ করতে গিয়ে যা কিছু শুভ সুন্দর তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে উভয়ে যৌথভাবে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবে। আর যা কিছু অশুভ অসুন্দর তা সমাজ ও দেশ থেকে মূলোৎপাটন করার কাজেও অনুরূপ ভূমিকা পালন করবে। উভয়ে নিজ প্রতিপালকের দাসত্বের যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার লক্ষ্যে নামাজ আদায় করবে এবং সম্পদের অধিকারী হলে যাকাত দান করবে। এই কাজগুলো যদি তারা করেন তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন।

আমরা বিনয়ের সাথে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের দাবীদারদের কাছে প্রশ্ন রাখছি, লক্ষ্য করুন তো- উল্লেখিত আয়াতে ইসলাম কি নারী-পুরুষকে সমঅধিকার দিয়ে একই কাতারে দাঁড় করায়নি? বিষয়টি তো এমন নয় যে, নারীর কাজে এক ধরণের বিনিময় এবং পুরুষের কাজে আরেক ধরণের বিনিময় দেয়া হবে। বরং উভয়ের কাজে সমান বিনিময় দেয়া হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষ বা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা একে অপরের অংশ।' (সূরা আলে ইমরাণ- ১৯৫)

নারী ও পুরুষ সৎকাজ করলে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে উভয়কেই বিনিময় হিসেবে জান্নাত দানে ধন্য করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'নারী বা পুরুষ কেউ সৎকাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি এক অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।' (সূরা আন নিসা-১২৪)

ইসলাম নারী ও পুরুষের জন্যে সৎকাজের বিনিময় দেয়ার ক্ষেত্রে একই ধরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘোষণা করেছে, 'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।' (সূরা তাওবা- ৭২)

অজ্ঞতার কারণে কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকেন, আল্লাহ তা'য়ালা পরকালে জান্নাতী পুরুষদের তো হুর দিবেন, কিন্তু জান্নাতী নারীদেরকে কি দিবেন?

যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই জান্নাত লাভের অধিকারী হয়, তাহলে তারা যদি পৃথিবীর অনুরূপ জান্নাতেও একে অপরের সঙ্গী হতে চায় তাহলে তারা তাই লাভ করবেন।

www.pathagar.com

আর একে অপরকে যদি না চায় তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উভয়কেই নতুন সঙ্গী দান করবেন। কোরআন- হাদীসে জান্নাতীদের জন্যে যে 'হুর' এর কথা বলা হয়েছে, এর এক অর্থ হলো সঙ্গী।

আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ একজন জান্নাতী হলে তাদেরকে অবশ্যই সঙ্গী দেয়া হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, যে সকল নারী-পুরুষ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করবেন, তারা জান্নাতে যা চাইবেন তাই পাবেন। জান্নাতে চাওয়ার তো প্রয়োজন হবে না, মনের মধ্যে যে ইচ্ছা জাগ্রত হবে তাই জান্নাতীরা পাবেন।

সুতরাং হাস্যকর বালখিল্য প্রশ্ন তুলে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার হীন প্রচেষ্টা পরিহার করে প্রকৃত সত্য জানা ও বুঝার চেষ্টা করলে এর মধ্যেই দেশ ও জাতির মঙ্গল নিহিত রয়েছে। নারী ও পুরুষ কাউকেই কোনো দিক থেকেই ইসলাম বঞ্চিত করেনি। সকলকেই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা, যিনি সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির প্রতি তিনিই সর্বাধিক যত্নবান, মমতা তাঁরই বেশী। নারী- পুরুষ তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সবথেকে বেশী ভালো জানেন কাকে কতটুকু অধিকার দিতে হবে। তিনিই সবথেকে বড় ইনসাফকারী এবং তিনি নারী-পুরুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, মুমিন পুরুষ, মুমিন নারী, আনুগত্য পরায়ণ পুরুষ এবং আনুগত্য পরায়ণ নারী, সত্যবাদী পুরুষ এবং সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ এবং ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ এবং বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ এবং দানশীল নারী, রোজাদার পুরুষ এবং রোজাদার নারী, যৌন অঙ্গসমূহের সংরক্ষণকারী পুরুষ এবং এসব অঙ্গের সংরক্ষণকারী নারী, সর্বোপরি আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ এবং স্মরণকারী নারী, নিঃসন্দেহে এদের জন্যে আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন।' (সূরা আল আহ্যাব- ৩৫)

ইসলাম সৎকাজের বিনিময় প্রদানের ক্ষেত্রে নারী- পুরুষকে ন্যায্য অধিকার দান করেছে। উভয়েরই যে কেউ অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হলে শাস্তির ক্ষেত্রেও ন্যায্য দন্ড প্রয়োগ করেছে। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে, 'আল্লাহ তা'য়ালা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং কাফিরদের জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেখানে তারা চিরকাল ধরে জ্বলতে থাকবে।' (সূরা তাওবা- ৬৮)

সুতরাং ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে এ কথা বলে যারা সমঅধিকারের নামে মুসলিম পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে চায়, বিয়ে প্রথা বিলুপ্ত করে সমগ্র জাতিকে

www.pathagar.com

ব্যভিচারে লিপ্ত করতে চায়, অবাধ যেনা- ব্যভিচার ও গর্ভপাতের অধিকার চায় তারা মানবতার দুশমন। এদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে সকলের উচিত ইসলাম যাকে যে অধিকার দিয়েছে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানো।

সমাজ সংস্থার সদস্যা হিসেবে নারীর অধিকার

নর-নারী উভয়ের প্রত্যক্ষ অবদানেই এই পৃথিবীর মানব সভ্যতা সচল রয়েছে। মানব বংশবৃদ্ধি করণে একা নর বা নারী কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে উভয়েরই অবদান রয়েছে এবং সর্বাধিক ত্যাগ- তিতীক্ষা বরণ করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে নারী। বিশ্বের সকল নামী-দামী ব্যক্তিত্ব নারীর গর্ভেই অস্তিত্ব লাভ করেছে, নারীই তাকে প্রসব করেছে এবং নারীর কোমল কোলেই সে লালিত পালিত হয়েছে। নারী বৃদ্ধি করেছে মানব সম্প্রদায়ের সম্মান- মর্যাদা। এ জন্যে সমগ্র মানবতাই নারীর কাছে চিরকালের জন্য ঋণী। নারীকে ঘৃণা করে বা তাকে অবহেলিত দৃষ্টিতে দেখে কোনো সমাজ উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারেনি।

মানব সন্তান লালন- পালনে যার অবদান সবথেকে বেশী সেই নারী অবশ্যই সমাজে তার যোগ্যতা অনুযায়ী অবদান রাখবে। নারী যেনো তাঁর অর্জিত জ্ঞান এবং যোগ্যতা প্রয়োগ করে সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে পারে এ জন্যে ক্ষেত্রও প্রস্তুত করতে হবে। হযরত যুবায়ের (রাঃ) এর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) নিজ আবাসস্থল থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে তাঁর স্বামীর খেজুর বাগান পরিচর্যায় যেতেন। হযরত আসমা বিনতে মুহারিমা (রাঃ) নামক এক মহিলা সাহাবী আতরের ব্যবসায়ী ছিলেন। হযরত উমরা বিনতে তাবজা (রাঃ) নামক আরেক মহিলা সাহাবী সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ক্রয় করার জন্যে স্বয়ং বাজারে যেতেন। হযরত উমার (রাঃ) এর খেলাফত কালে তিনি শিফা (রাঃ) নামক একজন মহিলা সাহাবীর প্রতি বাজার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। (বোখারী, আবু দাউদ, ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম, আল ইস্তিয়াব)

তাঁরা অবশ্যই পর্দার হক আদায় করেই সমাজ সংস্থার সদস্যা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বর্তমানেও নারীকে ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। দেশ ও জাতির উন্নয়নের নামে নারীকে তাঁর যোগ্যস্থান থেকে বের করে এনে পুরুষদের কামনা- বাসনা পূরণের উপকরণে পরিণত করার পথও ইসলাম রুদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম পর্দার ব্যবস্থা করে নারীকে তাঁর যোগ্যস্থানে রেখে তাঁর কাছ থেকে খেদমত গ্রহণ করেছে। ইসলামের স্বর্ণালী যুগে মহিলা সাহাবীগণ সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আল্লাহ

www.pathagar.com

তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে মুমিন নারী ও পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'মুমিন নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজে নিষেধ করে।' (সূরা তাওবা- ৭১)

মুমিন নারী সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। এই কাজ দুটো করতে হলে অবশ্যই কতৃত্বের পদে আসীন থাকতে হয় বা এমন ক্ষমতা অর্জন করতে হয়, যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমাজ থেকে চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, অন্যায়- অবিচার, শোষণ- বঞ্চনা, প্রতারণা, জুলুম- অত্যাচার, যেনা- ব্যভিচার, দস্যুপনা, ছিনতাই- রাহাজানি, খুন, দাঙ্গা- ফাসাদ, লজ্জাহীনতা, নগ্নতা- অশ্লীলতা ইত্যাদির মূলোৎপাটন করা যায়। অপরদিকে শুভ সুন্দর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণকর কর্ম বিকশিত করার জন্যেও কর্তৃত্ব প্রয়োজন। এ জন্যে নারীকে সেই যোগ্যতা অর্জন করে কর্তৃত্বের পদে আসীন হতে হবে এবং শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমাজকে সুন্দর সাজে সজ্জিত করবে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, 'তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

নারী তার অর্জিত জ্ঞান ও যোগ্যতা কোন্ কাজে লাগিয়েছে, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে তা কিভাবে ব্যবহার করেছে সর্বোপরি আদর্শ নাগরিক গড়ার ব্যাপারে তারা কি ভূমিকা পালন করেছে, এ ব্যাপারে তাদেরকে অবশ্যই আদালতে আখিরাতে জবাবদীহী করতে হবে। তবে নারী তার নিরাপদ স্থানে থেকে ভূমিকা পালন করবে এবং পুরুষও তার জন্য নির্ধারিত স্থানে থেকে ভূমিকা পালন করবে। নারী- পুরুষ পাশাপাশি অবস্থান করে সুন্দর কিছু গড়তে গিয়ে ভাঙ্গন এবং বিপর্যয়ই অধিক সৃষ্টি করবে। মানব সভ্যতার অতীত ইতিহাস এবং বর্তমানে পশ্চিমা সভ্যতা এ কথার সাক্ষী, কর্মক্ষেত্র পৃথক না করে একত্রে কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে সর্বক্ষেত্রেই নারী একশ্রেণীর পুরুষ কর্তৃক নানাভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে।

জাতীয় প্রতিরক্ষায় নারীর অধিকার

দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, দেশের আইন- শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, দেশে শান্তি ও স্থিতিশীল পরিস্থিতি বজায় রেখে মুসলিম হিসেবে নিজের আদর্শ ও ঈমান- আকিদার প্রতি নিরাপত্তামূলক দৃষ্টি দিয়ে দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নারী-পুরুষ সকলের। নবী করীম (সাঃ) এর যুগে মহিলা সাহাবীগণ ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়- অপরাধ

www.pathagar.com

প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। দেশের প্রত্যেক ইঞ্চি ভূমি মুসলমানদের কাছে পবিত্র এবং সিজদার স্থান। দেশকে রক্ষার প্রয়োজনে মুসলিম নারীগণ সে যুগেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

পরিবার প্রথা, বিয়ে ও নৈতিকতায় অবিশ্বাসী বিপথগামী একশ্রেণীর মহিলারা পশ্চিমা প্রভুদের ইশারায় এদেশে মুসলিম নারীদের চরিত্র হনন করার কাজে লিপ্ত। ইতোমধ্যেই বহু সহজ- সরল নারী এদের হীন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছে। নানা উপলক্ষ্যে এসব বিপথগামী নারীদের প্রাকাশ্যে রাজপথে নামিয়ে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করানো হয়, বহু সাধারণ মানুষ এদের হাতে আহত হয়েছে। পুলিশকে পর্যন্ত এরা মারত্মকভাবে আহত করে হাসাপাতালে পাঠিয়েছে। গত ২৮শে অক্টোবর ২০০৭ সালে বিপথগামী নারীদের হাতে লগি-বৈঠা দিয়ে রাস্তায় নামানো হয়েছিলো। তারা প্রকাশ্যে পথচারী মানুষকে আহত করাসহ জাতীয় সম্পদের ক্ষতি সাধন করেছে। দেশ- বিদেশের পত্র-পত্রিকায় তাদের জংলী তান্ডবের সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। এতে করে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমান সময়ে নারী সমাজের কলঙ্ক এসব দুষ্টক্ষত এবং নারী অপরাধীদের দমন করে দেশকে স্থিতিশীল রাখার জন্যে সুদক্ষ নারী বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা পূর্বের তুলনায় বেশী অনুভূত হচ্ছে। অপরাধী গোষ্ঠী নারী এবং শিশু- কিশোরদের মধ্যেও অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টিতে সফল হয়েছে। বহুমাত্রিক সমস্যায় দেশ ও জাতিকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে অক্টোপাশের মতোই জড়িয়ে ধরেছে। এ ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষা, সমাজকে মাদকমুক্ত করা, দুর্নীতি প্রতিরোধসহ নানামুখী অপরাধ দমনে শুধুমাত্র পুরুষদের দ্বারা গঠিত বাহিনী দিয়ে সম্ভব নয়।

পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী যে নারী বাহিনী গঠিত হবে, তাদের কর্মক্ষেত্রও হবে পৃথক এবং তাদের ইজ্জত- আব্রু রক্ষা করে নারীদের দ্বারা প্রশিক্ষণ এবং দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে যোগ্য নারীদেরকে অস্ত্র পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রয়োজনের সময় যেনো তাঁরা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অবদান রাখতে পারে। নবী করীম (সাঃ) এর সাথে নারীরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। আহত সৈন্যদের পানি পান করানো, ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধা, নিহত ও আহতদের স্থানান্তরিত করা, সৈনিকদের খাদ্য প্রস্তুত করার কাজ যেমন তাঁরা করেছেন, তেমনি প্রয়োজনের সময় অস্ত্র হাতে শত্রু বাহিনীর মোকাবেলাও করেছেন।

হযরত উম্মে আতিয়া আনসারী (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) এর সাথে সাতটি যুদ্ধে যোগ দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হুনাইনের যুদ্ধে হযরত উম্মে সুলাইম

www.pathagar.com

(রাঃ) তরবারী হাতে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিপক্ষের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন। নবী করীম (সাঃ) এর পরে সারা দুনিয়ার মধ্যে অদ্বিতীয় জেনারেল সমরবিদ হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর বোন হযরত খাওলা (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানে রোমকদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছেন।

জাতীয় উন্নয়নে নারীর অধিকার

দেশের অর্থনীতি গতিশীল রাখতে হলে নারী- পুরুষ উভয়কেই যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষাঙ্গন, কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা, হাসপাতাল, অফিস-আদালতসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে নারী তার জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, শ্রম-মেধা প্রয়োগ করে দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাবে। নারী শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ডক্টর, টেকনিশিয়ান ইত্যাদি হবে, ব্যবসা- বাণিজ্যসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবে, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'আদর্শ মানব গড়ার কারিগর' হবে, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকতা করবে এবং প্রশাসনে প্রয়োজনীয় স্থানে অবদান রাখবে।

তবে নারীর কর্মক্ষেত্র হবে পৃথক, পশ্চিমা সভ্যতার অনুকরণে নারী- পুরুষ একত্রে পাশাপাশি অবস্থান করে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলবে, এ সুযোগ ইসলামে নেই। কর্মক্ষেত্রে বা অন্যত্র নারী- পুরুষ যেখানেই পাশাপাশি অবস্থান করছে, সেখানেই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। পরস্পরে আলাপচারিতা, দৃষ্টি বিনিময়, মন দেয়া- নেয়া ইত্যাদি কারণে কর্মের গতি স্বাভাবিক কারণেই শ্লথ হয়ে যায়। সেই সাথে বিবাহিত নর-নারী পরকিয়ায় জড়িয়ে পড়ার কারণে বহু সংসার ভেঙ্গেছে এবং এখনও ভাঙ্গছে। স্বার্থান্বেষী ও দুশ্চরিত্র একশ্রেণীর পুরুষদের হাতছানির প্রতি বিশ্বাস করে বহু তরুণী তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সতীত্ব হারিয়েছে। বহুল ক্ষেত্রে নারী যৌন নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েও চাকরী হারানো ও সম্মান মর্যাদার ভয়ে তা প্রকাশ করতে পারে না।

একত্রে কাজ করতে গিয়ে বহু নারী ধর্ষিতা হচ্ছে, অনেকে গর্ভবতী হচ্ছে, গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে নারী মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে। প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোয় তদন্ত করলেই এর সততা পাওয়া যাবে। অনেকে প্রেমের নামে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নারীর সর্বনাশ করে দূরে সরে যাচ্ছে। উপায়ন্তর না দেখে নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। বিগত এক বছরের পত্রিকা রিপোর্ট দেখলে দেখা যাবে, কত বিপুল সংখ্যক নারী এ অবস্থার শিকারে পরিণত হয়েছে। এসবই হয়েছে নারী- পুরুষের অবাধ মেলামেশা, শিক্ষাঙ্গনে একত্রে শিক্ষাগ্রহণ এবং একত্রে কর্মক্ষেত্রে কর্মরত থাকার কারণে।

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কলম্বিয়া, কানাডা ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশে যৌন নির্যাতনের এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কর্মক্ষেত্রে শতকরা ৭৩ জন নারী তাদের অতি ঘনিষ্ট সহকর্মীর দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সেনাবাহিনী এবং পুলিশ অন্যান্য বাহিনীতে যে সকল নারী পুরুষদের সাথে কর্মরত রয়েছে, তাদেরও সেই একই অবস্থা। বৃটেন এবং আমেরিকায় এই অবস্থা সবথেকে বেশী ভয়াবহ। পশ্চিমা দেশে প্রতি তিন নারীর দুইজন কিশোরী বয়সেই সহপাঠী অথবা শিক্ষকদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। গীর্জায় কর্মরত নারীরা পাদ্রীদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। পশ্চিমা দেশে ১৬ বছরের কোনো মেয়ে যদি বলে সে কখনো বয়ফ্রেন্ডকে দেহদান করেনি, তাহলে সে বন্ধু-বান্ধবীর কছে উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়। এসবই ঘটেছে নারী-পুরুষের স্বাধীন মেলামেশার কারণে।

বর্তমানে গার্মেন্টস সেক্টরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। যেখানে শুধুমাত্র নারী শ্রমিকের দ্বারা কারখানা পরিচালিত হচ্ছে, আর যেখানে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের দ্বারা সম্মিলিতভাবে কারখানা পরিচালিত হচ্ছে, তদন্ত করলে প্রমানিত হবে- এ দু'য়ের উৎপাদন ক্ষমতা সমান নয়। যেখানে এককভাবে নারী বা পুরুষ কর্মরত রয়েছে সেখানের উৎপাদন অবশ্যই বেশী।

দেশে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সরকারী- বেসরকারী অর্থ ব্যয়ে পরিচালিত হচ্ছে। ইচ্ছে থাকলে তারা অবশ্যই নারীদের জন্যে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন করতে পারতেন। মেধা ও যোগ্যতা সম্পন্ন বহু নারী পৃথক শিক্ষাঙ্গন না থাকার কারণে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছেন। আবার অনেক নারী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার পরও পৃথক কর্মক্ষেত্র না থাকার কারণে জাতি তাদের খেদমত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং সমঅধিকার নয়, নারীকে তাঁর ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দিতে হলে অবশ্যই নারীর জন্যে প্রয়োজনীয় সকল কিছু পৃথক করতে হবে। তাহলে নারীর পক্ষে নিজের সম্মান- মর্যাদা, ঈমান- আকিদা টিকিয়ে রেখে যথাযথভাবে দেশ ও জাতির প্রতি অবদান রাখা সম্ভব হবে।

নারীর একাধিক বিয়ের অধিকার

সমঅধিকারের জিগির যারা তুলেছে, তারা দেশের জনগণের চিন্তা-বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে একত্রে নারীর একের অধিক স্বামী রাখার দাবী প্রকাশ্যে না তুললেও নারীকে লম্পট পুরুষদের যৌন সামগ্রীতে পরিণত করার জন্যে নারীর অবাধ যৌন স্বাধীনতা চায়। ইতোপূর্বেই তাদের পূজনীয় এক মহিলা 'জরায়ুর' স্বাধীনতার দাবী তুলেছিলো। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে উক্ত নারী যে কোনো পুরুষের সন্তান নিজের

www.pathagar.com

জরায়ূতে ধারণ করতে চায়। বাংলাদেশের তাওহীদী জনতা উক্ত নারীকে দেশে স্থান দেয়নি। ভারতের কোলকাতায় আশ্রয় নিয়েও উক্ত নারী সেখানে টিকতে পারেনি। ভারত সরকারও নিকৃষ্ট বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

উক্ত নারীর জঘন্য দাবীর সাথে সুর মিলিয়ে সে সময় বেশ কিছু লোকজন মত প্রকাশ করেছিলো, আর এই সুযোগে এ দেশবাসী জেনেছিলো স্বাধীন জরায়ূর সন্তানের সংখ্যা এদেশে কতটি!

তথাকথিত নারীবাদীরা বলে থাকে, ইসলাম একজন পুরুষকে একত্রে চারজন স্ত্রী রাখার অধিকার দিলেও নারীকে সে অধিকার না দিয়ে তার প্রতি অবিচার করেছে।

এ ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, ইসলাম একজন পুরুষকে চারজন স্ত্রী গ্রহণে উৎসাহিত করেনি, প্রয়োজন হলে পথ খোলা রাখা হয়েছে মাত্র। পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্মে বহু বিবাহের নির্দেশ রয়েছে এবং ঐসব ধর্মের পূজনীয় ব্যক্তিদের অধিকাংশেরই একের অধিক স্ত্রী ছিলো। কারো কারো শতাধিক স্ত্রী ছাড়াও উপপত্নী ছিলো বহু সংখ্যক। কেবল মাত্র ইসলামই বলেছে একটি বিয়ে করো। স্মরণে রাখতে হবে, ইসলামের আদেশ বা নিষেধের ৫টি স্তর রয়েছে। প্রথমটি হলো, আবশ্যকীয় বা বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয়টি হলো প্রশংসিত বা উৎসাহিত। তৃতীয়টি হলো, অনুমোদনীয় বা গ্রহণযোগ্য। চতুর্থটি হলো অপছন্দনীয় বা নিরুৎসাহিত। পঞ্চমটি হলো নিষিদ্ধ বা অবৈধ।

পুরুষের জন্যে একের অধিক বিয়ের বিষয়টি অনুমোদনীয় বা গ্রহণযোগ্য। ইসলাম এ কথা বলেনি যে, তোমরা প্রত্যেকেই চারটি করে বিয়ে করো, এটা করলে বহুত বহুত ফায়দা হবে। বরং বলেছে একটি বিয়ে করো। ইসলাম একথাও বলেনি যে, যে ব্যক্তির একজন স্ত্রী রয়েছে তার তুলনায় একাধিক স্ত্রী যার আছে সে ব্যক্তি উত্তম। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেছেন, 'দুইজন, তিনজন বা চারজনকে বিয়ে করে নাও, কিন্তু তোমাদের যদি এই আশঙ্কা হয় যে, তোমরা একের অধিক হলে তাদের মধ্যে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমাদের জন্যে একজনই যথেষ্ট।' (সূরা আন্ নিসা- ৩)

একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এ জন্যে যে, সকল পুরুষের ক্ষেত্রে একজন মাত্র নারীকে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব হয় না। পশ্চিমা দেশসমূহে যারা বিবাহিত, শুধুমাত্র স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয় বিধায় তারা নিত্য-নতুন গার্লফ্রেন্ডকে সঙ্গী বানায়। নারীও স্বামী থাকার পরও অন্য পুরুষদের বয়ফ্রেন্ড হিসেবে গ্রহণ করে। প্রশ্ন হলো, বৈধভাবে বিয়ের মাধ্যমে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা ভালো না একজন স্ত্রী থাকার পরও বহু সংখ্যক নারীর সাথে ব্যভিচারের সম্পর্ক গড়ে তোলা ভালো?

www.pathagar.com

যেনা- ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করার জন্যেই একের অধিক নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার পথ খোলা রেখে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'মনে রেখো, যৌনতার সীমালংঘন থেকে রক্ষার জন্য এটাই হচ্ছে উত্তম ও সহজতর পন্থা।' (সূরা আন্ নিসা-৩)

চরিত্র নিষ্কলুষ রাখা এবং পরিবারের বন্ধন অটুট রাখা এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ করার জন্যেই ইসলামে একের অধিক স্ত্রী রাখার অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করা হয়েছে, একের অধিক স্ত্রী যাদের রয়েছে তারা যেনো সকলের সাথে ইনসাফ করে। যদি তা না করে তাহলে আদালতে আখিরাতে শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে।

পুরুষ একের অধিক বিয়ে করলে প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভের সন্তানই উক্ত পুরুষের বলে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ পিতৃ পরিচয় ঠিক থাকে, কিন্তু একজন নারী যদি একাধিক স্বামী গ্রহণ করে, তাহলে তার সন্তান কোন্ পিতার পরিচয়ে পরিচিত হবে?

সে নারী কিভাবে তার সন্তানের পিতা হিসেবে কোন্ স্বামীকে সনাক্ত করবে?

একই সময়ে সকল স্বামী যদি সে নারীর প্রয়োজন অনুভব করে, তাহলে উক্ত নারী কোন্ স্বামীকে বঞ্চিত করে কোন্ স্বামীর কাছে যাবে?

একাধিক স্বামী গ্রহণকারিণী নারীর সন্তান কয়জন পিতার নাম বলবে?

একজন পুরুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালন করা সহজ, কিন্তু একজন নারীর পক্ষে একাধিক স্বামীর প্রতি দায়িত্ব পালন কি সম্ভব?

মাত্র কিছু দিন পূর্বে আমেরিকার হলিউডের এক বিখ্যাত নায়িকা জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে মাত্র ২৬ বছর বয়সে বিপুল সম্পদ রেখে আত্মহত্যা করে। উক্ত নায়িকা বিয়ে না করে একত্রে ৭ জন বয়ফ্রেন্ডের সাথে লিভটুগেদার করতো। এতে করে তার গর্ভে একজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং উক্ত কন্যাকে সে এক চাইল্ড হোমে রেখে ব্যয়ভার নিজেই বহন করতে থাকে। মায়ের মৃত্যুর পরে উক্ত কন্যাই মায়ের পরিত্যাক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। এই কন্যা কার অধীনে থাকবে এ প্রশ্ন উঠলে উক্ত নায়িকার ৭জন বয়ফ্রেন্ডই উক্ত কন্যাকে নিজের সন্তান বলে দাবী করে। কারণ কন্যাকে যে ব্যক্তি নিজের কাছে রাখতে পারবে সে ব্যক্তির অধীনেই নায়িকার রেখে যাওয়া বিপুল সম্পদ থাকবে। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং আদালতই উক্ত কন্যার পিতৃত্ব নির্ধারণ করবে। এখন পর্যন্ত বিষয়টির সুরাহা হয়নি।

একজন নারী যদি বহু স্বামী গ্রহণ করে তাহলে উক্ত ধরণের সমস্যাসহ আরো নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব ঘটবে এবং এতে মানবিক ও সামাজিক বিপর্যয় দেখা

www.pathagar.com

দিবে। এ কথা বাস্তব সত্য যে, পৃথিবীতে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা কম। এরপর যুদ্ধে এবং নানা ধরণের কঠিন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পুরুষরা অধিক সংখ্যক মৃত্যুবরণ করে। পৃথিবীতে শিশু মৃত্যুর হারও কন্যার তুলনায় পুত্রের বেশী, কারণ পুত্র শিশুর তুলনায় কন্যা শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী। নারীর তুলনায় পুরুষের গড় আয়ূ কম এবং পুরুষের মৃত্যুর হার বেশী এবং পৃথিবীতে বিধবার সংখ্যাও বেশী। আমেরিকায় পুরুষের তুলনায় নারীরসংখ্যা ৮ মিলিয়ন বেশী, শুধু নিউইয়র্ক সিটিতেই পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা এক মিলিয়ন বেশী। বৃটেনে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা প্রায় ৫ মিলিয়ন বেশী। রাশিয়ায় পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা প্রায় ১০ মিলিয়ন বেশী। জার্মানীতে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় প্রায় ৬ মিলিয়ন বেশী। এরপরও পশ্চিমা বিশ্বে রয়েছে সমকামী। যাদের সংখ্যা শুধু আমেরিকাতেই ২৬ মিলিয়ন। এরা নারীদের বিয়ে না করে এক পুরুষ আরেক পুরুষকে বিয়ে করে।

শুধু আমেরিকাতেই একজন পুরুষ যদি একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে সেখানে ৩০ মিলিয়ন নারীর ভাগ্যে স্বামী জুটবে না। ঠিক একইভাবে বৃটেনে ৪ মিলিয়ন নারী স্বামী পাবে না, রাশিয়ায় ১০ মিলিয়ন নারী স্বামী পাবে না, জার্মানে ৬ মিলিয়ন নারী স্বামী পাবে না। পুরুষের পক্ষে যদি একাধিক বিয়ের অনুমোদন না থাকে, তাহলে বিশ্বের অতিরিক্ত নারীর ভাগ্যে কি ঘটবে?

এ ক্ষেত্রে স্বামী না পাওয়া নারীদের জন্যে মাত্র দুটো পথ উন্মুক্ত থাকে, যার একটি সম্মানজনক আরেকটি অত্যন্ত ঘৃণিত। স্বামী না পাওয়া নারী বিবাহিত পুরুষের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একজনের স্ত্রী পরিচয়ে নিজের সম্মান- মর্যাদা রক্ষা করে ইজ্জত আব্রুর সাথে জীবন যাপন করবে। এ ক্ষেত্রে সতীন থাকলেও সে নারী থাকবে সুরক্ষিত এবং নিরাপদ। দ্বিতীয় পথটি হলো, সে নারী নিজেকে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত করবে। নারীর সম্মান- মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তাকে গণসম্পত্তি হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্যেই ইসলাম পুরুষের জন্যে একাধিক বিয়ের পথ উন্মুক্ত রেখেছে এবং নারীর একত্রে একাধিক স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে।

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে নারী

ইসলাম নারীর প্রতি এই পৃথিবীর সর্বাধিক কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করেছে। নারীকে অর্থোপার্জনে বাধ্য করা হয়নি। পুরুষকে অর্থোপার্জনে বাধ্য করা হয়েছে ফলে পুরুষ অর্থ- সম্পদ উপার্জনের লক্ষ্যে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়ায় এবং বহু কষ্টে প্রবাস জীবন- যাপন করে। পুরুষকে অত্যন্ত জটিল সমস্যার মোকাবেলা করে অর্থোপার্জন করতে হয়। ইসলাম পুরুষকে এসব জটিল কাজে বাধ্য করলেও নারীকে এসব ঝামেলায় জড়াতে বাধ্য করেনি বরং নিরুৎসাহিত করেছে।

www.pathagar.com

কিন্তু সবথেকে যে কঠিন কাজটি নারীকে করতে বাধ্য করেছে তাহলো, আদর্শ মানব তথা সুনাগরিক গড়া। মা হলো আদর্শ মানব এবং সুনাগরিক গড়ার কারখানা। কেবলমাত্র একজন সুশিক্ষিত ও সচেতন মা-ই পারে তার সন্তানকে সভ্য, নম্র, বিনয়ী, চরিত্রবান, গর্ব- অহঙ্কার মুক্ত, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী, দেশ প্রেমিক ও মানব দরদী হিসেবে গড়ে তুলতে। মা নামক এই কারখানা থেকে যদি আদর্শ মানব সমাজ ও দেশে সরবরাহ করা হয়, তাহলে সে সমাজ, দেশ ও জাতি হবে দুর্নীতি মুক্ত, শোষণ মুক্ত, ভীতিহীন নিরাপত্তপূর্ণ আদর্শ মানব সমাজ।

দেশ ও জাতিকে দুর্নীতির কলুষ মুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত এবং ইনসাফে পরিপূর্ণ করতে হলে নারী জাতিকে কোরআন- হাদীসের ভিত্তিতে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। এ ধরণের মায়েদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও পরম আদরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যেসব নাগরিক তৈরী হবে তারাই দেশকে অত্যন্ত দ্রুত উন্নতির উচ্চ সোপানে পৌঁছে দিবে।

সুতরাং অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে হলে পুরুষদের পাশাপাশি নারী সমাজকেও অগ্রসর করাতে হবে। শিক্ষাকে গণমুখী করে কোরআন-হাদীসের আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং এই শিক্ষাকে করতে হবে সহজ লব্ধ ও ব্যয়হীন। পৃথিবীতে যে দুটো জিনিস সবথেকে সহজলভ্য করা প্রয়োজন ছিলো, তাহলো একটি শিক্ষা ও অপরটি চিকিৎসা। কিন্তু তা না করে মানব সম্পদ উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উক্ত বিষয় দুটোকে করা হয়েছে সবথেকে বেশী জটিল এবং ব্যয়বহুল।

বিলাস সামগ্রী এবং মারণাস্ত্রের উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে মানুষের একান্ত প্রয়োজনের দিকসমূহের ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র থেকে শুরু করে ভারতীয় উপমহাদেশের পরাধীনতার পূর্ব পর্যন্তও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিচারপ্রার্থীর জন্য বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ খরচ মুক্ত ছিলো। শিক্ষার্থীর শিক্ষার উপকরণসহ তার পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র সরবরাহ করতো। ৬০- ৭০ এর দশকেও স্কুলগুলোয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দুধ, ঘী ও নানা ধরণের রোগের প্রতিষেধক বিনামূল্যে দেয়া হতো। সুতরাং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বন্ধ করে, কম গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্যয় কমিয়ে প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়ে হলেও শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। কোরআন- হাদীসের ভিত্তিতে রচিত শিক্ষা নারীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার ঘটিয়ে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলে তাদের অধিকারের জন্যে নিত্য- নতুন কোনো আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হবে না, নিজের অধিকার তারা নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করবে। সেই সাথে তাঁরা দেশ ও জাতিকে আদর্শ নাগরিক সরবরাহ করে দেশকে যে কোনো ধরণের অনাচার থেকে মুক্ত রাখার কঠিন দায়িত্বও পালন করতে পারবে।

www.pathagar.com

উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধপূজারীরা আরেকটি হাস্যকর অভিযোগ তুলে থাকেন যে, পুত্র সন্তানের তুলনায় কন্যা সন্তানকে পিতার সম্পত্তি অর্ধেক দিয়ে এবং দুইজন নারীর সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান করে ইসলাম নারীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করেছে। এসব দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন অন্ধদের অবস্থা হয়েছে 'কলুর বলদের' অনুরূপ। চোখে তারা পাশ্চাত্যের ঠুলি পরে ইসলামকে দেখে থাকে। ইসলাম পিতার সম্পদে পুত্রের তুলনায় কন্যাকে অর্ধেক দিয়েছে এ কথা অবশ্যই সত্য, কিন্তু কেনো অর্ধেক দিয়েছে এবং এর মুল কারণ সম্পর্কে কি কখনো তারা নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে দেখেছেন? পূর্বের বদ্ধমূল ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে উত্তরাধিকারের উক্ত বিষয় সম্পর্কে যদি তারা চিন্তা করতেন, তাহলে এ দাবী তুলতে বাধ্য হতেন যে, আমরাও নারীর অনুরূপ অধিকার চাই। গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা আলোচনা করতে চাই।

একটি বিষয় স্পষ্ট যে, পৃথিবীতে ইসলাম ব্যতীত ধর্মের নামে প্রচলিত যে সকল মত ও পথ রয়েছে, এর কোনো একটিতেও তার অনুসারী নারীদেরকে উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সম্পদ লাভের অধিকার দেয়া হয়নি। হিন্দু আইনে যে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে, তাতে করে একজন নারীর পক্ষে উত্তরাধিকারিণী হিসেবে সম্পদ লাভ করা অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার। বৌদ্ধ, জৈন, ও শিখ সম্প্রদায়ে পৃথক উত্তরাধিকার আইন নেই। ভারতীয় বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার ভারতীয় হিন্দু আইনে শাসিত ও আওতাভুক্ত বলে এসব ধর্মের অনুসারী নারীদের পক্ষেও সম্পদের অধিকারিণী হওয়া প্রায় অসম্ভব। ইয়াহূদী ধর্মেও নারীকে উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়নি। খৃষ্টীয় আদর্শ হিসেবে বর্তমানে যা প্রচলিত রয়েছে সেখানেও উত্তরাধিকার আইনে নারীর প্রতি ইনসাফ করা হয়নি। ফরাসী আইনে বিবাহিত নারীরা ১৯৬৫ সালের পূর্বে আইনগত ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত ছিলো না। পশ্চিমা দেশসমূহে মাত্র কিছু দিন পূর্বে নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

অথচ ইসলাম নারীকে সার্বিক দিক দিয়ে সম্মান- মর্যাদা প্রদর্শন ও তাঁর ন্যায্য অধিকার দিয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে। যেসব দেশ মাত্র বিগত দেড় শতাব্দী পূর্বে মানবাধিকার, নারীর অধিকার, সভ্যতা- সংস্কৃতি ও জ্ঞান- বিজ্ঞানের সাথে পরিচিতি লাভ করেছে, তারাই নারীর সমঅধিকারের জিগির তুলে নারীকে সম্মান মর্যাদার আসন থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে যৌনদাসীতে পরিণত করেছে। কেড়ে নিয়েছে

www.pathagar.com

তাদের কাছ থেকে সম্মান- মর্যাদা ও ইজ্জত আব্রু রক্ষার অধিকার। নারীকে করেছে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত এবং সন্তানকে মায়ের স্নেহের পরশ থেকে বঞ্চিত করে শিশু অধিকারের প্রতি বিদ্রুপ করেছে।

ইসলাম কন্যা সন্তান এবং পুত্র সন্তানের দায়িত্বের পরিধি অনুযায়ী পৈতৃক সম্পদে কন্যা ও পুত্র সন্তানের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। পবিত্র কোরআনে সম্পদে যাদের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র চারজন পুরুষ এবং অবশিষ্ট আটজনই নারী। ইসলাম কন্যার অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যা কেবলমাত্র কন্যাগণই পাবে। অথচ একই মাতাপিতার সন্তান হবার পরেও পবিত্র কোরআনে পুত্রের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়ে তাদেরকে 'যাবিল ফুরুজ' এর অন্তর্ভুক্ত না করে 'আসাবা' হিসেবে রাখা হয়েছে। 'যাবিল ফুরুজ' বলতে তাদেরকেই বুঝায় যাদের জন্য অংশ নির্ধারিত এবং নির্ধারিত অংশ পাবার পরও অবশিষ্ট সম্পত্তি যারা পায়। 'যাবিল ফুরুজ' বর্তমান না থাকলে যারা সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী হয় তাদেকে 'আসাবা' বলা হয়। ইসলাম উত্তরাধিকার আইনে পুত্রের অংশ পাবার ব্যাপারে কন্যার অংশকেই প্রকৃত ভিত্তি হিসেবে সাব্যস্ত করে পুত্রের তুলনায় কন্যার অধিকারকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

পবিত্র কোরআনের সূরা নিসায় উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইনে যা কিছু বলা হয়েছে তাতে দেখা যায়, নারী কোনো ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা বেশী পায়, কখনো কম পায় আবার কখনো সমান পায়। যেমন পিতার ইন্তেকালের পর পুত্র দুই ভাগ পেলে কন্যা পায় এক ভাগ। আবার সন্তানের সম্পত্তিতে মাতাপিতা উভয়েই এক এর ছয় ভাগ পায়। এক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমান অংশ পায়। ভাইবোন দূরবর্তী কোনো আত্মীয়ের উত্তরাধিকার হলে উভয়ে এক এর ছয় ভাগ পায় অর্থাৎ সমান অংশ পায়। আবার সন্তান যদি শুধু মাত্র কন্যা ও পিতাকে রেখে ইন্তেকাল করে, তাহলে পিতার সম্পদে কন্যা পায় এক এর দুই অংশ এবং পিতা পায় এক এর ছয় অংশ।

প্রশ্ন সমঅধিকারের নয়, ইনসাফের। কি পরিমাণ সম্পত্তি কে কতটুকু পেলো আর কে পেলো না, এ দ্বারা কারো সম্মান- মর্যাদা নির্ণয় করা হয় না। দৃষ্টি দিতে হবে ন্যায্য পাওনা ও দায়িত্বভারের দিকে। ইসলাম নারীর প্রতি কোনো কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করেনি। যা কিছু তা পুরুষের কাঁধে অর্পিত হয়েছে। দৈহিক গঠন, দেহের অভ্যন্তরীণ অবস্থা, মানসিক শক্তি ইত্যাদি কারণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নারী পুরুষের তুলনায় দুর্বল এবং এসব কারণেই নারীকে দূরহ বোঝা বহন থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। যে ওজনের বোঝা বহন করার জন্যে একজন বা দুইজন পুরুষই যথেষ্ট, তা একজন বা তিন চারজন নারীর পক্ষে দৈহিক কারণেই সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

দশজন নারীকে প্রহরা দেয়ার জন্যে দুইজন পুরুষ যথেষ্ট হলেও দশজন পুরুষকে প্রহরা দেয়ার জন্যে পাঁচজন নারী যথেষ্ট নয়। শত্রুদল কর্তৃক নারীদের আক্রমণ আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকলে সেখানে নারী ব্যতীত পুরুষ যদি না থাকে, তাহলে তাদের নিরাপত্তার জন্যে যতজন পুরুষ আক্রামণকারী থাকে সমসংখ্যক নারী দেয়া হবে না। বরং কয়েকগুণ বেশী সংখ্যক নারীকে নিরাপত্তার জন্যে দেয়া হবে। এ বিষয়টি নারীকে অবমূল্যায়ন করা বা অসম্মানিত করার জন্যে নয়, বরং তাদের নিরাপত্তার স্বার্থেই তা করা হবে।

ইসলাম পুরুষের প্রতি আর্থিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে এবং কারণেই বোনের তুলনায় ভাইকে পিতার সম্পদে বেশী দিয়েছে। পিতার ইন্তেকালের পরে পরিবারের সকল সদস্য তথা বোনদেরও ভরণ- পোষণের জন্য দায়িত্ব ভাইয়ের প্রতি অর্পণ করা হয়েছে। ভাই বিবাহিত হলে স্ত্রীকে মোহ্‌রানা দিতে হবে এবং তাঁর নিজের সন্তান-সন্ততি থাকলে তাদের ভরণ- পোষণের ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। পিতা বা মাতার পক্ষের আত্মীয়-স্বজন থাকলে তারা বাড়িতে এলে তাদের জন্যে যা কিছু খরচ তা ভাইকেই করতে হবে। নিজ স্ত্রীর আত্মীয়- স্বজন এলেও তাকেই খরচ করতে হয়।

কোনো ব্যক্তি এক পুত্র এবং দুই কন্যা ও স্ত্রী রেখে ইন্তেকাল করলো। পুত্র তার পিতার সম্পদ থেকে বেশী সম্পদ পেলো। দুই বোন ও মা যা কিছু পেলো, এগুলো রিজার্ভ ফান্ডের মতোই রয়ে গেলো। কারণ ভাই এ কথা বলতে পারবে না যে, 'তোমরা যে যার অংশ পেয়েছো আমিও আমার অংশ পেয়েছি। এখন তোমরা তোমাদের অংশ দ্বারা নিজেদের ব্যয়ভার বহন করো, আমি তোমাদের কারো ব্যয়ভার বহন করতে পারবো না।' এ কথা বলার অধিকার ইসলাম ভাইকে দেয়নি এবং দুই বোন ও মায়ের সম্পত্তিতে হাত বাড়ানোর অধিকারও তাকে দেয়া হয়নি। ভাইকেই উপার্জন করে বোন ও মায়ের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হবে, নিজ বিয়ের সময় পিতার পক্ষ থেকে পাওয়া অথবা নিজের উপার্জিত সম্পদ দিয়েই স্ত্রীর মোহ্‌রানা পরিশোধ ও বিয়ের খরচ যোগাতে হবে। বোন, মা ও স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যয়ভারও ভাইকেই বহন করতে হবে। বোনরা যদি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে চায় তাহলে সে খরচও ভাইকেই বহন করতে হবে এবং বোনদের বিয়ের খরচও বহন করতে হবে।

বাড়িতে কোনো মেহ্‌মান এলে বা অন্য যে কোনো খরচ একমাত্র ভাইকেই করতে হয়। বোন বিয়ের সময় স্বামীর কাছ থেকে মোহ্‌রানা পায়, স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। বোন তাঁর ছেলেমেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে ভাইয়ের বাড়িতে এলে সকল খরচ ভাইকেই বহন করতে হয়। বোন যদি উপার্জন করে, তাঁর উপার্জিত

www.pathagar.com

অর্থ- সম্পদে স্বামীসহ অন্য কাউকে অধিকার দেয়া হয়নি। এভাবে নারীকে ইসলাম বিভিন্ন দিক থেকে পুরুষের তুলনায় যেমন অধিক লাভবান করেছে তেমনি তাকে দায়িত্ব বহন থেকেও মুক্ত রেখেছে। সুতরাং ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারে ঠকায়নি, বরং পুরুষের তুলনায় বেশী দিয়েছে।

আর সাক্ষীর বিষয়টি সকল ক্ষেত্রে একজন পুরুষের তুলনায় দুইজন নারীর সাক্ষ্য সমান- এটা ইসলামের বিধান নয়। ইসলাম পরিবেশ- পরিস্থিতি ও অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ইসলাম কঠোরতা পছন্দ করে না, মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যমূলক জীবন বিধান দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম ঘোষণা করেছে, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, যা তোমাদের জন্যে কষ্টকর তা চান না।' (সূরা বাকারা- ১৮৫)

মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামী জীবন বিধানে তোমাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেননি।' (সূরা হজ্জ- ৭৮)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'মানব সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল, এ জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান।' (সূরা নিসা- ২৮)

'কোনোভাবেই ক্ষতিকর হবে না এবং হয়রান করা হবে না' এই হাদীসকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেই এরই ভিত্তিতে কোরআন- হাদীসের আলোকে ইসলামী জীবন বিধানের নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়। নবী করীম (সাঃ) একাধিকবার নির্দেশ দিয়েছেন, 'আল্লাহ তা'য়ালার বিধানকে কখনো কঠোর করবে না, আল্লাহর বিধান খুবই সহজ এবং তা মানুষের কাছে সহজভাবেই বর্ণনা করবে। কারো প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করবে না।'

এ জন্যেই ক্ষেত্র বিশেষে অত্যন্ত যুক্তি-সঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক কারণে দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান করা হয়েছে। আবার কখনো পুরুষের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করে একজন নারীর সাক্ষ্যকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। শিশুর জন্ম, নারীদেহের ত্রুটি, আঘাত জনিত ঘটনা এবং ধর্ষণ জনিতসহ অন্যান্য বিষয়ে নারীর সাক্ষ্যই পুরুষের তুলনায় অধিকতর নির্ভরযোগ্য করা হয়েছে। কোনো পুরুষ নিজ স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে সে ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান।

যেসব ক্ষেত্রে দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান করা হয়েছে সেসব বিষয় একান্তভাবেই ধির স্থিরতা, ধৈর্য্য, সাহস, অদূরদর্শিতা, অকম্পিত চিত্ত, দৃঢ়তা এবং পর্যবেক্ষণ ও স্মৃতিশক্তি জনিত। একজন নারীর সম্মুখে যদি কোনো মানুষকে জবেহ করা হয়, তাহলে ঐ লোমহর্ষক দৃশ্যের কারণে এবং ঘটনার আকস্মিকতায়

www.pathagar.com

নারীর পক্ষে ভয়-বিহ্বলা হয়ে জ্ঞান হারানোর সম্ভাবনা সর্বাধিক। যদি প্রমাণ হয় যে, ঘটনার সময় উক্ত নারী ভয়-বিহ্বলা হয়ে পড়েছিলো, সাহস হারিয়ে ছিলো, তার হৃদ কম্পন দেখা দিয়েছিলো সর্বোপরি খুনের দৃশ্য দেখে জ্ঞান হারিয়ে ছিলো। তাহলে ঘটনার সময় উপস্থিত থাকলেও উক্ত নারীর সাক্ষ্য কি গ্রহণযোগ্য হবে? কিন্তু একজন পুরুষ ঘটনার সময় উপস্থিত থাকলে যদি সে নিজেকে সুস্থ রাখতে পারে, তাহলে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে। পরিবেশ পরিস্থিতি প্রমাণ করেছে যে, এ ধরণের ঘটনা ঘটলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না, কিন্তু পুরুষ নিজেকে ঠিক রাখতে পারে।

বৈজ্ঞানিকভাবেই প্রমাণিত যে, নারীর স্মৃতিশক্তি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি পুরুষের তুলনায় বহুল দুর্বল। মুসলিম পরিবারে কোরআন তিলাওয়াতের দিক থেকে নারীরা প্রথম কাতারে রয়েছে। কিন্তু কোরআন মুখস্থ করার দিক থেকে তারা পেছনের কাতারে রয়েছে। কোরআন প্রতিদিন তিলাওয়াত করলেও নারীর পক্ষে সহজে হাফেজ হওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রতিদিন কোরআন তিলাওয়াত না করলেও পুরুষের পক্ষে স্মৃতি-সম্ভারে কোরআন অঙ্কিত করা খুবই সহজ। দৃষ্টিশক্তির দিক থেকেও পুরুষের তুলনায় নারী দুর্বল। এসব যুক্তি-সঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক কারণেই ক্ষেত্র বিশেষে দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান করা হয়েছে। অন্য দিকে ক্ষেত্র বিশেষে একজন নারীর সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে নারী ও পুরুষের প্রতি ইনসাফ করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায়- নারী যৌনদাসী

শুধু মানব সম্প্রদায়েই নয়, সমগ্র প্রাণীকুলেই বংশবৃদ্ধির জন্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ জন্য সৃষ্টিগতভাবে উভয়কে বিপরীত গুণ-বৈশিষ্ট্য দান করে সৃষ্টিসমূহে স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীসমূহের প্রতি পৃথিবীর কোনো বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। অন্যান্য প্রাণী তাদের জন্যে নির্ধারিত যেখানে যা কিছু পাচ্ছে তাই আহার করছে, বিপরীত লিঙ্গের সাথে মিলিত হচ্ছে এবং মিলিত হবার ক্ষেত্রেও তারা কোনো পার্থক্য করছে না, অর্থাৎ এ ব্যাপারে তারা কোনো নিয়ম-নীতির অধীন নয়। সবকিছু শেষে নির্ধারিত সময়ে অন্যান্য সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করছে।

কেবলমাত্র মানুষকেই এর বিপরীত করা হয়েছে। মানুষের সকল কর্মকান্ড পরিচালনার জন্যে রয়েছে কিছু নিয়ম-নীতি এবং পার্থক্য বোধ। এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছুই রয়েছে সকল কিছুর প্রতিই তার দায়িত্ব- কর্তব্য রয়েছে। মানুষের জন্যে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি

www.pathagar.com

দায়িত্বও নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সাথে বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে কতক পুরুষ ও কতক নারীকেই নির্ধারণ করা হয়েছে। এর বাইরে কোনো পুরুষ বা নারী ইচ্ছে করলেই কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না, করলে তা হবে নিয়ম- নীতির বিপরীত তথা অবৈধ। প্রাণীকুলের জন্যে বৈধ ও অবৈধতার সীমারেখা নির্দিষ্ট করা হয়নি, কিন্তু মানুষের জন্যে তা করা হয়েছে। প্রাণীকুলের জন্যে লজ্জার আবরণ দেয়া হয়নি, কিন্তু সুষ্ঠু সভ্যতা- সংস্কৃতি বিনির্মাণে ও বিপর্যয় এড়াতে মানুষের জন্যে লজ্জার আবরণ দেয়া হয়েছে।

জন্তু- জানোয়ারের অনুরূপ মানুষও যদি যৌন সম্পর্ক স্থাপনে লজ্জার আবরণ ও নিয়ম- নীতি দূরে নিক্ষেপ করে, তাহলে সে মানুষ আর পশুর মধ্যে স্বভাবগত দিক থেকে কোনোই পার্থক্য থাকে না। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা আরাফের ১৭৯ নম্বর আয়াতে এ প্রকৃতি সম্পন্ন মানুষকে পশুর তুলনায় অধিক বিভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, মানব ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে, ইসলামী জীবন দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন মানব সম্প্রদায় আচরণগত দিক থেকে পশুর তুলনায় অধিক নীচতার পরিচয় দিয়েছে এবং বর্তমান সময় পর্যন্তও দিচ্ছে। হাজার হাজার বছর অতীতে নারী-পুরুষে সম্পর্ক স্থাপনের দিক দিয়ে যেমন কোনো পার্থক্য করা হয়নি, তোয়াক্কা করা হয়নি কোনো ধরণের নিয়ম- নীতির, প্রয়োজনে বিপরীত লিঙ্গ ত্যাগ করে সমলিঙ্গের প্রতিই উন্মত্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ঠিক তেমনি বর্তমানেও অনুরূপ আচরণ করা হচ্ছে।

অধিক ঘৃণিত বিষয় হলো, অতীত জনগোষ্ঠী কখনো সমলিঙ্গের কাউকে বিয়ে করেছে বলে ইতিহাস প্রমাণ করতে না পারলেও তাদেরকে পশ্চাৎপদ, মূর্খ, অনগ্রসর ইত্যাদি অভিধায় অভিযুক্ত করতে যারা অগ্রগামী, তারাই সমলিঙ্গের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে এবং পার্লামেন্টে তথাকথিত আলোকিত লোকদের দ্বারাই উক্ত আইন অনুমোদিত হচ্ছে।

অতীতে ইসলাম বিবর্জিত মানব সভ্যতা যেমন নারী- পুরুষে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে 'যৌন আকাঙ্খা পূরণই' জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত করে নারীকে পারিবারিক বন্ধন মুক্ত করে রাস্তায় নামিয়ে তার যৌবনকে লেহন করেছে, সেই একই উদ্দেশ্যে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাও আধুনিক কৌশলে নারীকে পথে বের করেছে। অতীত এবং বর্তমানের পার্থক্য শুধু মাত্র কৌশলে, উদ্দেশ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। অতীতে নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তাকে যৌনদাসীতে পরিণত করা হয়েছিলো, বর্তমানে এমন কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে যে, নারী যেনো স্বেচ্ছায় তার যৌবনকে পুরুষের জন্যে গণসম্পত্তিতে পরিণত করতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

এই ঘৃণিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যৌনতার পূজারীরা সমঅধিকার ও নারী স্বাধীনতার আলখেল্লা গায়ে জড়িয়েছে। পূজিবাদী অর্থব্যবস্থার কারণে উপার্জনের ক্ষেত্র করা হয়েছে সঙ্কুচিত এবং ব্যয়ের ক্ষেত্র করা হয়েছে প্রসারিত। ফলে বাধ্য হয়েই নারী ও পুরুষ উভয়কেই জীবন ধারণের প্রয়োজনে উপার্জনের জন্যে পথে বের হতে হয়েছে। ক্রমশ পরিবার প্রথা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে, অবাধ যৌনতার সুযোগ সৃষ্টি করে বিয়ের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে, প্রত্যেক মুহূর্তে দৃষ্টির সম্মুখে যৌন উপকরণ সহজলভ্য করে মস্তিষ্কের যৌন গ্রন্থি উত্তেজিত রেখে মানুষকে পশু-সুলভ আচরণে বাধ্য করা হয়েছে। ফলে শুধু মাত্র আমেরিকাতেই প্রতি এক মিনিটে ৪২ জন নারী ধর্ষন ও যৌন নির্যাতনের শিকারে পরিণত হচ্ছে।

বর্তমান পৃথিবীতে আমেরিকা সবথেকে ক্ষমতাধর, গণতান্ত্রিক, সুশাসিত, সুসভ্য ও উন্নত দেশ হিসেবে দাবী করে। মানবাধিকার, সমঅধিকার, নারী-শিশু অধিকারসহ অন্যান্য অধিকারের ব্যাপারে তারাই জিরাফের মতো গ্রীবা বাড়িয়ে সবথেকে বেশী চিৎকার করে। সেই দেশেই নারী সবথেকে বেশী অরক্ষিত এবং প্রতি মিনিটে ৪২ জন নারী সেখানে কামনা তাড়িত পুরুষের লালসার শিকারে পরিণত হয়। তাহলে অন্যান্য পশ্চিমা দেশসমূহের কি অবস্থা তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। আমেরিকায় মাত্র একদিনে যে অপরাধ সংঘটিত হয়, সৌদী আরবে তা সারা বছরেও হয় না। কারণ সেখানে বেশ কিছু ইসলামী বিধি- বিধান কঠোরভাবে কার্য্যকর রয়েছে এবং এ কারণেই জাতীয়ভাবে যৌন উচ্ছৃংখলা পরিহার করে নাগরিকদের জীবন পরিচালিত হচ্ছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় জাতীয় উন্নয়ন ও সমঅধিকারের নামে সকল ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের পাশাপাশি বসতে বাধ্য করা হয়েছে। পরিবার রক্ষা ও গঠনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, সন্তান প্রতিপালনে সৃষ্টি করা হয়েছে অনাগ্রহ, লজ্জা নামক নারীর ভূষণকে 'সজোরে দূরে নিক্ষেপের বিষয়' এ পরিণত করা হয়েছে, সান বাথের নামে সমুদ্রের বেলাভূমিতে নারীকে উলঙ্গ করে পুরুষকে যৌন উন্মাদে পরিণত করা হয়েছে, ব্যাপক আকারে যৌন উত্তেজক সামগ্রীর উৎপাদন ঘটানো হয়েছে, নিজেরা পায়ে মোজা তার ওপরে জুতা, পায়ের গোড়ালীর নীচ থেকে কণ্ঠনালী ও হাতের কব্জি পর্যন্ত পোশাকে আবৃত করে নারীর সকল কিছু অনাবৃত করার মতো পোশাকের নামে টুকরো কাপড়ের ব্যবস্থা করেছে, প্রয়োজনে সে টুকরো কাপড়ও দূরে নিক্ষেপের ইচ্ছা সৃষ্টি করা হয়েছে। নারীকে পণ্য-দ্রব্যের লেবেলে পরিণত করা হয়েছে।

এরপরেও যৌন দেবতার পাশ্চাত্যের পূজারীরা ক্ষান্ত হয়নি, নারীর যৌবনকে লেহন করার কোনো এক পর্যায়ে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হলে সমলিঙ্গের সাথে যৌন সম্পর্ক

www.pathagar.com

স্থাপনের ব্যবস্থাও করে তা আইনগতভাবে অধিকারে পরিণত করেছে, যৌন উত্তেজক উপকরণ কারণবশত উত্তেজনা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলে যৌন ক্রিয়াকর্মের বাস্তব দৃশ্য টিভি চ্যানেল, সিডি, ভিসিডি, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করে ও পত্র-পত্রিকায় ছাপিয়ে দৃষ্টির সম্মুখে তা দৃশ্যমান করে উত্তেজনা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘৃণিত এসব দৃশ্য অত্যন্ত সহজলভ্য করার জন্যে মুষ্ঠিবদ্ধ মোবাইল ফোন সেটেও সরবরাহ করা হয়েছে। যেনো শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল বয়সের মানুষই এই নোংরা সাগরে স্নান করে নিজেকে তৃপ্ত করতে পারে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় এভাবে সকল ক্ষেত্রেই যৌনতাকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষকে পশুস্তরে নামিয়ে দিয়ে নারীকে করা হয়েছে যৌনদাসী। মুসলিম দেশসমূহ এখন পর্যন্ত বহুলাংশেই পাশ্চাত্যের ঐ নোংরা প্রভাব থেকে সংরক্ষিত রয়েছে। এখন পর্যন্ত মুসলিম দেশসমূহে পরিবার প্রথা ও বিয়ের প্রথা অটুটু রয়েছে। মুসলিম নারী লজ্জাকে ভূষণ হিসেবেই রক্ষা করছে, নিজের সতীত্বকে প্রাণ দিয়ে হলেও তারা রক্ষা করে, আদর্শ মানব ও সুনাগরিক গড়ার লক্ষ্যে তারা সন্তান প্রতিপালনকেই প্রাধান্য দেয়, পারিবারের প্রতি আনুগত্যশীল থেকে তারা আত্মীয়তার বন্ধনকে অটুট রেখেছে, পরিবারের ছোট বড় ও বয়স্ক সদস্যদের মায়া-মমতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ভক্তিতে জড়িয়ে রেখেছে, অবাধ মেলামেশা ও যৌনতাকে তারা এখন পর্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, বিয়ে ব্যতীত যৌন সম্পর্ককে তারা চরম গর্হিত কাজ বলে মনে করে। মুসলমানদের এসব বিষয় পাশ্চাত্যের কাছে অসহনীয় এবং এ কারণেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ ঘোষনা করেছে, 'পৃথিবীতে শান্তি ও স্বস্তির সাথে বসবাস করতে হলে অবশ্যই আমাদের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে।'

তাদের অবস্থা হয়েছে সেই লেজকাটা শিয়ালের মতো। ধোপা বাড়ির উচ্ছিষ্ট খেতে গিয়ে লেজ খোয়ানোর বিষয়টি সে জ্ঞাতী ভাইদের কাছে গোপন করেছিলো। লোভকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের লেজ হারিয়ে নিজের অপরাধ ঢাকার জন্যে নিজেকে লেজহীন মানুষের ন্যায় মর্যাদাবান হিসেবে দাবী করে অন্য শিয়ালদেরকেও লেজ কেটে মর্যাদা অর্জন করার কুপরামর্শ দিয়েছিলো সুশীল শিয়াল।

পাশ্চাত্যের নোংরা সভ্যতার অন্ধ পূজারীরাও লেজকাটা শিয়ালের মতোই কূট-কৌশল এঁটেছে। পশু- প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নিজেদের যে সর্বনাশ তারা করেছে, এই ক্ষতি নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তা রফতানী করার উদগ্র বাসনা বাস্তবায়ন করার জন্যে মুসলিম দেশসমূহে তাদের বরকন্দাজদের মাধ্যমে নানা ধরণের নীতিমালা ও অধিকারের নামে বাস্তবায়ন করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মুসলিম নামধারী এসব উচ্ছিষ্ট ভোগীরাও কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে। ইলোক্ট্রোনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ার ক্ষেত্র তাদের জন্যে উর্বর হলেও মুসলমানদের

www.pathagar.com

ময়দান উর্বর নয়, এ কথা অনুধাবন করতে তারা ভুল করেছে। সময় থাকতে বিষয়টি অনুভব করলেই তারা নিজেদের জন্য কল্যাণকর প্রস্থানের পথ সম্মুখে খোলা দেখতে পাবেন, নতুবা যে পথেই প্রস্থান করার জন্যে পা বাড়াবেন, সম্মুখে দেখতে পাবেন ধ্বংস গহ্বর- যা অন্ধকার অতলান্ত গুহায় গিয়ে মিশেছে।

সমঅধিকার বা নারী স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়?

এ কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, ইসলাম নারী- পুরুষের সমঅধিকারে নয়- ন্যায্য অধিকারে বিশ্বাসী। ইসলাম নারী-পুরুষ তথা সকলের জন্যেই ইনসাফ বা ন্যায্য অধিকার প্রদান করেছে এবং তা কায়েম হবার জন্যেই এসেছে। সৃষ্টিগতভাবে যাকে যে যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে, সেই যোগ্যতা অনুযায়ীই প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকার বুঝে পাবে এবং এ ব্যবস্থা কেবলমাত্র কালজয়ী আদর্শ ইসলামী জীবন বিধানেই নিহিত রয়েছে।

আধুনিক বিশ্বে যারা নানা অধিকার পালনের জিগির তুলেছে এবং বিভিন্ন দিবস ঘোষণা করে তা ঘটা করে পালনের রেওয়াজ বের করেছে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৃষ্টিগতভাবে মানব প্রকৃতি ও সৃষ্টিসমূহের গতি-প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। আর ঠিক এ কারণেই মানব সভ্যতাসহ সমগ্র বিশ্বে জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে মহাবিপর্যয় দেখা দিয়েছে। নানা বস্তুর মিশ্রণ ঘটিয়ে ক্ষতিকর গ্যাস ও পদার্থ আবিষ্কার করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করা হয়েছে, চরম ক্ষতিকর মারণাস্ত্রের পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে পৃথিবীর ওজনস্তর ও আবহাওয়া বিনষ্ট করা হয়েছে। অন্য দিকে মানব সৃষ্ট এই সমস্যার কারণ চাপানো হচ্ছে প্রকৃতির ওপর। আল্লাহ তা'য়ালা এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলেছেন, 'বিপর্যয়কর যা কিছুই দেখছো তা তোমাদেরই হাতের উপার্জন করা।'

এবার নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবীদারেরা লক্ষ্য করুন, নারী যদি দাবী জানায়, আমরা যেমন সন্তান ধারণ করি এখন থেকে পুরুষকেও সন্তান ধারণ করতে হবে, প্রসব বেদনা সহ্য করতে হবে, দুধপান করাতে হবে। গৃহস্থালী কাজে পুরুষকেও রান্না, কাপড় ধোয়া, ঘর মোছা, বিছানা করা, সন্তানকে স্কুলে আনা-নেয়া, মাছ- তরকারী কাটা, পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবাযত্ন করা সকল কিছুই আমাদের সাথে করতে হবে। নারীর সমঅধিকারের দাবীদার কি কখনো ভেবে দেখেছেন, এসব কাজ যথাযথভাবে করা কি পুরুষের পক্ষে সম্ভব হবে?

সমঅধিকারের অর্থ যদি এটা হয় যে, নারীও পুরুষের সম্মান- মর্যাদা লাভ করবে, শিক্ষা, ব্যবসা- বাণিজ্য, সামরিক- বেসামরকি স্থলে চাকরী, অর্থ- সম্পদে অধিকার, শিল্প- কলকারখানা স্থাপনের অধিকার, বুনন শিল্পে অংশগ্রহণ করে নিজেদের পছন্দ

www.pathagar.com

অনুযায়ী নকশা তৈরীর অধিকার, সকল কর্মক্ষেত্রে অবদান রাখার অধিকার, নিজেদের মেধা ও মননশীলতা জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহার করার অধিকার, তাহলে এসব অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে এবং তা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনাও করেছি।

ক্লাবে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করা, পার্কে গিয়ে কোলের ওপর প্রেমিককে শুইয়ে রেখে চুলে বিলি দেয়া, লিভ-টুগেদার করা, বেইলী রোডের ফুটপথে, চন্দ্রিমা উদ্যানে ও ফ্লাই ওভারে জোড়ায় জোড়ায় একত্রে গা ঘেষে বসে যুবক- যুবতীর বাক- বাকুম করা, পুরুষ বন্ধুদের সাথে যেখানে খুশী সেখানে বেড়াতে যাওয়া, রাত কাটানো, কংফু- ক্যারাতের প্রশিক্ষণ নিয়ে রাস্তায় নেমে গাড়ি ভাংচুর করা, ইট- পাথর নিক্ষেপে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করা, পুলিশকে কামড়ানো, মিছিলে এসে নিজেই নগ্ন হয়ে সমর্থক পত্রিকার ক্যামেরাম্যানের সম্মুখে পোঁজ দিয়ে প্রতিপক্ষের ঘাড়ে 'নগ্ন' করার দোষ চাপানো, মাঠে- ময়দানে, স্টেডিয়ামে, অডিটোরিয়ামে কনসার্টের নামে নর্তন- কুর্দন করা, অবাধে মাদকদ্রব্য সেবন করা, প্রতি বছর ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভালোবাসা দিবসের নামে বিউটি পার্লারে গিয়ে আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিতা হয়ে রাস্তায় ও পার্কে ফুলের মালা বিনিময় করা, পহেলা বৈশাখে বাসন্তী রংয়ের শাড়ী পরে রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে পুরুষের সম্মুখে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলা, পুরুষ বন্ধর সাথে ডেটিং করা, লং ড্রাইভে যাওয়া, একই সাথে অনেক পুরুষের সাথে মোবাইল ফোনে সম্পর্ক সৃষ্টি করে সকলের কাছে প্রেমের বাণী এসএমএস করে সকলের কাছ থেকে উপহার নেয়া বা আর্থিকভাবে শোষণ করা, স্বামী- সন্তান ভাসিয়ে দিয়ে পরকিয়ায় জড়িয়ে পড়া, সন্ধ্যার পরে কোন্ পথ বা চত্বরে পুরুষ বন্ধুর সাথে বসে চিনা বাদাম চিবানো এসবই যদি নারী অধিকার বা নারীর সমঅধিকার হয়, তাহলে আমরা বিনয়ের সাথে আবেদন করছি, আমরা আমাদের সম্মানিতা মা-বোন ও কন্যাদের এসব অধিকার দিতে সম্পূর্ণ অপারগ।

এসব গর্হিত কর্মকান্ড কি নারীর সম্মান- মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে না নারীত্বের অবমাননা ঘটিয়ে তাকে ঘৃণার অতল তলদেশে নিক্ষেপ করেছে? আমাদের সম্মানিতা মা-বোনরা ও সচেতন সমাজ, বিষয়টি কি একটু ভেবে দেখবেন?

নারী অধিকারের নামে পাশ্চাত্যে সভ্যতার অন্ধ পূজারী ও তাদের এদেশীয় উচ্ছিষ্ট ভোগীরা নির্লজ্জভাবে সম্মানিতা মর্যাদাবান নারীকে SEX INDUSTRY বানিয়ে SEX WORKER এ পরিণত করেছে, এক কথায় এদেশের মানুষ যাদেরকে বেশ্যা নামে অভিহিত করে থাকে। পশ্চিমা প্রভুদের নিক্ষেপ করা হাড়চাটা এদেশীয় গোলামেরা সামান্য সুঁই- সুতো থেকে শুরু করে ব্যবসা যোগ্য সকল পণ্য-দ্রব্যের লেবেলে নারীকে ব্যবহার করেছে এবং তা প্রচারের জন্যেও তারা কেবলমাত্র নারীর

www.pathagar.com

সৌন্দর্য্যকেই একমাত্র পূজি হিসেবে গ্রহণ করেছে। চলচ্চিত্র নির্মাণের নামে, কণ্ঠশিল্পী বানানোর নামে, সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে, মডেল বানানোর নামে নারীর যৌবনকেই এরা অর্থোপার্জনের মাধ্যমে পরিণত করেছে। এতেও এদের অর্থোপার্জনের আকাঙ্খা যখন মিটেনি, তখন তারা তথাকথিত এসব নারী শিল্পীদের মাধ্যমে মাদক ও যৌন উত্তেজক দ্রব্যের ব্যবসা শুরু করেছে।

মায়ের জাতী নারীর প্রতি চরম এই অবমাননা এবং লজ্জানক আচরণের ব্যাপারে নারীবাদিরা কেনো কথা বলে না, তা কি সচেতন মহল ভেবে দেখেছেন?

বছরে একটি দিনকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে তা দেশে দেশে ঘটা করে নানা রংয়ে ও ঢংয়ে উদযাপন করে, সুসজ্জিতা নারীদের দিয়ে বড় বড় শহরগুলোয় র‍্যালি, শোভাযাত্রা বের করে, সেমিনার সিম্পোজিয়াম করে, সভা সমাবেশের আয়োজন করে, গোল টেবিল বৈঠক, টিভি চ্যানেলে টক-শোজীবীদের দ্বারা টক-শো করিয়ে বা উদ্যাম নৃত্যের আয়োজন করে অথবা বিভ্রান্ত কবিদের দিয়ে কবিতার আসর বসিয়ে বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে কি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব?

বরং এই অর্থ দিয়ে দুস্থ নারী, যারা পথে পথে মাটির বোঝা বহন করে, ইট- পাথর ভাঙ্গে, ভিক্ষা করে, ক্ষেত- খামারে কাজ করে, জঠর জ্বালায় নিজেকে কামনা তাড়িত লম্পট পুরুষের কাছে বিক্রি করে, সব্জির বোঝা বহন করে দুয়ারে দুয়ারে যায়, এসব অভাবী নারীদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নে ভূমিকা রাখা যায়। নারী অধিকারের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের যেসব সেবা দাসীদেরকে আমরা সোচ্চার দেখি, তারা বিউটি পার্লারে গিয়ে একদিনের মেকআপে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, সে অর্থ দিয়েও প্রতিদিন কয়েকজন দুস্থ নারী মোটা চালের ব্যবস্থা করে ক্ষুধার যন্ত্রণা দূর করতে পারে। সুতরাং মা- বোনদেরকে এসব নারীবাদীদের ছোবল থেকে নিজেকে রক্ষা করে নিজের সম্মান- মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। ইসলাম নারীদেরকে কত বেশী অধিকার দিয়েছে তা জানার চেষ্টা করুন, আপনারা যদি জানতেন যে ইসলাম আপনাদেরকে কি অধিকার দিয়েছে, তাহলে আমার বিশ্বাস, আপনারাই সে অধিকার আদায়ের জন্যে পথে নামতেন।

দারিদ্র দূরীকরণের নামে কতিপয় এনজিওদের জাতিসত্তা বিরোধী ভূমিকা

পৃথিবীর কোনো একটি দেশেও এনজিও তৎপরতার মাধ্যমে দারিদ্র দূরীভূত হয়েছে, এমন প্রমাণ কেউ-ই দিতে পারবে না। মুসলমানদের নির্মূল করার লক্ষ্যে যারা নিত্য- নতুন অস্ত্র আবিষ্কার করে মুসলিম দেশসমূহ দখল ও সেখানে আবিষ্কৃত

www.pathagar.com

অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করছে, নিজেরা পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হলেও মুসলমানদের এই অধিকার নেই বলে ঘোষণা করছে, সেই সব দেশের ধূরন্ধর নেতারা মুসলমানদের দারিদ্র দূর করার জন্যে কোনো ধরণের স্বার্থ ছাড়াই অর্থের পাইপ লাইন খুলে দিবে, এ কথা কিভাবে বিশ্বাস করা যায়?

প্রকৃত বিষয় হলো, মুসলমানদের পরিবার প্রথা, বিয়ে প্রথা, মুসলিম নারীদেরকে পর্দার আড়াল থেকে বের করে বেপর্দা করা, ইসলামের দৃষ্টিতে চরমভাবে ঘৃণিত সুদ প্রথা গ্রামে গঞ্জের রান্নাঘর পর্যন্ত পৌছানো, এক কথায় মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস করে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসারী বানানোই পশ্চিমা দুনিয়ার অর্থানূকুল্যে পরিচালিত অধিকাংশ এনজিও সমূহের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

এসব এনজিও ঋণের বেড়াজালে গরীব মুসলিম নারী-পুরুষকে আবদ্ধ করে সুযোগ বুঝে তাদেরকে কাজে লাগায়। ইসলাম বিরোধী কোনো নীতিমালা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যখন তারা কোনো সভা- সমাবেশের আয়োজন করে, তখন ঋণের জালে আবদ্ধ মুসলিম নারী- পুরুষকে সভা- সমাবেশে যোগ দিতে বাধ্য করে। হুমকী দেয়া হয়, তাদের সমাবেশে যোগ না দিলে ঋণ দেয়া বন্ধ করে দিবে অথবা যা কিছুই দিয়েছে তা ছিনিয়ে নেয়া হবে। আবার নির্বাচনের সময় এনজিও সমূহের পছন্দের ধর্মনিরপেক্ষ দলের প্রার্থী, যারা স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম বিদ্বেষী, তাদেরকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাদের নির্দেশ দেয়া হয়।

এসব কাজ নির্বিঘ্নে করার জন্যে ইসলামী এনজিও গুলোর ঘাড়ে 'সন্ত্রাসী' সৃষ্টির বদনাম চাপিয়ে এনজিওগুলো প্রায় বন্ধ করে নিজেদের এনজিওগুলোর পথ সুগম করা হয়েছে। তারা নির্বিঘ্নে ইসলাম সম্পর্কে গরীব মুসলমানদের ভুল বুঝিয়ে তথাকথিত নারীনীতিসহ ইসলাম বিরোধী নানা নীতির সমর্থক প্রস্তুত করছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মান্তরিতও করছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, সরকারকেই এসব এনজিওদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সর্বোপরি জাতি সত্তা বিরোধী কর্মকান্ডের লাগাম টেনে ধরতে হবে। এনজিও প্রধানদের অর্থ-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব ও ভোগ-বিলাসীতা সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে। দারিদ্র দূর করার নামে অর্থ এনে সে অর্থে তারা কিভাবে বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ, ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও কুকুর প্রতিপালনে ব্যয় করছে তা তদন্ত করে তাদেরকে প্রচলিত আইনের মাধ্যমে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ এর মূল উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক বিশ্বে ও বাংলাদেশে মুসলমানদের পারিবারিক প্রথা বিনষ্টের জন্য নারীর মানবাধিকার ও নারী উন্নয়ন নীতিমালা নিয়ে তারা আকস্মিকভাবে শশব্যস্তে লাফিয়ে

www.pathagar.com

আসেনি, এই নীল নকশা বাস্তবায়নের পেছনে রয়েছে নাতিদীর্ঘ ইতিহাস। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আতন্তর্জাতিকভাবে নারী উন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন, মানবাধিকার, সংস্কৃতি ইত্যাদি যেসব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, সেসব সম্মেলনে আয়োজকরা মুসলিম দেশ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে সেই সকল ব্যক্তিবর্গকেই নির্বাচিত করেন, আদমশুমারীর খাতায় যাদের নাম মুসলিম হিসেবে উল্লেখ রয়েছে বটে কিন্তু চিন্তা-চেতনায় যারা নাস্তিকতায় বিশ্বাসী এবং চরম ইসলাম বিদ্বেষী। দলিল- দস্তাবেজে এসব ব্যক্তিবর্গের দস্তখত গ্রহণ করে সাধারণ মুসলমানদেরকে এ কথাই বুঝানো হয় যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মতিক্রমেই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে ইসলাম, মুসলমানদের ঈমান- আকিদা ও মুসলিম সভ্যতা- সংস্কৃতি বিরোধী যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, তা নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে ঘোষণা না করে তত্বাবধায়ক সরকারকে কেনো বেছে নেয়া হলো, কেনো বর্তমান মহিলা উপদেষ্টার দ্বারা এ নীতি ঘোষণা করা হলো, এই নীতিমালার পেছনের ইতিহাস কি, কোন্ উদ্দেশ্যে তা ঘোষণা করা হয়েছে, কি রয়েছে এই নীতির মধ্যে, তা আলোচনা করার পূর্বে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত নারী নীতি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। কেননা, পশ্চিমা দুনিয়ার চাপিয়ে দেয়া জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারী নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই ঘোষিত নারী নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমেরিকা এবং পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য দেশসমূহ ইসলামকে প্রতিপক্ষ মনে করে এবং একে প্রতিরোধ করার সঙ্কল্প নিয়ে আমেরিকার নেতৃত্বে সমগ্র বিশ্বকে এককেন্দ্রীক ব্যবস্থার অধীনে আনার জন্যে সুদূর প্রসারী ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ক্রমশ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জাতিসংঘ নাম হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয় ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী লোকদের মাধ্যমে। ফলে আমেরিকা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতিসংঘ নামক অনুগত এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের সহযোগী হিসেবে পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা দুনিয়াকে নিজের প্রভাবাধীনে রেখে ইসলামের উত্থানকে প্রতিহত করার জন্যে যে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চায় তার নাম দিয়েছে 'বিশ্বায়ন'। বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে কোনো দেশ যেনো বাধার সৃষ্টি করতে না পারে এর জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথমে কৌশলে গর্ভাচেভের মাধ্যমে রাশিয়ার পতন ঘটায়। এরপর সে সন্ত্রাস দমনের ধোঁয়া তুলে বিভিন্ন মুসলিম দেশ দখল ও মুসলিম দেশসমূহে সামরিক ঘাঁটি বানিয়ে সৈন্য

www.pathagar.com

সমাবেশ করে। সেই সাথে পৃথিবীর অন্য কোনো রাষ্ট্র যেনো পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হতে না পারে, সে প্রচেষ্টা বর্তমান সময় পর্যন্তও অব্যহত রেখেছে।

জাতিসংঘ এবং তার সকল শাখা প্রতিষ্ঠান ও পশ্চিমা অর্থপুষ্ট এনজিওগুলো এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলসমূহ আমেরিকার বিশ্বায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষেই কাজ করে যাচ্ছে। এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের উত্থান প্রতিরোধ করার জন্যেই বিশ্বায়ন পরিকল্পনা ও সন্ত্রাস দমনের ধোঁয়া তোলা হয়েছে। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘকে দিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের সভ্যতা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে সংবিধান প্রস্তুত করে, তাতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য করা যাবে না বলে উল্লেখ করে। এরপর তা বাস্তবায়নে আরেক ধাপ অগ্রসর হবার জন্যে ১৯৪৬ সালে পশ্চিমা বিশ্ব অনুগত জাতিসংঘের মাধ্যমে মহিলা কাউন্সিল গঠন করে। তারপর দুনিয়ার নানা দেশে মহিলা কাউন্সিলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে।

নারী সম্পর্কিত এ ধরনের সম্মেলন সর্বপ্রথম ১৯৭৫ সনে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিশ্বনারী সম্মেলনে বাংলাদেশকেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়ে বাংলাদেশের বাইরে নারী উন্নয়নের নামে ইসলাম বিদ্বেষীদের দ্বারা যে আন্দোলন চলছে উক্ত আন্দোলনের সাথে মুসলিম প্রধান এদেশকেও যুক্ত করা হয়। ১৯৮০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় নারী সম্মেলন। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে তৃতীয় বিশ্বনারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হয় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন সম্মেলন। ১৯৫৯ সালে কমনওয়েলথ জেন্ডার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। একই বছরের ৪ থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর চীনের বেইজিংয়ে চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও ১৯৯৩ সালে ভিয়েতনাম এবং ১৯৯৪ মিসরের রাজধানী কায়রোতে দু'টো আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর আরো পূর্বে ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ Convntion on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) গৃহীত হয়। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ কতিপয় আপত্তিসহ এই সনদে অনুস্বাক্ষর করে।

উল্লেখ্য, যদিও ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত মিলোনিয়াম সামিটের অধিবেশনে বাংলাদেশ Optional Protocol on CEDAW স্বাক্ষর করে কিন্তু এ নীতিমালার ৩.১, ৩.২, ৩.৩, ৩.৪, ৩.৫, ৩.৬, ৯.২, ৯.৫, ৯.৬ ও ৯.১৩ অনুচ্ছেদসহ অনেকগুলো

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদই সরাসরি কোরআন- সুন্নাহ্‌র সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে OIC সদস্যভূক্ত অধিকাংশ দেশ এই নীতিমালায় স্বাক্ষর করেনি।

এসব সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, তা পাঠ করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পশ্চিমা দুনিয়ার প্রভাব বলয়ে আবদ্ধ জাতিসংঘ বিশ্বায়ন পরিকল্পনার আড়ালে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈনদের পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে তাদের চিন্তা- চেতনা ও বিশ্বাস অনুসারে সারা দুনিয়ার নারী-পুরুষকে উলঙ্গ সভ্যতার স্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায়। প্রণীত দুই ধারার এক নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

To tak all appropriate measures including legislation to modify or abolish existing law, regulations, customs and practices which constitutes discrimination against woman and to repeal all national penal provision which constitution discrimination against woman.

অর্থাৎ 'ঘোষিত নীতি বাস্তবায়নের পথে যদি প্রচলিত বা পুর্বপ্রতিষ্ঠিত কোনো নিয়ম-নীতি, আইন- বিধান, সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রথা, লোক প্রথা লোকাচার বাধার সৃষ্টি করে তাহলে এসব কিছুকে সংশোধন করতে হবে অথবা বাতিল করতে হবে এবং বিচারালয়ে নারীর প্রতি পক্ষপাতমূলক যেসব ধারা রয়েছে সেগুলোও বাতিল করতে হবে।'

জাতিসংঘের সহযোগিতায় ২০০০ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে একটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, উক্ত সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন–

(১) তরুণ- তরুণীদের যৌন স্বাধীনতার প্রতি আহ্বান জানিয়ে যৌনকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং বিয়ে দেরী করে করতে উৎসাহিত করতে হবে।

(২) পারিবারিক পরিমন্ডলের বাইরে নারী-পুরুষকে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং পরিবার গঠনে বিয়ের ভূমিকাকে উৎখাত করতে হবে।

(৩) গর্ভপাতকে আইনগত মর্যাদা দিতে হবে।

(৪) সকলের মধ্যে পশ্চিমা আদর্শের এভাবে বিস্তার ঘটাতে হবে যে, দুইজন মানুষ হলেই পরিবার গঠিত হয়, তা দুই জন পুরুষই হোক অথবা দুইজন নারী।

www.pathagar.com

(৫) সাংসারিক কাজকর্ম করলে যেহেতু পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না, এ কারণে নারীদেরকে সংসারের কাজ না করার জন্যে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

(৬) স্ত্রী যেনো স্বামীর বিরুদ্ধে অধিকার হরণের মামলা করতে পারে, এ লক্ষ্যে পারিবারিক আদালত স্থাপন করতে হবে এবং সে আদালতকে শাস্তি প্রদানের অধিকার দিতে হবে।

(৭) সমকামিতা বৈধ বলে স্বীকৃতি দিতে হবে, সেই সাথে অবাধে যৌনকর্ম ও আচরণে সকলকে উৎসাহিত করতে হবে, এসব করতে গেলে আইনগত বাধা যা আছে তা অপসারিত করতে হবে।

(৮) পশ্চিমা বিশ্বে নারীর যে সমঅধিকার রয়েছে, তা বাস্তবায়ন করতে হবে, নর-নারীতে সমতা বজায় রাখতে হবে, নর-নারী দুইজনকেই সংসারের কাজ, সন্তান-সন্ততির প্রতিপালন করতে হবে এবং পৈতৃক সম্পদে নর-নারীকে সমান অধিকার দিতে হবে।

(৯) চীনের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের ঘোষণা পত্রে যেসব ইসলামী দেশ আপত্তি উত্থাপন করেছিলো, তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

উল্লেখ্য বাংলাদেশও উক্ত সম্মেলনে গৃহীত কতিপয় প্রস্তাবের প্রতি অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহের সাথে আপত্তি উত্থাপন করেছিলো।

অর্থাৎ পশ্চিমা বিশ্বের প্রণীত ও বিশ্বায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নীল নকশা নারী নীতি বাস্তবায়ন করতে হলে কোরআন- হাদীস বাতিল করতে হবে, পারিবারিক ও সামাজিক সকল প্রথা নির্মূল করতে হবে, পরিবার প্রথা বিলুপ্ত করতে হবে, পুরুষে পুরুষে ও নারীতে নারীতে বিয়ে জায়েয করতে হবে, অবাধে যৌন কর্ম করতে হবে, জারজ সন্তানকে বৈধতা দিতে হবে, দেশে প্রচলিত সকল নিয়ম-নীতি ও আইন-সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে। স্বামী তার স্ত্রীকে বাদ দিয়ে অন্যান্য নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে, স্ত্রীও স্বামীকে বাদ দিয়ে অন্যান্য পুরুষদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে, আর এসব ব্যাপারে কেউ কারো প্রতি কোনো বাধা সৃষ্টি করলেই পারিবারিক আদালতে একের বিরুদ্ধে অন্যজন অধিকার হরণের মামলা করে স্বামী বা স্ত্রীকে শাস্তির মুখোমুখি করবে।

আবহমান কাল থেকে প্রচলিত রয়েছে একজন পুরুষ আর একজন নারী বিয়ের নে আবদ্ধ হয়ে দুইজনে মিলে পরিবার গঠনের ভিত্তি রচিত করে। এসব ল ধারণা, এই ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষকে

www.pathagar.com

অথবা একজন নারী আরেকজন নারীকে বিয়ে করলেই পরিবার গঠিত হবে। পিতামাতা নিজ শিশু, কিশোর ও তরুণদেরকে যৌনতার প্রশিক্ষণ দিবেন এবং সক্ষম বয়সে উপনীত হলেই যৌনকর্মে উৎসাহিত করবেন। যৌনকর্ম করার কারণে কোনো মেয়ে গর্ভবতী হলে সে গর্ভপাত ঘটাতে যেনো কেনো ধরণের বাধার মুখোমুখি না হয়, সে ব্যবস্থাও করতে হবে। আর এই হলো পাশ্চাত্যের প্রণীত ও জাতিসংঘ ঘোষিত নারী নীতি এবং বিশ্বায়নের পরিকল্পনা।

বাংলাদেশেও ২০০৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা যে নারীনীতি ঘোষণা করেছে এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তা অনুমোদনও করেছে, উক্ত নারীনীতিও বিশ্বায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সহযোগী প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘ ঘোষিত নারীনীতিরই অংশ। পশ্চিমা বিশ্বের বিশ্বায়ন পরিকল্পনা ও নারী নীতি উক্ত দেশসমূহে গ্রহণযোগ্য হলেও কোনোক্রমেই তা প্রাচ্যের দেশসমূহে গ্রহণযোগ্য তো নয়ই বরং ঘৃণারও অযোগ্য। এ ধরণের কোনো নীতি তা উন্নয়ন নামের আড়ালেই হোক বা অন্য কোনো কিছুর ছদ্মাবরণে, তা এদেশবাসী জীবন থাকতে আত্মঘাতী উক্ত নীতি কখনোই বাস্তবায়ন হতে দিবে না।

মুসলিম দুনিয়াকে গ্রাস ও ইসলামী সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্যে বিশ্বায়ন ও নারী অধিকারের নামে যে আমেরিকা ও তার সহযোগিরা দিনরাত তারস্বরে আর্তনাদ করছে, সেই আমেরিকায় কি ২১৭ বছরের ইতিহাসে একজন নারীও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে? ২১৭ বছরে আমেরিকা কি কোনো নারীকে ভাইস প্রেসিডেন্ট বানিয়েছে? এই দীর্ঘ ইতিহাসে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো নারীকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বানিয়েছে?

ইসলাম বিদ্বেষী বামপন্থীদের অধিকাংশই নাস্তিক ও মুরতাদ। ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তারা নারী অধিকারের ব্যাপারে দিনরাত চিৎকার করে। তাদের প্রভু রাষ্ট্র রাশিয়াতেও কি কোনো নারীকে দেশের প্রেসিডেন্ট বানানো হয়েছিলো? রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল কি কোনো নারীকে করা হয়েছিলো?

রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র আত্মহত্যা করার পরে জীবিকার তাগিদে যারা চীনের দিকে কেবলা পরিবর্তন করেছে, সেই চীনেও কোনো মহিলাকে দেশের প্রেসিডেন্ট বা পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল বানানো হয়েছে?

দীর্ঘ দিনব্যাপী বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি বাংলাদেশকে সারা দুনিয়ার ন মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। কি

www.pathagar.com

বাংলাদেশেই বিগত ২৭ বছর ব্যাপী দুইজন নারী দু'টি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে নেতৃত্বে রয়েছেন। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দুইজন নারীই বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী ও সরকার প্রধান ছিলেন। এখন পর্যন্তও এদেশেই তাঁরা বরণীয় অবিসংবাদিত নেতা।

তাঁরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় সরাসরি কোরআন- হাদীস বিরোধী কোনো নীতি বাস্তবায়ন করার সাহস করেননি আগামীতে ক্ষমতায় যাবার স্বার্থেই হোক বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমর্থন হারানোর ভয়েই হোক অথবা ইসলামের প্রতি প্রকৃত আকর্ষণ বোধের কারণেই হোক। অথচ বিশ্বায়ন পরিকল্পনাকারী দেশ ও তার সহযোগিরা এ কারণেই এমন এক সরকারকে নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের জন্যে বেছে নিয়েছে, যে সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদীহী করতে হয় না। তাহলে এদেশের জনগণ কি এ কথাই বুঝবে যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও বিশ্বায়ন পরিকল্পনাকারী দেশগুলো অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই ২০০৬ সালে ২৮শে অক্টোবরের রক্তাক্ত ঘটনা ঘটিয়ে তাদের নীল নকশা বাস্তবায়নের পথ উন্মুক্ত করেছিলো? সুশীলরা তাহলে তাদেরই ক্রীড়নক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে?

২৮শে অক্টোবর প্রকাশ্যে লগী-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মানুষ হত্যা করা হবে, দেশের অগণিত সম্পদ ধ্বংস করা হবে, ইসলামী আন্দোলনের জনসভায় আক্রমণ করা হবে, ১/১১ এর ঘটনা ঘটানো হবে এসবই বেশ পুরনো পরিকল্পনা। এসব ঘটনা ঘটিয়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহ তাদের ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে, রাজনৈতিক কোনো দল ক্ষমতায় থাকলে তা সম্ভব হবে না জেনেই তারা তত্বাবধায়ক সরকারের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। এ জন্যেই আমরা দেখেছি ১/১১ এর পূর্বে পাশ্চাত্য দেশসমূহের রাষ্ট্রদুতদের এখানে ওখানে দৌড়াদৌড়ি করতে। ১/১১ এর অন্যতম এক রূপকারকেও দেখা গেলো তিনি মধ্যপ্রাচ্যের একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ থেকে বাংলাদেশে ছুটে এলেন তাদের পরিকল্পনা কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে তা দেখার জন্যে। আর এসব তথ্য আমেরিকার মাটিতেই ফাঁস করে দিয়েছেন উইলিয়াম স্লোন। তিনি আমেরিকা অঞ্চলের মানবাধিকার আইনজীবীদের সংগঠন 'আমেরিকান এ্যাসোসিয়েশন অব জুরিষ্ট' এর কানাডা চ্যাপ্টারের সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নিয়ে কর্মরত 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব ডেমোক্রাটিক ল' ইয়ার্সের কর্মকর্তা।

তিনি ১৭ থেকে ২৩শে ফ্রেব্রুয়ারী ২০০৬ পর্যন্ত তার ঢাকা সফরের অভিজ্ঞতার রিপোর্ট বিশ্বব্যাপী একযোগে প্রকাশ উপলক্ষ্যে গত ৮ই মার্চ ২০০৮ তারিখে আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে এক সংবাদ সম্মেলনে উক্ত তথ্য

www.pathagar.com

ফাঁস করে বলেছেন, 'আমি যখন ২০০৫ সালে ঢাকা সফর করি তখন একজন এমপি ও একটি পত্রিকার সম্পাদকের সাথে বৈঠক করার সময় যা কিছু শুনেছিলাম বর্তমানে বাংলাদেশে তাই ঘটছে। চারদলীয় সরকার পদত্যাগ করার সাথে সাথে গঠিত তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নির্বাচনের ইস্যুতে কী ধরণের আন্দোলন হবে, নির্বাচন বানচালের জন্যে কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির অবতারণা করা হবে, এরপর জরুরী আইন জারী হবে এবং এ সময় সামরিক বাহিনীকে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়া হবে, এ অবস্থায় চলবে দুর্নীতি দমন অভিযান এ অভিযানের টার্গেট হবেন দুই নেত্রী এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ। তারপর সংস্কারের নামে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে ভেঙ্গে কয়েক টুকরো করার পর আমেরিকার পছন্দের লোকদের নেতৃত্বে গঠন করা হবে নতুন রাজনৈতিক ফ্রন্ট এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সেই ফ্রন্টের লোকজনের সমন্বয়ে সরকার গঠন করা হবে।'

সুতরাং বিশ্বায়ন পরিকল্পনার অধীনেই ইসলাম বিদ্বেষী পশ্চিমা অপশক্তি 'নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮' সুশীলদের দ্বারা তত্বধায়ক সরকারের মাধ্যমে অনুমোদন করিয়েছে। এ ঘোষণা করার জন্যও প্রয়োজন ছিলো ইসলাম বিদ্বেষী এক নারীর। সে নারীকেও তারা বেছে উপদেষ্টা পরিষদের অন্তর্ভক্ত করেছে। এই মহিলা তার ছাত্রী জীবন থেকেই নাস্তিক্যবাদ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি দলের সাথে জড়িত ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি উক্ত দলের কেন্দ্রীয় নেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন।

কোরআন- সুন্নাহ এবং এদেশের গণমানুষের আবহমান কালের লোকাচার বিরোধী 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮' দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ঘোষণা করার আরেকটি ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হলো, এদেশকে মৌলবাদী এবং ব্যর্থরাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করে এদেশে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।

ইতোপূর্বে তথাকথিত এক শায়খ ও তার কিছু সংখ্যক উন্মাদ অনুসারীদের মাধ্যমে ইসলামের নামে সারা দেশে বোমাবাজি করিয়ে, আদালতের বিচারক হত্যা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পুলিশ হত্যা করিয়ে, ইসলামী দলগুলোকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে, এদেশ মৌলবাদীরা নিয়ন্ত্রণ করছে, এ ধরণের কল্পিত গালগল্প ফেঁদে নানা ভাষায় বই লিখে তা আমেরিকার সফররত প্রেসিডেন্টকে উপহার দিয়ে, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার কাছে ও দুতাবাসসমূহে পাঠিয়েও বিশ্বে এদেশকে মৌলবাদী ও অকার্য্যকর ব্যর্থ রাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত করা যায়নি।

সুতরাং প্রয়োজন ছিলো নতুন আরেক ষড়যন্ত্রের। বর্তমান নারী নীতি হলো সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ বিশেষ। ষড়যন্ত্রকারীরা ভালো করেই জানে যে, এই নীতি ঘোষণা

www.pathagar.com

করার সাথে সাথে এদেশের বরেণ্য ওলামা- মাশায়েখ, সম্মানিত খতীবগণ ও ধর্মপ্রাণ মানুষ নীরব থাকবে না, তারা প্রতিবাদ মিছিল করবে, সভা- সমাবেশ করবে। এই সুযোগে কোরআন প্রেমিক জনতার মিছিলে কিছু সংখ্যক ভাড়াটে লোক ঢুকিয়ে দেয়া হবে, যারা জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট করবে, ভাংচুর করবে, পুলিশের প্রতি আক্রমণ চালাবে, দেশব্যাপী বিশৃংখল এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। যার মাধ্যমে তাওহীদী জনতাকে দুনিয়ার সম্মুখে মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার চমৎকার সুযোগ হবে। কিন্তু দেশ প্রেমিক জনগণের কাছে ষড়যন্ত্রকারীদের এ চক্রান্ত ধরা পড়েছে।

কারণ যে দেশের মুসলমানরা মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করে থাকে, সেই দেশের মুসলমানরা প্রতিবাদ বিক্ষোভের নামে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের টাইলস্ ভাঙ্গবে বা জায়নামাজ বের করে আগুনে পোড়াবে, এ কথা শয়তানেও বিশ্বাস করবে না। সুতরাং বিগত ১৮/ ০৪/ ০৮ তারিখে ঢাকা বায়তুল মুকাররমে যে ঘটনা ঘটেছে তা অবশ্যই অনুপ্রবেশকারী ইসলামের দুশমনদের ঘৃণিত অপকর্ম, এটা অবশ্যই কোনো আলেম বা মুসল্লীদের কাজ নয়।

কোন্ আমলে কে দুর্নীতি করেছে, কে কত অর্থ-সম্পদের অধিকারী তা খুঁজে বের করার জন্যে বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজনে দীর্ঘ ৫০ বছরের পেছনের ইতিহাসও অনুসন্ধান করছেন। কিন্তু সারা দেশব্যাপী যারা বোমাবাজি করলো, তাদেরকে গ্রেফতার করে ফাঁসিতে ঝুলানো হলেও তাদের পেছনের শক্তিকে এখন পর্যন্ত আড়ালেই রাখা হয়েছে। পেছনের এই শক্তিই বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে মৌলবাদী, ব্যর্থরাষ্ট্র ও অকার্য্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করে আগ্রাসী শক্তির আগ্রাসনের পথ খোলাসা করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। কারণ তারা ইতোপূর্বেই ভবিষ্যৎ বাণী করেছে, বাংলাদেশ দ্বিতীয় আফগানিস্থানে পরিণত হবে। তাদের বড় পরিচয়, তারা 'বন্ধুকের নল থেকে ক্ষমতা বেরিয়ে আসে' এই শ্লোগানে বিশ্বাসী।

তত্বাবধায়ক সরকার ইচ্ছে করলে উক্ত পেছনের শক্তির চেহারা জাতির সম্মুখে স্পষ্ট করে দিতে পারেন। কারণ এই শক্তিই বর্তমান সরকারের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে তত্বাবধায়ক সরকারের ইখতিয়ার বহির্ভূত কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছে বলে সচেতন জনগোষ্ঠী ধারণা করতে বাধ্য হচ্ছেন। সরকারের প্রতি আমাদের পরামর্শ, বামপন্থীদের সমীহ করার কোনো যুক্তি নেই। তারা একান্তই পরগাছা এবং গণবিচ্ছিন্ন, বরং সরকার পরিচালনা ও জীবন পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে কেবল মাত্র আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে চলুন।

www.pathagar.com

সকল ধর্মের জনগোষ্ঠীর প্রতি আহ্বান

আমরা এদেশে বসবাসরত মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, শি ' ইত্যাদী ধর্মের অনুসারী ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি আহ্বান জানা , 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮' এর অধিকাংশ ধারা উপধারা সকল ধর্মের বিরোধী, এদেশের গণমানুষের চিন্তা- চেতনার বিরোধী, এদেশের লোকাচার, প্রথা, সভ্যতা- সংস্কৃতি বিরোধী। এ নীতি বাস্তবায়ন হলে আমরা কেউ স্ব স্ব ধর্ম অনুসরণ করতে পারবো না, আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তান- সন্ততি ও দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকগণের নৈতিক চরিত্র বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

আমাদের চোখের সম্মুখেই আমাদের কলিজার টুকরা সন্তান- সন্ততি যেনা- ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, দেশে নারী ধর্ষণ বৃদ্ধি পাবে, নারীর সমঅধিকার ভোগ করতে গিয়ে এদেশের নারী সমাজ যৌনদাসীতে পরিণত হবে, দেশের যুব সমাজ নানা ধরণের যৌন রোগে আক্রান্ত হবে, কিশোর, তরুণ ও যুবকরা নৈতিক চরিত্র হারিয়ে পশুস্তরে নেমে যাবে। এ নীতির কারণে সকল ধর্মের লোকজনই ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। সুতরাং সময় থাকতে সকলকেই তথাকথিত এ নারী উন্নয়ন নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।

তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পদে আসীন থেকে যে মহিলা এই নারী নীতি ঘোষণা করেছেন, উক্ত মহিলা গোড়া থেকেই ধর্ম বিদ্বেষী। তত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ম-নীতি, করণীয়- অকরণীয়, চিত- অনুচিত ও দেশের সংবিধানের তোয়াক্কা না করে উক্ত মহিলা উপদেষ্টা নিজ পছন্দের রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করছেন। তিনি দেশের ইসলাম প্রিয় তাওহীদী জনতা ও আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদের প্রতি সীমাহীন ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে' গর্তে লুকিয়ে থাকা বিষাক্ত সাপ, অশুভ শক্তি, মৌলবাদী, ফণা তুলেছে' ইত্যাদি ভাষায় গালাগালাজ করেছেন।

সেই সাথে বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, বামরামপন্থী ধর্মবিদ্বেষী গুটি কতক জনবিচ্ছিন্ন পরজীবী লোক আর হাতে গোণা কয়েকজন সুশীল- ধর্মকে যারা একান্তই অপ্রয়োজনীয় জিনিস ও আফিম বলে মনে করে, তাদের আবদারের কাছে নতি স্বীকার করে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে এদেশের ১৪ কোটি ধর্মভীরু মানুষকে অবজ্ঞা করলে নিভানোর অযোগ্য দাবানল সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ১৪ কোটি মানুষের চিন্তা- চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে অতিদ্রুত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮' বাতিল ঘোষণা করুন।